প্রাথমিক শিক্ষায় পাঁচ বছরের অর্জন

২০০৯-২০১৩

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রাথমিক শিক্ষায় পাঁচ বছরের অর্জন

(২০০৯-২০১৩)

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রাথমিক শিক্ষায় পাঁচ বছরের অর্জন

পৃষ্ঠপোষকঃ
কাজী আখতার হোসেন
সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সম্পাদনা
আবু তাজ মোঃ জাকির হোসেন
যুগ্মসচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

প্রচ্ছদঃ
মুদ্রণঃ

Achievement in Primary Education in past five years

Patron
Quazi Akhtar Hossain
Secretary
Ministry of Primary and Mass Education
Bangladesh Secretariat, Dhaka

Edited by

Abu Taz Md. Zakir Hossain
Joint Secretary
Ministry of Primary and Mass Education
Bangladesh Secretariat, Dhaka

মন্ত্রীর বাণী

জাতীয় উন্নয়নে দক্ষ মানব সম্পদের বিকল্প নেই। আর দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টির প্রথম শর্তই হল প্রাথমিক শিক্ষা। আধুনিক বিশ্বের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে গতিশীল ও সম্প্রসারিত করার মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে বাঙালি জাতিকে একটি উন্নত জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সংবিধানে শিক্ষাকে সর্বজনীন, বাধ্যতামুলক করে নিরক্ষরমুক্ত সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন। জাতির জনকের অকাল প্রয়াণে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা আজকের বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা মানসম্মত শিক্ষা এবং তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক জ্ঞানই মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করে "রূপকল্প ২০২১" বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাঙালি জাতিকে শিক্ষিত ও যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ও কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করেছেন, যা প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে ইতিবাচক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Millenium Development Goals) এবং সবার জন্য শিক্ষা (EFA) এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের সকল নাগরিকের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার ঘোষণা থাকলেও বর্তমান সরকার ২০১৪ সালের মধ্যেই এ লক্ষ্য অর্জনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কমসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। সরকারের এ সকল কর্মসূচির আওতায় বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শতভাগ শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিতকরণ, উপস্থিতি বৃদ্ধি, ঝরেপড়া রোধে বিদ্যালয়ে শিশুবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি,অসহায় ও দরিদ্র পরিবারের শিশুদের উপবৃত্তি প্রদান, মিড-ডে মিল হিসেবে উন্নতমানের বিস্কুট সরবরাহ, স্থানীয় উদ্যোগে দুপুরের খাবার সরবরাহ, বছরের শুরুতে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে উন্নতমানের রঙিন নতুন বই প্রদান, শ্রমজীবী কিশোর-কিশোরী ও শিক্ষা বঞ্চিত অনগ্রসর পরিবারের শিশুদের জন্য শিশুবান্ধব শিখনকেন্দ্র স্থাপন করে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে গুণগত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে নতুন বিদ্যালয় স্থাপন, শ্রেণীকক্ষের সংখ্যা বৃদ্ধি, প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণী চালু এবং শিক্ষকের নতুন পদ সৃষ্টিসহ নবসৃষ্ট পদে যথাসময়ে নিয়োগদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সরকারের বিগত পাঁচ বছরে গৃহীত ও বাস্তবায়িত কার্যক্রম সম্পর্কে যে প্রতিবেদন প্রকাশ করছে তা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতায় বিশ্বাসী বর্তমান সরকারের ইতিবাচক মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ। আশা করছি এ প্রতিবেদন হতে সচেতন জনগণ দেশের সার্বিক উন্নয়নে কর্মপরিকল্পনা ও কৌশল নির্ধারণে সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত হয়ে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত প্রদান করে প্রত্যাশিত সহযোগিতা প্রদান করবেন।

আমি এ প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মোস্তাফিজুর রহমান, এমপি)

সচিবের বাণী

সবার জন্য শিক্ষা (EFA)-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় National Plan of Action (NPA) প্রণয়ন করেছে। NPA অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি নিরক্ষরতা দূরীকরণসহ সকল শিশুর মধ্যে নৈতিকতাবোধ সৃষ্টি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগ্রতকরণ, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অনুশীলন ও অসাম্প্রদায়িক চিন্তার বিকাশ সাধনের মাধ্যমে উন্নত জীবন দর্শনে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বর্তমান সরকার নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

শিশুর প্রারম্ভিক পর্যায় হতে শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করে তোলা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি এবং ঝরে পড়া রোধকল্পে ইতোমধ্যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে শিক্ষাবর্ষ শুরুর পূর্বেই বিনামূল্যে বই বিতরণ করা হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি খেলাধুলার সুযোগ-সুবিধাসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি শিশুদের আগ্রহী করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি ও সংরক্ষণ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নে শিক্ষা খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করে বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টির লক্ষ্যে সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে অভিন্ন শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যবই প্রণয়ন করা হয়েছে। পাশাপাশি বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য উপবৃত্তি প্রদানসহ বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতি শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে শিক্ষকের অনুপাত কমিয়ে আনতে শিক্ষকের অতিরিক্ত পদ সৃষ্টিসহ শুণ্যপদে যথাসময়ে নিয়োগ প্রদান, প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকসহ কর্মকর্তাদের মাঝে উদ্দীপনা সৃষ্টিতে যথাসময়ে পদোন্নতি প্রদানসহ বিভিন্ন কলাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের গুণগত ও মানসম্মত শিক্ষা প্রদান কার্যক্রম ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাপক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বর্তমান সরকারের বিগত পাঁচ বছরে গৃহীত ও বাস্তবায়িত কার্যক্রম সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করছে। আশা করছি, এ প্রতিবেদন হতে সচেতন জনগণ সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত হয়ে দেশের সার্বিক উন্নয়নে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারণে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত প্রদান করে প্রত্যাশিত সহযোগিতা প্রদান করবেন।

আমি এ প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

(কাজী আখতার হোসেন)

সূচিপত্র

ক্রমিক		বিষয়		পৃষ্ঠা নম্বর
		এক নজরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রণালয়		
		ভূমিকা	ঃ	
		প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য	ঃ	
		প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য	ঃ	
		প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা	ঃ	
		প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী	ঃ	
		মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়াধীন অধিদপ্তর/সংস্থার জনবল	ঃ	
		বর্তমানে শূন্যপদের বিন্যাস	ঃ	
		প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক, গুণগত ও মানসম্পন্ন করা	ঃ	
		প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্যসমূহ	ঃ	
		প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুর (৬-১০ বছর বয়স) সংখ্যা	ঃ	
		অবকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য	ঃ	
		শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ সংক্যান্ত তথ্য	ঃ	
		সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সংক্রান্ত তথ্য	ঃ	
		উপবৃত্তি প্রকল্প	ঃ	
		প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব	ঃ	
		স্কুল ফিডিং প্রকল্প	ঃ	
		বিনামূল্যে নতুন বই বিতরণ	ঃ	
		ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক	ঃ	
		ছাত্র পরিষদ (Students Council)	ঃ	
		মানব সম্পদ উন্নয়ন	ঃ	
		নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য	ঃ	
		পদোন্নতি	ঃ	
		প্রশিক্ষণ	ঃ	
		কল্যাণমূলক কার্যক্রম	ঃ	
		সুশাসন প্রতিষ্ঠা	ঃ	

		প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানসমূহ	ঃ	
		প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	ঃ	
		বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট	ঃ	
		উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো	ঃ	
		উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর ভিশন, মিশন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	ঃ	
		উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর কাঠামো	ঃ	
		উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার বিস্তার	ঃ	
		উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	ঃ	
		জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)	ঃ	
		জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) এরভিশন, মিশন, লক্ষ্য ও জনবল	ঃ	
		নেপ কর্তৃক ২০০৮-০৯ অর্থ বছর হতে জুন ২০১২ পর্যন্ত বাস্তবায়িত কার্যক্রম	ঃ	
		সমাপ্ত ও বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন কার্যক্রম	ঃ	
		দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-২)	ঃ	
		প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-৩ (পিইডিপি-৩)	ঃ	
		প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প (২য় পর্যায়)।	ঃ	
		রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) প্রকল্প	ঃ	
		সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার প্রকল্প (২য় পর্যায়)।	ঃ	
		রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)।	ঃ	
		২০০৭ সালের বন্যায় ও নদী ভাঙ্গন এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ প্রকল্প	ঃ	
		ইসি সাহায্যপুষ্ট স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম	ঃ	
		দারিদ্র পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম প্রকল্প	ঃ	
		বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১৫০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্প	ঃ	
		প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (পিটিআই)-বিহীন নির্বাচিত ১২টি জেলা সদরে পিটিআই স্থাপন প্রকল্প	ঃ	
		প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (আইডিবি)	ঃ	
		চীনের আর্থিক সহায়তায় ২টি মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ প্রকল্প।	ঃ	
		প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাব স্কাউট সম্প্রসারণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	ঃ	
		মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-২	ঃ	
		শহরের কর্মজীবী শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়)	ঃ	
		এক নজরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের চার বছরের	ঃ	

এক নজরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

ক্রমিকনং	বিষয়		সংখ্যা
১.	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ঃ	৫৯,৭৭৩
২.	নন-রেজি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ঃ	১,৯৪৯
৩.	পরীক্ষণ বিদ্যালয়	ঃ	৫৬
৪.	এবতেদায়ী মাদ্রাসা	ঃ	২,০৫৮
৫.	কিন্ডার গার্টেন	ঃ	১২,৪৮৬
৬.	কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ঃ	১,৬০৫
৭.	এনজিও স্কুল	ঃ	২,৭৮২
৮.	উচ্চ মাদ্রাসা সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়	ঃ	৪,৮৬১
৯.	উচ্চ বিদ্যালয় সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়	ঃ	১,৩৫১
১০.	ব্রাক স্কুল	ঃ	১০,৩২৬
১১.	রস্ক স্কুল	ঃ	৫,৮৬২
১২.	শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়	ঃ	১২৫
১৩.	অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয়	ঃ	৭৮৩
১৪.	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট শিক্ষকেরসংখ্যা	ঃ	৪,৪৯,৭৯৯
১৫.	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট শিক্ষক	ঃ	১,৮৭,৯১২
১৬.	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট শিক্ষিকা	ঃ	২,৬১,৮৮৭
১৭.	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা	ঃ	৩,০১,১৯৪
১৮.	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট শিক্ষক সংখ্যা	ঃ	১,২০,৯৩৯
১৯.	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট শিক্ষিকার সংখ্যা	ঃ	১,৮০,২৫৫
২০.	নিয়োগকৃত প্রধান শিক্ষক	ঃ	৩৯০১
২১.	নিয়োগকৃত সহকারি শিক্ষক	ঃ	৮৩৩৭২
২২.	নিয়োগকৃত মোট শিক্ষক	ঃ	৮৭,২৭৩
২৩.	রাজস্ব খাতে নিয়োগকৃত মোট জনবলের সংখ্যা	ঃ	৯৮৮৫২
২৪.	উন্নয়ন খাতে নিয়োগপ্রাপ্ত জনবলের সংখ্যা	ঃ	৩২৯
২৫.	সর্বমোট নিয়োগ	ঃ	৯৯১৮১
২৬.	মোট ছাত্র-ছাত্রী	ঃ	১,৯০,০৩,২১০
২৭.	মোট ছাত্র	ঃ	৯৪,৬৩,১০৮
২৮.	মোট ছাত্রী	ঃ	৯৫,৪০,১০২
২৯.	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত	ঃ	১,০৬,৮৭,৩৪৯
৩০.	প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণীতে ভর্তিযোগ্য প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা		১,০২,৬৬৬
৩১.	প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া ছাত্র-ছাত্রী	ঃ	৩১,৪১,১০৪
৩২.	বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশু (৬-১০ বছর বয়সী)'র সংখ্যা	ঃ	১৮২০৯৯৬৭
৩৩.	বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ভর্তি হওয়া শিশুর সংখ্যা	ঃ	১৭৬৩৬৪৭১
৩৪.	বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী কতজন শিশু বিদ্যালয়ে যায়না তার সংখ্যা	ঃ	২,১৬,৭৬৫
৩৫.	প্রাক-প্রাথমিক শাখায় ভর্তি হওয়া শিশুর সংখ্যা	ঃ	২৫৯৯৫৬১

৩৬.	সমাপনী পরীক্ষার কেন্দ্রের সংখ্যা	ঃ	৬৫৭৪
৩৭.	প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	ঃ	২৫১৯০৩২
৩৮.	সমাপনী পরীক্ষায় পাশ করা শিক্ষার্থীর সংখ্যা	ঃ	২৪৮৩১৪২
৩৯.	পাশের হার	ঃ	৯৮.৫৮
৪০.	ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	ঃ	২৭৩৯৭৯
৪১.	ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	ঃ	২৬২৪৭২
৪২.	পাশের হার	ঃ	৯৫.৮০
৪৩.	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের সংখ্যা	ঃ	১৫
৪৪.	উপবৃত্তির সুবিধাভোগী/ব্যক্তি/পরিবার/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	ঃ	৭৭,২৫,০০০
৪৫.	রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা	ঃ	৭,২০,০০০
৪৬.	বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি সহায়তায় স্কুল ফিডিং প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা	ঃ	২৬ ,৮২, ৬৮৯
৪৭.	ইসি এ্যাসিস্টেড স্কুল ফিডিং প্রোগ্রামের আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা	ঃ	৩, ২৯,৮৬৪
৪৮.	বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণের জন্য সম্ভাব্য ছাত্র-ছাত্রী	ঃ	২,৩৩,১৬,৯২২
৪৯.	বিতরণের জন্য মুদ্রিত পাঠ্যবই		১১,৫৯,৯৭,০৯৭
৫০.	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়নের হার (২০১০-১১)	ঃ	৯৭.৪৬%
৫১.	জাতীয় হার	ঃ	৯২.০০%
৫২.	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়নের হার (২০১১-১২)	ঃ	৯৮.৪৩%
৫৩.	জাতীয় হার	ঃ	৯২.০০%
৫৪.	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়নের হার (২০১২-১৩)	ঃ	৯৬.১৫%
৫৫.	জাতীয় হার	ঃ	৯১.০০%
৫৬.	স্কুল ভর্তির শতকরা হার	ঃ	১০৪.৪%
৫৭.	প্রকৃত ভর্তির শতকরা হার	ঃ	৯৬.৭০%
৫৮.	প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্তির হার	ঃ	৭৩. ৮০%

১.০ ভূমিকা

জাতীয় উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন ও গতিশীল সমাজ সৃষ্টিতে দক্ষ মানব সম্পদের বিকল্প নেই। আর দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যম হচ্ছে শিক্ষা। বিশেষত, প্রাথমিক শিক্ষাই হচ্ছে সকল শিক্ষার ভিত্তি। স্বাধীনতা লাভের পর প্রণীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন ও বাধ্যতামুলক করার বিধান রাখা হয়। সেই বাধ্যবাধকতায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে ৩৬,১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেন। বস্তুত, বাংলাদেশের ইতিহাসে এ সময়েই প্রথম প্রাথমিক শিক্ষাকে সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে স্বীকার করে নেয়া হয়। পরবর্তীতে এর বিস্তারে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় এবং ১৯৯২ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ ও পরবর্তীতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নামে একটি পৃথক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) এবং সবার জন্য শিক্ষা (EFA)-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় National Plan of Action (NPA) প্রণয়ন করেছে। NPA অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করণার্থে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ১০০% শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিতকরণ এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণসহ সকল শিশুর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, নৈতিক, মানবিক ও নান্দনিক বিকাশ সাধনের মাধ্যমে উন্নত জীবন দর্শনে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বর্তমান সরকার নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রাতিষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা-যা মূলত, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ ইউনিটের নিয়ন্ত্রণাধীনে এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে সাক্ষর করে তোলার দায়িত্ব পালন করছে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো। এ ছাড়াও জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) এর মাধ্যমে শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নিবিড় প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

১.১ প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য

বাংলাদেশের শিশুর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, মানবিক ও নান্দনিক বিকাশ সাধন করা এবং তাদের উন্নত জীবনের স্বপ্ন দর্শনে উদ্বুদ্ধ করা।

১.২ প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য

(১) শিক্ষার্থীর মনে সৃষ্টিকর্তার প্রতি অটল আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে তোলা, যেন এই বিশ্বাস তার চিন্তা ও কর্মে অনুপ্রেরণা যোগায় এবং আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে সহায়তা করে।

(২) স্ব-স্ব ধর্মের অনুশাসন অনুশীলনের মাধ্যমে শিশুকে নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলি অর্জনে সহায়তা করা।

(৩) শিশুর মনে জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের প্রতি ভালবাসা, শ্রদ্ধা, সাম্য, সহমর্মিতা ও সহযোগিতাবোধ জাগানো এবং তাকে শান্তিময় পরিবেশের প্রতি আগ্রহী করে তোলা।

(৪) শিশুর মনে জাতীয়তাবোধ, মানবাধিকার, পারস্পরিক সমঝোতা, সহযোগিতা, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, আন্তর্জাতিকতাবোধ এবং বিশ্বশান্তি ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ জাগিয়ে তোলা।

(৫) শিক্ষার্থীকে কায়িক শ্রমের প্রতি আগ্রহী করা, শ্রমজীবী মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব গঠন এবং অর্থপূর্ণ শ্রমের মাধ্যমে জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে সহায়তা করা।

(৬) পারিবারিক, সামাজিক ও বিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিশুকে তার নিজের ও অপরের অধিকার, কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।

(৭) শিশুকে পরম সহিষ্ণুতা ও গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুশীলনে অভ্যাস গঠনে সহায়তা করা।

(৮) জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি লাভে সহায়তা করা এবং এগুলোর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে তোলা।

(৯) শরীরচর্চা ও খেলাধুলার মাধ্যমে শিশুর শারীরিক বিকাশে সহায়তা করা এবং স্বাস্থ্যকর জীবন যাপনের অভ্যাস গড়ে তুলতে সহায়তা করা।

(১০) জীবনের সর্বস্তরে কার্যকর ব্যবহারের জন্য শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষার সকল মৌলিক দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা।

(১১) শিশুকে গাণিতিক ধারণা ও দক্ষতা এবং বিদেশী ভাষা হিসেবে ইংরেজির প্রাথমিক দক্ষতা অর্জন এবং এ ভাষা ব্যবহারে সহায়তা করা।

(১২) শিখন-দক্ষতা ও জ্ঞানের যথার্থ কৌতুহল সৃষ্টি করে আজীবন শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করা।

(১৩) শিক্ষার্থীর সামর্থ্য, প্রবণতা ও আগ্রহ অনুসারে তাকে পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি ও যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা এবং পরবর্তী স্তরে শিক্ষা লাভের উপযোগী করে গড়ে তোলা।

১.৩ প্রাথমিক শিক্ষার সাংগঠনিক কাঠামো

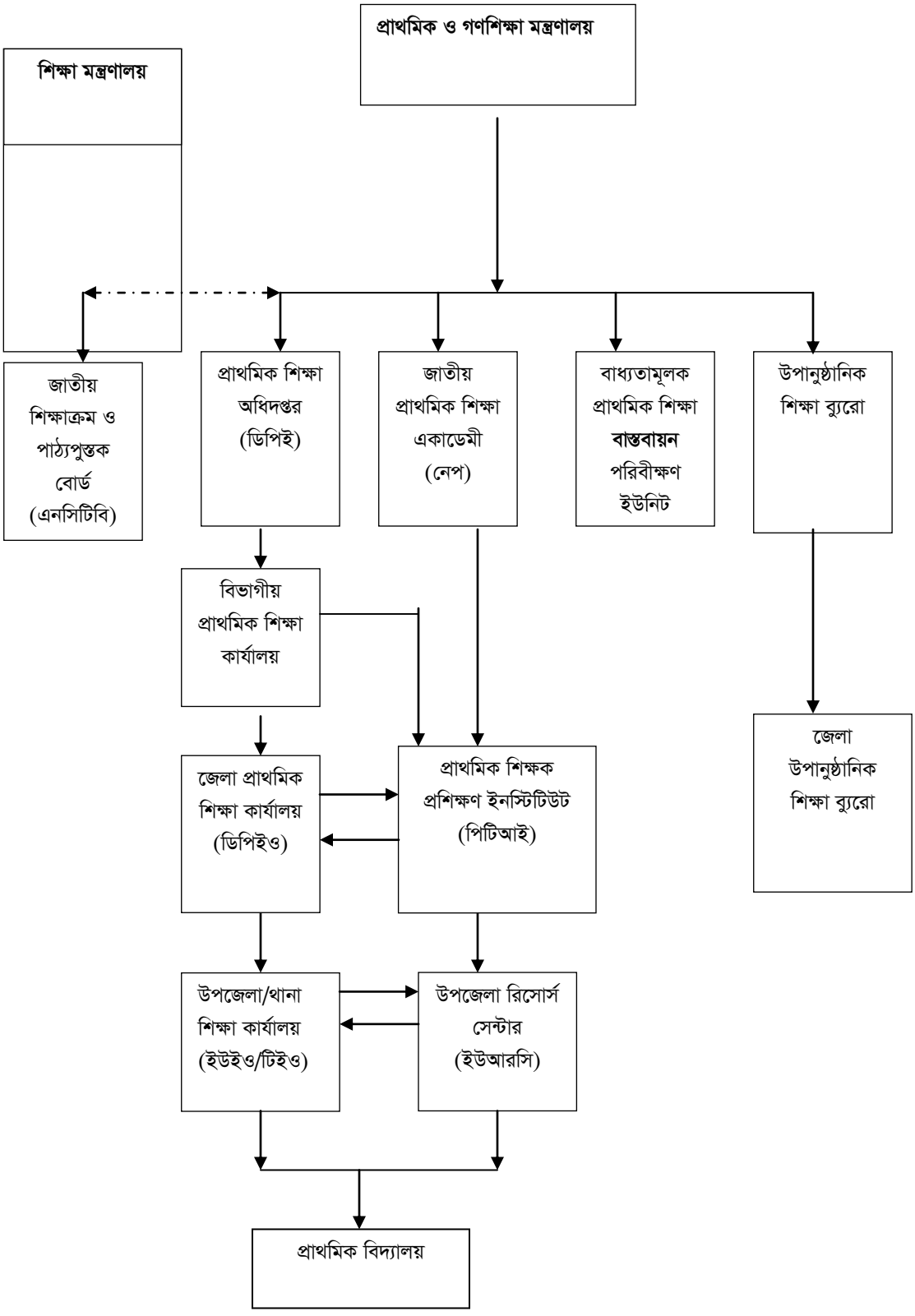

১.৪ মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়াধীন অধিদপ্তর/সংস্থার রাজস্ব খাতের জনবল ঃ

সংস্থার নাম	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	১০০	৮৯	১১	২৬
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	২,৫২,২৭৮	২,২৭,৭৯৮	২৪,৪৬২	৫৪,৬২৭
বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট	৫৫	৫৩	০২	-
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো	২৯৬	২৪৬	৫০	২৬
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি	৯৭	৫৪	৪৩	১৫
মোট	২,৫২,৮২৬	২,২৮,২৪০	২৪,৫৬৮	৫৪,৬৯৪

১.৫ বর্তমানে শূন্যপদের বিন্যাসঃ

দপ্তরসমূহ	যুগ্ম সচিব/ তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণীর পদ	২য় শ্রেণীর পদ	৩য় শ্রেণীর পদ	৪র্থ শ্রেণীর পদ	মোট
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	-	০	৪	০	৪	৩	১১
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	-	০৪	৫৭৯	১,২০১	২১,৬৮৯	৯৮৯	২৪,৪৬২
বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট	-	-	০২	-	-	-	০২
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো	-	১২	০১	০১	২৮	০৮	৫০
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি	-		১৪	০১	২৩	০৫	৪৩
মোট		১৬	৬০০	১,২০৩	২১,৭১৯	১০০৫	২৪,৫৬৮

১.৬ বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীঃ

বিদ্যালয়ের ক্যাটাগরি	বিদ্যালয়ের সংখ্যা	ছাত্র	ছাত্রী	মোট ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা	স্কুল ত্যাগকারী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	শিক্ষক	শিক্ষিকা	মোট শিক্ষক/ শিক্ষিকার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫৯,৭৭৩	৭৩,১৭,১২৭	৭৫,৪৩,৬১৯	১,৪৮,৬০,৭৪৬	২৬.২০%	১,২০,৯৩৯	১,৮০,২৫৫	৩,০১,১৯৪
নন-রেজি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১,৯৪৯	১,৪১,২৫১	১,৩৮,৮০০	২,৮০,০৫১		২,০৪৪	৪,৬০৩	৬,৬৪৭
পরীক্ষণ বিদ্যালয়	৫৬	৫,৭৫৯	৫,৬১৮	১১,৩৭৭		২৬	২০৬	২৩২
এবতেদায়ী মাদ্রাসা	২,০৫৮	১,৪৪,৮৩৭	১,৩৮,৩৫৬	২,৮৩,১৯৩		৬,৩৫৯	১,২৯৫	৭,৬৫৪
কিন্ডার গার্টেন	১২,৪৮৬	৮,১৯,৩৩১	৬,৩৫,৪০৬	১৪,৫৪,৭৩৭		৩২,৪৫১	৪৬,৩৮৫	৭৮,৮৩৬
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১,৬০৫	১,২৬,৪৩৬	১,৩২,৫৬০	২,৫৮,৯৯৬		১,৩৪৯	৩,৯২৭	৫,২৭৬
এনজিও স্কুল	২,৭৮২	৮৭,১৫৯	৯১,১৭৫	১,৭৮,৩৩৪		১,৪৩৪	৩,৩০১	৪,৭৩৫
উচ্চ মাদ্রাসা সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪,৮৬১	৩,৯২,৫৬৪	৩,৭০,০১৭	৭,৬২,৫৮১		১৭,০৩০	২,৫২৯	১৯,৫৫৯
উচ্চ বিদ্যালয় সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়	১,৩৫১	২,০৯,৭৬০	২,০৬,৪৫২	৪,১৬,২১২		৪,০৮৬	৪,৮০৫	৮,৮৯১
ব্রাক স্কুল	১০,৩২৬	১,০৬,৯৯৪	১,৬৫,৫৪৩	২,৭২,৫৩৭		৪২৬	১০,১১৮	১০,৫৪৪
রস্ক স্কুল	৫,৮৬২	৮৬,৮৬৯	৮৭,১৪০	১,৭৪,০০৯		১,২১৫	৩,৫৮৭	৪,৮০২
শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২৫	৫,৭৫৩	৬,৯৮১	১২,৭৩৪		৮৫	২২৩	৩০৮
অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭৮৩	১৯,২৬৮	১৮,৪৩৫	৩৭,৭০৩		৪৬৮	৬৫৩	১,১২১
মোট	১,০৪,০১৭	৯৪,৬৩,১০৮	৯৫,৪০,১০২	১,৯০,০৩,২১০		১,৮৭,৯১২	২,৬১,৮৮৭	৪,৪৯,৭৯৯

তথ্য সুত্রঃ প্রাইমারী স্কুল সেনসাস রিপোর্ট-২০১২

বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা

বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রী

বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যা

বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকা

১.৭ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুর (৬-১০ বছর বয়স) সংখ্যা ঃ

শিক্ষার্থী	বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা (৬-১০ বছর বয়সী)	বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ভর্তি হওয়া শিশুর সংখ্যা (৬-১০ বছর বয়সী)	বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী কতজন শিশু স্কুলে যায় না, তার সংখ্যা	বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী কতজন শিশু স্কুলে যায় না, তার শতকরা হার
বালক	৯৩৪১৪৭৯	৮৮৭৪৪০৫	৪৬৭০৭৪	৫.০%
বালিকা	৮৮৬৮৪৮৮	৮৭৬২০৬৬	১০৬৪২২	১.২%
মোট	**১৮২০৯৯৬৭**	*** ১৭৬৩৬৪৭১**	**৫৭৩৪৯৬**	**৩.১%**

তথ্য সুত্রঃ প্রাইমারী স্কুল সেনসাস রিপোর্ট-২০১২ *** নীট ভর্তি কেবল ৬-১০ বছর বয়সী শিশুদের জন্য**

১.৮ ২০১২ সালের শ্রেণি ভিত্তিক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির তথ্যঃ

ক্যাটাগরি	প্রাক-প্রাথমিক	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	৫ম শ্রেণি	মোট
বালক	১৩২৭৩৬৪	২১৭১৫৬৯	২২৩৩৭৭৮	২০৪০৮১৯	১৬৯৪০০৩	১৩২২৯৩৯	৯৪৬৩১০৮
বালিকা	১২৭২১৯৭	২০৫৭৬২৮	২১০৯৭১৮	২০৮৪৮৯৪	১৮১৬৮৭৯	১৪৭০৯৮৩	৯৫৪০১০২
মোট	**২৫৯৯৫৬১**	**৪২২৯১৯৭**	**৪৩৪৩৪৯৬**	**৪১২৫৭১৩**	**৩৫১০৮৮২**	**২৭৯৩৯২২**	**১৯০০৩২১০**

২০১২ সালের শ্রেণি ভিত্তিক ভর্তি হওয়া ছাত্র-ছাত্রী

১.৯ বয়সভিত্তিক সাক্ষরতার হার ঃ

বয়স	সাক্ষরতার হার (%)		সাক্ষরতার গড় হার (%)
	পুরুষ	মহিলা	
০৫-০৯	১৫.৭৮	১৭.১০	১৬.৪৩
১০-১৪	৬৪.৫১	৭০.৫৭	৬৭.৩৮
১৫-১৯	৮০.৫৭	৮৩.৯৮	৮২.১৭
২০-২৪	৭৬.৭৭	৭৩.৭৩	৭৫.০৯
১৫-২৪	৭৮.৬৭	৭৮.৮৬	৭৮.৬৩
২৫+	৫৮.৪৭	৪৬.৮৪	৫২.৭৫
১৫+	৬৩.৮৯	৫৫.৭১	৫৯.৮২
৭+	৫৬.৯০	৫১.৩৯	৫৪.১৯

* Reference: Report on the Bangladesh Literacy Survey-2010, BBS.

২.০ প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক, গুণগত ও মানসম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে মন্ত্রণালয়ের পদক্ষেপসমূহ

প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ সম্পর্কিত সকল আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশ অঙ্গীকারাবদ্ধ। প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক, গুণগত ও মানসম্পন্ন করতে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। বর্তমান সরকারের বিগত পাঁচ বছরের শাসন আমলে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুর শতভাগ ভর্তি, ঝরেপড়া রোধ, নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা নিম্নরূপঃ

২.১ সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণে শতভাগ ভর্তিসহ শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে গৃহীত ব্যবস্থাঃ

(১) দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্যাচমেন্ট এলাকা পুনঃনির্ধারণপূর্বক ভর্তি কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও হোম ভিজিট জোরদার করা হয়েছে।

(২) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শতভাগ শিশুকে বিদ্যালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট করতে একীভুত শিক্ষার আওতায় ৪টি কর্মপরিকল্পনা (Special Need Children, Gender, Special Tribal Children and Vulnerable Group Children) প্রণয়ন করা হয়েছে। Primary Education Development Programme-3 (PEDP-3) এর আওতায় এসব কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(৩) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্যে এক বৎসর মেয়াদি প্রচলিত সি-ইন-এড কোর্স-এর পরিবর্তে দেড় বৎসর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারী এডুকেশন (ডিপিএড) কোর্সের যাবতীয় কোর্স ম্যাটেরিয়ালস প্রস্তুত করা হয়েছে। বর্তমানে ২৯টি পিটিআইতে ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারী এডুকেশন কোর্সের কার্যক্রম চলমান আছে।

(৪) পরিমার্জিত কারিক্যুলাম অনুযায়ী ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ হতে দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যথাসময়ে বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ করা হচ্ছে। সারাদেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক স্তরের ২ কোটি ৩৩ লাখ ১৬ হাজার ৯২২ জন সম্ভাব্য ছাত্র-ছাত্রীর মাঝে ২০১৪ শিক্ষাবর্ষে বিতরণের জন্য জন্য ১১ কোটি ৫৯ লাখ ৯৭ হাজার ৯৭টি পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ করে মাঠ পর্যায়ে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

(৫) আনুষ্ঠানিক শিক্ষার জগতে প্রবেশের পূর্বে শিশুদের যে প্রস্তুতির প্রয়োজন তা হল শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশ। প্রারম্ভিক পর্যায় হতে শিশুদের শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, ভাষাগত ও সামাজিক বিকাশের লক্ষ্যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অন্তবর্তীকালীন প্যাকেজ হিসেবে 'আমার বই, এসো লিখতে শিখি (ব্যবহারিক খাতা), শিক্ষক সহায়িকা, প্রশিক্ষক সহায়িকা, স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ চার্ট প্রণয়ন করে ৩০ সেট করে সরকার নিয়ন্ত্রিত সকল বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

(৬) ২০১৩ সাল থেকে শতভাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এজন্য সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একজন করে মোট ৩৭,৬৭২টি শিক্ষকের পদ সৃজন করা হয়েছে। ২০১৩ সালে ৩১,৪১,১০৪ জন শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণীতে ভর্তি করানো হয়েছে।

(৭) প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষাঃ

(ক) ২০১৩ সালের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা দেশের ৬,৫৬৬ এবং বিদেশের ৮টি মোট ৬৫৭৪টি কেন্দ্রে একযোগে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি বিষয়ে ১০০ নম্বর হিসেবে ৬টি বিষয়ে পরীক্ষার মোট নম্বর ছিল ৬০০। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার জন্য ১২১৫৩৩২ জন (৪৬.০৫%) ছাত্র ও ১৪২৩৭১৩ জন (৫৩.৯৫%) ছাত্রী মোট ২৬, ৩৯,০৪৫ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষার জন্য তালিকাভুক্ত হয়। তালিকাভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ১১৫৪৮০৫ জন (৪৫.৮৪%) ছাত্র ও ১৩৬৪২২৭ জন (৫৪.১৬%) ছাত্রী মোট ২৫১৯০৩২ জন (৯৫.৪৫%) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মোট ২৪৮৩১৪২ জন সকল বিষয়ে উত্তীর্ণ হয়। গড় পাশের হার ৯৮.৫৮%।

- ❖ জিপিএ ৫ পেয়েছে ২৪০৯৬১ জন (৯.৭%),
- ❖ জিপিএ ৪ থেকে ৫ এর নীচে পেয়েছে ৭৯২৯১১ জন (৩১.৯৩%),
- ❖ জিপিএ ৩.৫ থেকে ৪ এর নীচে পেয়েছে ৪৪৩১৭৭ জন (১৮.২৫%),
- ❖ জিপিএ ৩ থেকে ৩.৫ এর নীচে পেয়েছে ৪১৬১১৮ জন (১৬.৭৬%),
- ❖ জিপিএ ২ থেকে ৩ এর নীচে পেয়েছে ৪৭০৬২০ জন (১৮.৯৫%),
- ❖ জিপিএ ১ থেকে ২ এর নীচে পেয়েছে ১০৯৩৫৫ জন (৪.৪০%)।
- ❖ উত্তীর্ণদের মধ্যে ১১৩৮৮৯৮ জন (৪৫.৮৭%) ছাত্র; এবং
- ❖ ১৩৪৪২৪৪ জন (৫৪.১৩%) ছাত্রী।

সারাদেশে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ৩৮৩৯ জন ছাত্রছাত্রী (ছাত্র-২০৪২, ছাত্রী-১৭৯৭) পরীক্ষার জন্য তালিকাভুক্ত হয়। তন্মধ্যে ৩৬১৬ জন (ছাত্র-১৯১০, ছাত্রী- ১৭০৩) জন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে (উপস্থিতির হার ৯৪.১১%) এবং ৩৫১৩ জন উত্তীর্ণ হয়। পাশের হার ৯৭.২৩%।

বিষয়ভিত্তিক কৃতকার্য মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা-

- বাংলায় ২৫১৩৯৩৩ (৯৯.৮০%),
- ইংরেজিতে ২৪৯৬৩০৫ (৯৯.১০%),
- গণিতে ২৫০২৯০৬ (৯৯.৩৬%),
- বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়ে ২৫১৩৯৮১ (৯৯.৮০%),
- প্রাথমিক বিজ্ঞানে ২৫১৫৫৮২ (৯৯.৮৬%) এবং
- ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে ২৫১৫৬০০ (৯৯.৮০%)।

(খ) অনুরূপভাবে ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় প্রতি বিষয়ে ১০০ নম্বর হিসেবে ৬টি বিষয়ে মোট নম্বর ৬০০-এ পরীক্ষার জন্য ১১৭৭১টি মাদরাসার ছাত্র-১৬০৯২১ (৪৯.৯৫%) ছাত্রী-১৬১২৭১ জন (৫০.০৫%) মোট ৩২২১৯২ জন তালিকাভুক্ত হয়। তালিকাভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ১৩৪৪৫৮ জন ছাত্র (৮৩.৫৬%) ও ১৩৯৫২১ জন ছাত্রী (৮৬.৫১%) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এবং ১২৯৩২০ জন ছাত্র (৪৯.২৭%) ও ১৩৩১৫২ জন ছাত্রী (৫০.৭৩%) মোট ২৬২৪৭২ জন সকল বিষয়ে উত্তীর্ণ হয়। গড় পাশের হার ৯৫.৮০%। তন্মধ্যে-

- জিপিএ ৫ পেয়েছে ৭২৫৩ জন (২.৭৬%),
- জিপিএ ৩.৫ থেকে ৫ এর নীচে পেয়েছে ১১৫২৫৮ জন (৪৩.৯১%),
- জিপিএ ১ থেকে ৩.৫ এর নীচে পেয়েছে ১৩৯৯৬১ জন (৫৩.৩২%)।

বিষয়ভিত্তিক কৃতকার্য মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা-

- বাংলায় ২৭২০৩৪ জন (৯৯.২১%),
- ইংরেজিতে ২৭০৭৮৪ জন (৯৮.৭৫%),
- গণিতে ২৭০০৪৯ জন (৯৮.৪৮%),
- কুরআন ও তাজবীদ এবং আকাইদ ও ফিকহ্ ২৭৩১৭৪ জন (৯৯.৬২%),
- আরবীতে ২৭১২৬৭ জন (৯৮.৯৩%) এবং
- পরিবেশ পরিচিতি সমাজ ও পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান ২৭২৬৮০ জন (৯৯.৪৪%)।

সারাদেশে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ২৮৩ জন ছাত্রছাত্রী (ছাত্র- ১৫১, ছাত্রী- ১৩২) পরীক্ষার জন্য তালিকাভুক্ত হয়। তন্মধ্যে ২১৭ জন (ছাত্র-১১৭, ছাত্রী-১১০) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে (উপস্থিতির হার ৭৬.৬৮%) এবং ২০২ জন উত্তীর্ণ হয়। পাশের হার ৯৩.০৯%।

বিগত পাঁচ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা ও ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপঃ

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষাঃ

বিবরণ	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩
মোট পরীক্ষার্থী	১৯৭৯৮৯৫	২১৫৬৭২১	২৩১৬৫২১	২৬৪১৯০৩	২৬৩৯০৪৫
অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থী	১৮২৩৪৬৫	১৯৪০৩৩১	২১৮৫৭৪৭	২৪৮১১১৯	২৫১৯০৩২
অনুপস্থিত পরীক্ষার্থী	১৫৬৪৩০	২১৬৩৯০	১৩০৭৭৪	১৬০৭৮৪	১২০০১৩
উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থী	১৬২০০৫৪	১৭৯১৬৫১	২১২৫৮৬৯	২৪১৫৩৪১	২৪৮৩১৪২
অনুত্তীর্ণ পরীক্ষার্থী	২০৩৪১১	১৪৮৬৮০	৫৯৮৭৮	৬৫৭৭৮	৩৫৮৯০
পাসের হার	৮৮.৮৪	৯২.৩৪	৯৭.২৬	৯৭.৩৫	৯৮.৫৮
জিপিএ ৫ প্রাপ্ত (গ্রেডিং পদ্ধতি ২০১১ শিক্ষাবর্ষ হতে চালু হয়।)	৬৭৬৭১৭ (১ম বিভাগ)	৮৫৯১৫৪ (১ম বিভাগ)	১০৫৬৭৩	২৩০২২০	২৪০৯৬১
শতভাগ উত্তীর্ণ প্রতিষ্ঠান	৩৭২২৫	৫১৫৭৬	৬৮৬২৯	৭২২২৭	৭৩৬০০
শতভাগ অনুত্তীর্ণ প্রতিষ্ঠান	১৯৩৮	২৭৮৯	৩৭১	৭১০	৪৬
বহিস্কৃত ছাত্র	১২২	৫৯৪	২	২০	২৬
সর্বমোট প্রতিষ্ঠান	**৮১৩৪০**	**৮৫৮৯১**	**৮৭৮৩২**	**৯২৩২৮**	**৮৭০৮৫**

ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষাঃ

বিবরণ	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩
মোট পরীক্ষার্থী		৩৩১৬০৮	৩২১১৬০	৩২৯৭৬৯	৩২২১৯২
অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থী		২৬৪৮৬৬	২৭২১৭১	২৭৬৩৭৩	২৭৩৯৭৯
অনুপস্থিত পরীক্ষার্থী		৬৬৭৪২	৪৮৯৮৯	৫৩৩৯৬	৪৮২১৩
উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থী		১৯৯৩৩৬	২৪৮৪৩৪	২৫৫৪৯৪	২৬২৪৭২
অনুত্তীর্ণ পরীক্ষার্থী		৬৫৫৩০	২৩৭৩৭	২০৮৭৯	১১৫০৭
পাসের হার		৭৫.২৬	৯১.২৮	৯২.৪৫	৯৫.৮০
জিপিএ ৫ প্রাপ্ত (গ্রেডিং পদ্ধতি ২০১১ শিক্ষাবর্ষ হতে চালু হয়।)		২১৪৭ (১ম বিভাগ)	২১৫০	২৯২০	৭২৫৩
শতভাগ উত্তীর্ণ প্রতিষ্ঠান		৪০৫০	৬০৭৪	৬৫৩০	৭৯২৪
শতভাগ অনুত্তীর্ণ প্রতিষ্ঠান		৫৯৪	৯৯	৩৪৭	২৯৪
বহিস্কৃত ছাত্র		৬৭	১৯	১১	১০
সর্বমোট প্রতিষ্ঠান		**৩৩১৬০৮**	**১১৫১৯**	**১১৬০২**	**১১৭৭১**

(৮) জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর সুপারিশ অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষাস্তর ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীতকরণের পদক্ষেপের অংশ হিসেবে ২০১৩ শিক্ষাবর্ষে দেশের প্রতিটি উপজেলা/থানায় ০১টি করে মোট ৫০৩ টি নির্বাচিত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর পাঠদান চালু করা হয়েছে।

(৯) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের লক্ষ্যে পিইডিপি-৩ কর্মসূচির আওতায় ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ১৩,০৪৮টি টিউবওয়েল এবং ৩টি টয়লেট বিশিষ্ট ২৪৫৬টি ওয়াশ-ব্লক নির্মাণ করা হয়েছে। তাছাড়া, বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১২-১৩ বছরসহ বিগত ৪ বছরে এ পর্যন্ত মোট ১৬,৪৮০টি ভবন নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে।

(১০) Reaching Out of School Children (ROSC) প্রকল্পের আওতায়-

(ক) দেশের অনুন্নত জনপদ এবং ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীঅধ্যুষিত ৯০টি উপজেলায় ৬৮৪.৩২ কোটি টাকা ব্যয়েআনন্দ স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ৭-১৪ বছর বয়সী ৭,৫০,০০০ হত-দরিদ্র ও ঝরে পড়া শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে;

(খ) শিশুদের শিক্ষার পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে এ সকল স্কুলে ৯০% মহিলাকে সভাপতি এবং ৮৮% মহিলাকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

(১১) মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-২ (পিএলসিএইচডি-২) এর আওতায় দেশের ২৯টি জেলার ২১০টি উপজেলার ১৬ লক্ষ নব্যসাক্ষর ও প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া ৮,৩৭,০০০ অভীষ্টজনকে ৩টি পর্বের ৫টি চক্রে ৯ মাস ব্যাপী লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ, নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সামাজিক সমতা স্থাপন এবং কারিগরি দক্ষতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন বিষয়ক সাক্ষরতা উত্তর অব্যাহত শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে শিক্ষার্থীদের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি, পুষ্টি ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, পয়ঃনিষ্কাশন, নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবহার এবং সামাজিক ও উন্নয়ন কাজে অংশগ্রহণের বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীগণ আত্ম-কর্মসংস্থান, লিংকেজ ও অন্যান্য উপায়ে সরাসরি কর্মসংস্থানে যুক্ত রয়েছে।

(১২) শহরের কর্মজীবী শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা (২য় পর্যায়) প্রকল্পের আওতায়-দেশের ৬,৬৪৬টি শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ১,৬৬,১৫০ জন কর্মজীবী শিশু কিশোরীকে মানসম্মত মৌলিক শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের মাঝে স্কুল ব্যাগ, বই, খাতা, পেন্সিলসহ অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে

(১৩) কাব স্কাউট সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, স্কাউট প্রফেশনাল, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সহকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসার এবং উৎসাহী নাগরিকসহ স্কুলের প্রধান শিক্ষক/সহকারি শিক্ষককে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় কাব স্কাউটের সংখ্যা ছয় লক্ষ হতে দশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজারে উন্নীত করা হবে।

(১৪) ক্ষুদ্র নৃতাত্বিক জনগোষ্ঠির শিশুদের নিজস্ব বর্ণমালায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্ট ভাষা জ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(১৫) বিদ্যালয়ের কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে এবং স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নে বিদ্যালয়ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (SLIP) এবং উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা (UPEP) বাস্তবায়নাধীন আছে।

(১৬) দেশের ২৬,১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে জাতীয়করণ এবং এ সব বিদ্যালয়ে কর্মরত ১,০৩,৮৪৫ জন শিক্ষকের চাকরি সরকারিকরণের সিদ্ধান্তের আওতায় ইতোমধ্যে ১ম ধাপে ০১ জানুয়ারি, ২০১৩ তারিখ হতে ২২,৯৫২টি এমপিওভুক্ত রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ২য় ধাপে ০১ জুলাই, ২০১৩ তারিখ হতে ১,৭০৬টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অধিগ্রহণ করে অধিগ্রহণকৃত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকরি সরকারিকরণের আদেশ জারি করা হয়েছে।

(১৭) এ মন্ত্রণালয়ে কম্পিউটার সেল স্থাপনের উদ্দেশ্যে ১টি সিস্টেম এনালিস্ট, ২টি সহকারি প্রোগ্রামার, ১টি সহকারি মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, ১টি সিনিয়র ডাটা এন্ট্রি কন্ট্রোল অপারেটর এবং ১টি কম্পিউটার অপারেটরসহ মোট ৬টি পদ সৃজন করা হয়েছে। এছাড়াও এ মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা উইং-এর জন্য উপ-প্রধান-১টি, সহকারি প্রধান-১টি, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-১টি এবং এম.এল.এস.এস-১টি মোট ৪টি পদ সৃজন করা হয়েছে। অর্থাৎ এ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব বাজেটের আওতায় মোট ১০টি পদ সৃজন করা হয়েছে।

(১৮) এ অর্থবছরে দেশের ৩৬,৯৮৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিটিতে ১টি করে দপ্তরী-কাম-প্রহরীর পদ সৃজন করা হয়েছে।

(১৯) সরকারি কাজে কম্পিউটারে বাংলার ব্যবহার নিশ্চিতকরণে বাংলা ইউনিকোড ব্যবহারের সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সকল উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(২০) মন্ত্রণালয়ের টিওএণ্ডইতে ২টি মাইক্রোবাস অন্তর্ভুক্ত ছিল। যা দিয়ে কর্মকর্তাদের যাতায়াত এবং দাপ্তরিক ও প্রশাসনিক কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি হতো। এ অবস্থায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের সম্মতি নিয়ে আরও ১টি মাইক্রোবাস টিওএণ্ডইভুক্ত করে ক্রয় করা হয়েছে।

(২১) মন্ত্রণালয়ের দাপ্তরিক কাজে ইন্টারনেট সেবার মান বৃদ্ধি ও নিরবিচ্ছিন্ন রাখার স্বার্থে বিটিসিএল হতে 4Mbps ব্যাণ্ডউইথ-এর ইন্টারনেট সংযোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া, মন্ত্রণালয়টি ওয়াই-ফাই ইন্টারনেট নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে।

(২২) টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ (টিবিএল) এর সঙ্গে e-Application সার্ভিস সংক্রান্ত MoU স্বাক্ষরের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এর আওতায় বিভিন্ন নিয়োগ প্রক্রিয়ার দরখাস্তসমূহ অনলাইনে দাখিল করা যাচ্ছে। ইতোমধ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের দরখাস্ত টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ এর মাধ্যমে অনলাইনে গ্রহণ করা হয়েছে।

৩.০ অবকাঠামো উন্নয়ন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি খেলাধুলার সুযোগ-সুবিধাসহ অবকাঠামোগত অন্যান্য সুবিধাদি প্রদান করা হলে কোমলমতি শিশুদের জন্য আনন্দঘন ও শিশুবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। এতে শিশুরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি আগ্রহী হওয়ায় শিশু ভর্তির হার বৃদ্ধি, ঝরে পড়া রোধসহ শিক্ষার মান উন্নয়নে সহায়ক হয়। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার অবকাঠামোগত উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। অবকাঠামোগত উন্নয়নে বর্তমান সরকারের গৃহীত কর্মসূচিসমূহের মধ্যে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপঃ

(১) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার (২য় পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় ১,০২৮.৯৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩,৪৪৭ টি বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ ও আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে।

(২) রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৪১০ কোটি টাকা ব্যয়ে ২১৩টি বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ ও ১,২৯২টি বিদ্যালয় সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

(৩) ২০০৭ সালের বন্যায় ও নদী ভাঙ্গন এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ৫৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৫৮টি বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে।

(৪) প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-২ (পিইডিপি-২) এর আওতায়-

(ক) ৪০,৮৭০ টি অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ;
(খ) ৩৯৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ;
(গ) ২৩,২০২ টি টয়লেট স্থাপন;
(ঘ) ১৭,২৭৫ টি নলকূপ স্থাপন এবং
(ঙ) নীড বেইজড মেরামতের আওতায় ৭,১০৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামত করা হয়েছে;
(চ) ৫৮টি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সম্প্রসারণ, ৪৫৬টি উপজেলা শিক্ষা অফিস নির্মাণ/সম্প্রসারণ, ৩৯৭টি উপজেলা রিসোর্স সেন্টার নির্মাণ, ৫৩টি পিটিআই এবং নেপ ভবন সম্প্রসারণ; এবং
(ছ) পার্বত্য জেলায় ১০টি হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে।

(৫) বর্তমানে প্রায় ২,০০০ বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(৬) শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দেশের বিদ্যালয়বিহীন ১৫০০টি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ পর্যন্ত ৭০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণে স্থান নির্বাচন করা হয়েছে ও বিভিন্ন স্থানে নির্মাণ কার্যক্রম চলছে ।

(৭) যোগ্য ও দক্ষতাসম্পন্ন শিক্ষক গড়ে তোলার লক্ষ্যে পিটিআইবিহীন ১২টি জেলায় ১২টি পিটিআই স্থাপন সংক্রান্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান আছে।

(৮) ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীর শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে দূর্গম পাহাড়ি এলাকায় হোস্টেল সুবিধাসহ ১০টি বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।

(৯) প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-৩ (পিইডিপি-৩) এর আওতায়-

(ক) শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অনুপাত ১ঃ ৫৬ হতে ১ঃ৪০এ কমিয়ে আনার লক্ষ্যে আরও ৩১,৬৮৫টি শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ;
(খ) ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্যালয় ভবন অপসারণ করে ২,৭০৯ টি বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ;
(গ) ১, ২৮,৯৫৫ টি টয়লেট নির্মাণ;
(গ) বিশুদ্ধ পানীয় জল নিশ্চিতকরণে ৩৯,৩০০ টি নলকূপ স্থাপন;
(ঘ) ছাত্রী ও শিক্ষকাদের জন্য আলাদা ৫৩,২৫০ টি টয়লেট, এবং ছাত্র ও পুরুষ শিক্ষকদের জন্য ২১,৯৫৫টি টয়লেট ও ৫৩,৭৫০টি ইউরিনাল নির্মাণ;
(ঙ) চাহিদার ভিত্তিতে ১১,৬০০টি শ্রেণীকক্ষে বড় ধরনের মেরামত;
(চ) প্রয়োজনীয়তার নিরিখে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসসহ রিসোর্স সেন্টারসমূহ মেরামত;
(ছ) ১৪টি নতুন ইউআরসি ভবন নির্মাণ;
(জ) কক্সবাজারে একটি লিডারশীপ ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ; এবং
(ঝ) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের জন্য একটি নতুন ভবন নির্মাণ।

৪.০ শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ

শিক্ষা দারিদ্র বিমোচন ও উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লালন, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অনুশীলন, অসাম্প্রদায়িক চিন্তার বিকাশ, পরিবেশ সংরক্ষণসহ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে শিক্ষা খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করে সরকার ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সকল শিক্ষার্থীকে সম-মৌলিক চেতনা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলা এবং জাতির জন্য সম-নাগরিক ভিত্তি সৃষ্টিসহ বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে স্বীকৃতি ও গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিতকরণে সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। শিক্ষাকে আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে সরকার সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অভিন্ন শিক্ষাক্রমে পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করে পাঠ্যবই সরবরাহের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করে আসছে।

(১) বর্তমানে ICT নীতিমালার আলোকে শ্রেণী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ICT based content তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
(২) রূপকল্প ২০২১ অর্জনের লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট মাঠ পর্যায়ে ১,১০৯টি দপ্তরে ইন্টারনেট সংযোগসহ কম্পিউটার সরবরাহ করা হয়েছে।
(৩) দেশের ৫৫টি পিটিআইতে অত্যাধুনিক আইসিটি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে এবং ৫৫টি পিটিআইতে ৪টি করে ল্যাপটপসহ ৪টি করে মাল্টিমিডিয়া সরবরাহ করা হয়েছে।
(৪) দেশের ৫০৩টি মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও ইন্টারনেট মডেম সরবরাহ করা হয়েছে।
(৫) মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহে Internet connection এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় অফিসের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে।
(৬) দেশের ৯,৫৭৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজন মাফিক আসবাবপত্র করা হয়েছে।
(৭) সরকারের নতুন অনুমোদিত শিক্ষানীতি অনুযায়ী পিইডিপি-৩ এর আওতায় খেলাধুলার সামগ্রীসহ কারিক্যুলাম সংশোধন করে শিশুদের আকর্ষণীয় বই সরবরাহ করা হচ্ছে।

৫.০ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য আর্থিক ও ভৌত উভয় প্রকার উৎপাদনশীল সম্পদ সৃষ্টি করতে হলে প্রয়োজন মানব সম্পদ উন্নয়নে সামাজিক খাতে ব্যাপক বিনিয়োগ। কারণ, সামাজিক খাত উৎপাদন, আয় এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনীতিতে অধিকতর মূল্য সংযোজনে যথেষ্ট অবদান রাখে। এ কারণেই বর্তমান সরকার জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষাকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার না করে সকলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে সরকার অভিন্ন শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যবই এর পাশাপাশি বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

৫.১ প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে বর্তমান সরকারের গৃহীত ও বাস্তবায়নাধীন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহঃ

ক্রমিক নং	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	মন্ত্রণালয়	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১২-১৩)		পূর্ববর্তী বছর (২০১১-১২)	
			সুবিধাভোগী/ব্যক্তি/ পরিবার/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
১.	প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৭৭,২৫,০০০	৯২,২৩৬.২৬	৭৭,২৫,০০০	৮৯,৯৬৪.০০
২.	রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) প্রকল্প		৭,২০,০০০	৮,০০০.২৯	৫,৪৮,৮২৬	৬,৭৯০.২৭
৩.	বিশ্ব খাদ্য কর্মসুচির আওতায় স্কুল ফিডিং প্রকল্প		২৬,৮২,৬৮৯	৪৩,০০০.০০	২৬,০০,০০০	৯,৯২৪.০০
৪.	ইসি এ্যাসিস্টেড স্কুল ফিডিং প্রকল্প (ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিস্কুট বিতরণ)		৩,২৯,৮৬৪	২,১২২.০৭	২,৩৪,৩০৯	৬,৭১৯.৯৪
৫.	বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ		২,০০,৩১,৪১২	৩০,৯৭৭.০০	২,০০,৩১,৪১২	২৮,৭৪৯.৯৩
৬.	জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ		১,৪৬,৯৪২	২,৭৫৫.০০	১১,৬৩০	১,৯০১.৯৯
	মোট		**৩,১৬,৩৫,৯০৭**	**১,৭৯,০৯০.৬২**	**৩,১১,৭৯,১৭৭**	**১,৪৪,০৫০.১৩**

৫.২ উপবৃত্তি প্রকল্প ঃ

গ্রামীণ এলাকার সকল দরিদ্র পিতা-মাতার সন্তানকে উপবৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি কর্তৃক প্রণীত দারিদ্র্য ম্যাপ অনুযায়ী যে সকল উপজেলায় দারিদ্র্যের হার ৬০% এর বেশি এমন ৬৭টি উপজেলায় ৯০% শিক্ষার্থীকে, দারিদ্র্যের হার (৪৮.১-৬০)% পর্যন্ত এমন ১২২টি উপজেলার ৭৫% শিক্ষার্থীকে, দারিদ্র্যের হার (৩৬.১-৪৮)% পর্যন্ত এমন ১৪০টি উপজেলার ৫০% শিক্ষার্থীকে ও দারিদ্র্যের হার ৩৬% পর্যন্ত এমন ১৫৪টি উপজেলায় ৪৫% শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। এ জন্য ২০১০ সালের এপ্রিল মাস হতে ৪০৩৫,০৩.৩৪ লক্ষ টাকা ব্যয় সংবলিত সংশোধিত প্রকল্প অনুমোদন এবং প্রতি কিস্তিতে সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৪৮,১৫,৬৩৬ জন হতে বাড়িয়ে ৭৮,১৭,৯৭৭ জনে উন্নীত করা হয়।

শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট বিদ্যালয় এবং যে সকল ছাত্র-ছাত্রী রস্ক প্রকল্প হতে আর্থিক সাহায্য পাচ্ছে না, জুলাই, ২০১০ হতে তাদেরকেও এ প্রকল্পের আওতায় উপবৃত্তি দেয়া হচ্ছে। ফলে বর্তমানে প্রকল্পভুক্ত প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৬২,০৮৭টি এবং ২০১০ সাল হতে সুবিধাভোগী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৭৮,৭০,১২৯ জনে। বর্তমানে দেশের ১০০% দরিদ্র পরিবারের সন্তান উপবৃত্তির আওতাভুক্ত হয়েছে।

৫.৩ স্কুল ফিডিং প্রকল্প

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ঝরে পড়া রোধ এবং পুষ্টিমান বৃদ্ধির জন্য পর্যায়ক্রমে ৯৬টি দারিদ্র্যপীড়িত উপজেলার ২৯.০০ লক্ষ শিক্ষার্থীকে প্রতি স্কুল দিবসে ৭৫ গ্রাম হারে পুষ্টিমানসম্পন্ন বিস্কুট সরবরাহের কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। ইতোমধ্যে ৮২ টি উপজেলার প্রায় সাড়ে ২৮.০৭ লক্ষ শিক্ষার্থীর মাঝে বিস্কুট বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। অবশিষ্ট উপজেলাসমূহেশীঘ্রই প্রকল্পের কার্যক্রম সম্প্রসারিত শুরু করা হবে।

৫.৪ বিনামূল্যে নতুন বই বিতরণ

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শতভাগ ছাত্র-ছাত্রীর মাঝে প্রতিবছর বিনামূল্যে নতুন বই সরবরাহ করা হচ্ছে। পরিমার্জিত কারিক্যুলাম অনুযায়ী ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ হতে দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যথাসময়ে বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ করা হচ্ছে। সারাদেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক স্তরের ২ কোটি ৩৩ লাখ ১৬ হাজার ৯২২ জন সম্ভাব্য ছাত্র-ছাত্রীর মাঝে ২০১৪ শিক্ষাবর্ষে বিতরণের জন্য জন্য ১১ কোটি ৫৯ লাখ ৯৭ হাজার ৯৭টি পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ করে মাঠ পর্যায়ে সংরক্ষণ করা হয়েছে। বইয়ের প্রতি শিশুদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য ৪ রংয়ের নতুন বই সরবরাহ করা হচ্ছে।

৬.০ ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়কঃ

ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টিতে খেলাধুলার বিকল্প নেই। শিশুদের মানসিক বিকাশ, স্বাস্থ্য বিষয়ে মনোযোগী ওপ্রতিযোগিতামূলক মনোভাব

সৃষ্টি, বিদ্যালয়ের পরিবেশ আনন্দময় এবং সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রতিটি বিদ্যালয়ে খেলাধুলার আয়োজন করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

২০১১ সালের মধ্যে বিদ্যালয়ে শতভাগ ভর্তি নিশ্চিতকরণ এবং মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার। এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সকল বিদ্যালয়ের ক্যাচমেন্ট এলাকার জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে এ কর্মসূচি সফল করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এর জন্য বিদ্যালয়ের এসএমসিসহ জনসাধারণকে অন্তর্ভুক্ত করে বিভিন্ন কর্মসূচি নেয়া হয়েছে। সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, আগ্রহ এবং আন্তরিকতার মাধ্যমে এ অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে। এরই ধারাবাহিকতায় বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে আনয়নের অংশ হিসেবে এবং পড়াশুনার পাশাপাশি শারীরিক ও মানসিক বিকাশ, ঐক্য এবং প্রতিযোগিতার সহায়ক হিসেবে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জাতীয়ভাবে বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্ণামেন্ট আয়োজন করা হয়।

ইউনিয়ন পর্যায় হতে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এ টুর্ণামেন্টে ২০১০ সালে ৫৬ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ৭ লক্ষ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। ২০১০ সালে অনুষ্ঠিত বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টের সফল সমাপ্তির পর ২০১১ সাল হতে ছাত্রীদের জন্য বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে। ২০১১ সালে ইউনিয়ন পর্যায় হতে জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ও বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট-এ যথাক্রমে ৬০,৭৭৬টি ও ৫৯,৭০০টি স্কুল অংশগ্রহণ করে। বাঙালির প্রিয় খেলা ফুটবল দেশের এ ক্ষুদে শিশু শিল্পীদের জাদুকরী ছোঁয়ায় নতুন প্রাণ পেয়েছে।

এছাড়াও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও দৈহিক বিকাশের নিমিত্ত ২০১১ সাল হতে এ দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে আন্তঃপ্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

৬.১ প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক কার্যক্রমের অগ্রগতিঃ

টুর্ণামেন্টের নাম	অংশগ্রহণের বছর	অংশগ্রহণকারী বিদ্যালয় সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী খেলোয়ার সংখ্যা	ইউনিয়ন/পৌরসভা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত খেলার সংখ্যা	ইউনিয়ন/পৌরসভা পর্যায়ে মোট অর্থ বরাদ্দ
বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্ণামেন্ট	২০১০	৫৬০৯৪	৯,৫৩,৫৯৮	২৮০৪৭	১,৪৪,৯০,০০০
	২০১১	৬০৭৭৬	১০,৩৩,১৯২	৩০৩৮৮	৯৬,৮০,০০০.০০
	২০১২	৬০৮৭৮	১০,৩৪,৯২৬	৩০৮৩৯	৯৬,৮০,০০০.০০
	২০১৩	৬২২০৭	১০৫৭৫১৯	৩২১০৪	৯৬,৮৬,০০০.০০
বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট	২০১১	৫৯৭১০	১০,১৫,০৭০	২৯৮৫৫	৯৬,৮০,০০০.০০
	২০১২	৬০৮০১	১০,৩৩,৬১৭	৩০৪০২	৯৬,৮০,০০০.০০
	২০১৩	৬২২৬১	১০৫৮৪৩৭	৩২১৩১	৯৬,৮৬,০০০.০০

উভয় টুর্নামেন্টের ক্ষেত্রে

(১) জাতীয় পর্যায়ের প্রতিটি খেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দলের খেলোয়াড়, কোচ এবং ম্যানেজারকে মেডেল দেয়া হয়;
(২) জাতীয় পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন দলের খেলোয়াড়, কোচ এবং ম্যানেজারকে ১টি করে ৪ আনা পরিমাণ সোনার প্রলেপযুক্ত ১টি করে গোল্ড মেডেল এবং দলকে ১০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকার প্রাইজ মানি দেয়া হয়;
(৩) জাতীয় পর্যায়ের রানার আপ দলের খেলোয়াড়, কোচ এবং ম্যানেজারকে ১টি করে ৪ আনা পরিমাণ রুপার প্রলেপযুক্ত ১টি করে সিলভার মেডেল এবং দলকে ৭৫,০০০.০০(পঁচাত্তর হাজার) টাকার প্রাইজ মানি দেয়া হয়;
(৪) জাতীয় পর্যায়ের ৩য় স্থান অধিকারী দলের খেলোয়াড়, কোচ এবং ম্যানেজারকে ১টি করে ৪ আনা পরিমাণ ব্রোঞ্জের প্রলেপযুক্ত ১টি করে ব্রোঞ্জ মেডেল এবং দলকে ৫০,০০০.০০(পঞ্চাশ হাজার) টাকার প্রাইজ মানি দেয়া হয়;
(৫) টুর্ণামেন্টের সেরা খেলোয়াড়কে ৮ আনা পরিমাণ সোনার প্রলেপযুক্ত গোল্ড ক্রেস্ট দেয়া হয়;
(৬) টুর্ণামেন্টের সর্বোচ্চ গোলদাতাকে ৮ আনা পরিমাণ সোনার প্রলেপযুক্ত গোল্ড বুট দেয়া হয়।

এছাড়াও জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী সকল খেলোয়াড়কে জার্সিসহ খেলোয়াড়, কোচ এবং ম্যানেজারকে ট্রাকস্যুট, মোজা ও কেডস, ক্যাপ দেয়া হয়।

৭.০ ছাত্র পরিষদ (Students Council)

শিশুকাল থেকে গণতন্ত্রের চর্চা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, অন্যের মতামতের প্রতি সহিষ্ণুতা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন, বিদ্যালয়ের শিখন শিখানো কার্যক্রমে শিক্ষকমণ্ডলীকে সহায়তা প্রদান, বিদ্যালয়ে ১০০% ছাত্র ভর্তি ও ঝরে পড়া রোধে সহযোগিতা ও বিদ্যালয়ের পরিবেশ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ২০১০ সালে সারাদেশে প্রথমবারের মত ১৯টি জেলার ২০টি উপজেলায় ১০০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে স্টুডেন্টস কাউন্সিল গঠন করা হয়।নির্বাচিত স্টুডেন্টস কাউন্সিলের সার্বিক কার্যক্রমে শিক্ষার্থীসহ শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকলের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হলে ২০১১ সালে পূর্ববর্তী বছরের ১০০ বিদ্যালয় এবং প্রতি উপজেলার মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ ৭৪৩টি বিদ্যালয়ে একযোগে স্টুডেন্টস কাউন্সিল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৫,২০১ জন প্রতিনিধি চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয়। বিগত বছরগুলোর সাফল্যজনক কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতায় গত ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে সারাদেশে প্রতি উপজেলা থেকে কমপক্ষে ২০টি করে মোট ১৩,৫৮৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্টুডেন্টস কাউন্সিল নির্বাচনের আয়োজন করা হয়। সরাসরি ভোটের মাধ্যমে প্রতিটি বিদ্যালয়ে ৭জন করে মোট ৯৫,০৮১ জন প্রার্থী নির্বাচিত হয়। নির্বাচনে ১,৬২,৪৮৯ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে সারা দেশে ২০১৪ সালের ছাত্রপরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

স্টুডেন্টস কাউন্সিল নির্বাচনে প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীরা ভোটার হয় এবং ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতি শ্রেণী থেকে কমপক্ষে ২ জন করে মোট ৭ জন প্রতিনিধি সরাসরি ভোটের মাধ্যমে ১ বছরের জন্য নির্বাচিত করা হয়। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নির্বাচন কমিশনার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারিপ্রিজাইডিং ও পোলিং অফিসার এবং শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরাই পালন করে। শিক্ষক ও স্কুল ম্যানেজিং কমিটি এবং অভিভাবকগণ এ বিষয়ে সহযোগিতা প্রদান করেন।

নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ ৭ দিনের মধ্যে সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কাউন্সিল প্রধান এবং প্রতি শ্রেণী কক্ষ থেকে ২জন করে সহযোগী সদস্য মনোনীত করে। স্টুডেন্টস কাউন্সিলে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ প্রধানত বিদ্যালয়ের পরিবেশের উন্নয়ন, পুস্তক ও শিখন সামগ্রী সংরক্ষণ, শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা কার্যক্রম, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক কার্যক্রম, সুপেয় পানি নিশ্চিতকরণ, বিদ্যালয় আঙ্গিণায় বৃক্ষ রোপণ ও বাগান তৈরী, বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদিতে অভ্যর্থনা ও আপ্যায়নসহ অর্পিত বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে থাকে।

৮.০ মানব সম্পদ উন্নয়নঃ

জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম মাপকাঠি হিসেবে মানবসম্পদ উন্নয়নের সূচকসমূহ স্বীকৃত। দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতি শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে শিক্ষকের অনুপাত কমিয়ে আনতে শিক্ষকের অতিরিক্ত পদ সৃষ্টিসহ শুণ্যপদে যথাসময়ে নিয়োগ প্রদান, প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকসহ কর্মকর্তাদের মাঝে উদ্দীপনা সৃষ্টিতে যথাসময়ে পদোন্নতি প্রদানসহ বিভিন্ন কলাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের গুণগত ও মানসম্মত শিক্ষা প্রদান কার্যক্রম ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বর্তমান সরকারের আমলে গৃহীত কর্মসূচিসমূহের মধ্যে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপঃ

৮.১ নিয়োগঃ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার রাজস্ব খাতে অনুমোদিত পদের সংখ্যা ২,৫২,৮২৬টি। বর্তমান সরকারের আমলে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-২ (পিইডিপি-২) এর আওতায় ৪৫ হাজার এবং প্রাক্-প্রাথমিক শ্রেণীর জন্য ৩৭৬৭২টি শিক্ষকের পদ সৃজন করা হয়েছে। এ ছাড়াও ৩৭,৬৭২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিটিতে অতিরিক্ত একজন করে ৩৭,৬৭২টি এবং ১৫০০ নতুন বিদ্যালয়ের প্রতিটিতে ৫ জন করে শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা হচ্ছে।

(১) বর্তমান সরকারের আমলে নবসৃষ্ট পদসহ বিভিন্ন শূণ্য পদের বিপরীতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে ১,৮৫২ জন, সহকারি শিক্ষক পদে ৮৩,৩৭৩২ জন, রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগকৃত ৯,৫০০ জন, বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারি ১৯,৪৪ জনসহ রাজস্ব খাতে মোট ৯৮,৮৫২ জন এবং উন্নয়ন খাতে ৩২৯ জন সর্বমোট ৯৯,১৮১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারি নিয়োগ করা হয়েছে।

(২) ২০১২-২০১৩ অর্থ বৎসরে এ মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব বাজেটের আওতায় সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর-১টি, ক্যাশিয়ার-১টি, এম.এল.এস.এস-২টি এবং পিটিআই ইন্সট্রাক্টর পদে ৩৫ জন মোট ৩৯টি পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

(৩) বর্তমান সরকারের আমলে নিয়োগকৃত জনবলঃ

রাজস্ব খাত					
ক্রমিক নং	পদের নাম	সংস্থার নাম	নিয়োগকৃত জনবল		
			পুরুষ	মহিলা	মোট
		মন্ত্রণালয়	-	-	৩৯
১.	প্রধান শিক্ষক	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	১৪৩৭	২৪৬৪	৩৯০১
২.	সহকারি শিক্ষক		২২৩৩২	৬১০৪০	৮৩৩৭২
৩.	মোট শিক্ষক		**২৩৭৬৯**	**৬৩৫০৪**	**৮৭২৭৩**
৪.	কর্মকর্তা/কর্মচারি		১৬৫৩	৩৪১	১৯৯৪
৫.		বিএনএফই	-	-	৪৬
৬.		নেপ	-	-	-
সর্বমোট রাজস্ব খাতের শিক্ষক, কর্মকর্তা/কর্মচারি			**২৫৪২২**	**৬৩৮৪৫**	**৮৯৩৫২**
রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে নির্বাচিত ৪২,৬১১ জনের প্যানেল হতে এ পর্যন্ত নিয়োগ					**৯,৫০০**
মোট			-	-	**৯৮৮৫২**

উন্নয়ন খাত				
	মন্ত্রণালয়	-	-	-
	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	২২৩	৫০	২৭৩
	বিএএফই	-	-	৫৬
	নেপ	-	-	-
মোট উন্নয়ন	-	২২৩	৫০	**৩২৯**
সর্বমোট রাজস্ব ও উন্নয়ন		**২৫৬৪৫**	**৬৩৮৯৫**	**৯৯১৮১**

(৪) বর্তমান সরকারের আমলে নবসৃষ্ট পদসহ বিভিন্ন শূণ্য পদের বিপরীতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে ১,৮৫২ জন, সহকারি শিক্ষক পদে ৮৩,৩৭৩২ জন, রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগকৃত ৯,৫০০ জন, বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারি ১৯,৪৪ জনসহ রাজস্ব খাতে মোট ৯৮,৮৫২ জন এবং উন্নয়ন খাতে ৩২৯ জন সর্বমোট ৯৯,১৮১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারি নিয়োগ করা হয়েছে।

(৫) ২০১২-২০১৩ অর্থ বৎসরে এ মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব বাজেটের আওতায় সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর-১টি, ক্যাশিয়ার-১টি, এম.এল.এস.এস-২টি এবং পিটিআই ইন্সট্রাক্টর পদে ৩৫ জন মোট ৩৯টি পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

(৬) রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া অধিককতর স্বচ্ছ ও মানসম্পন্ন করা এবং শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে ৪২,৬১১ জন শিক্ষকের প্যানেল প্রণয়ন করা হয়েছে। বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শূণ্য পদে নির্বাচিত প্যানেল হতে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক শিক্ষক নিয়োগের বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে উক্ত প্যানেল হতে ৯,৫০০ জনকে রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

(৭) দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে স্থায়ীভাবে ও ছুটিজনিত কারণে সাময়িকভাবে শূণ্য হওয়া পদের বিপরীতে আইনী কাঠামোর আওতায় উপজেলা/থানা পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষক পুল গঠন করে ২০,০০০ প্যারা শিক্ষক নিয়োগের কায়ক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ইতোমধ্যে ১০,০৫৬ জন মহিলা এবং ৪৯৬৩ জন পুরুষ মোট ১৫,০১৯ জন প্রার্থীকে প্যারা শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের জন্য অপেক্ষমান তালিকায় রাখা হয়েছে।

(৮) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্য হতে এ পুল গঠন করা হবে এবং পুলের শিক্ষকগণ মাসিক সর্বসাকুল্যে ৬০০০/-টাকা মাসোহারা ভিত্তিতে ৬ মাসের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন। প্রকৃত দায়িত্বে নিযুক্ত হলে তাঁরা ১০% লিভ রিজার্ভ কোটায় নিয়মিত চাকরি পাবেন।

(৯) শহরের কর্মজীবী শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় ৬,৫৬৩ জন শিক্ষক, ৬৫৭ জন সুপারভাইজার, ২ জন প্রোগ্রাম অফিসার, ৩ জন মনিটরিং অফিসার, ১জন পিএ-কাম স্টেনোগ্রাফার, ৫জন অফিস সহকারি ও ১ জন গাড়ীচালকসহ মোট ৭,২৩২ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

(১০) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়োগ বিধিমালা, ২০১০ অনুমোদনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

(১১) প্রাক্-প্রাথমিক শ্রেণীর জন্য ৩৭৬৭২টি শিক্ষকের পদ সৃজন করা হয়েছে। সৃজিত পদের বিপরীতে ২০১২-১৩ অর্থবছরে আপাতত ১৫০০০ শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

(১২) ৩৭,৬৭২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিটিতে অতিরিক্ত একজন করে ৩৭,৬৭২টি শিক্ষকের পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে আপাততঃ ১৫,০০০ পদ সৃজনে সম্মতি পাওয়া গেছে।

(১৩) সদ্য সমাপ্ত পিইডিপি-২ এর ১২৯টি পদ রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি গ্রহণ করা হচ্ছে।

(১৪) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের প্রত্যেকটিতে ১টি করে দপ্তরী কাম প্রহরী-এর মোট ৩৬,৯৮৮টি পদ সৃজনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে ।

(১৫) বিদ্যালয়বিহীন ১৫০০ বিদ্যালয়ের প্রতিটিতে ৫ জন করে ৭,৫০০ জন শিক্ষকের পদ সৃজনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

(১৬) বাস্তবায়নাধীন ১২টি পিটিআই এর প্রতিটিতে ৩৭ জন করে মোট ৪৪৪টি পদ রাজস্ব খাতে সৃজনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। পদ সৃজনের প্রস্তাব অনুমোদিত হলে সৃজিত পদে জনবল নিয়োগ করা হবে।

৮.২ পদোন্নতিঃ

(১) এম.এল.এস.এস হতে ক্যাশ সরকার পদে ১জন, পিটিআই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে পিটিআই ইন্সট্রেক্টর(সাধারণ) পদে ১৭২ জন, সহকারি পরিচালক হতে উপপরিচালক পদে ৮ জন, পিটিআই ইন্সট্রেক্টর হতে সহকারি সুপারিটেন্ডেন্ট পদে ২৬ জন, উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার হতে সহকারি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার পদে ১৩৩ জন, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার হতে সহকারি পরিচালক পদে ২ জন এবং প্রোগ্রামার হতে সিস্টেম এনালিস্ট পদে ১ জনকে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে।

(২) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর ৫৮ জন সহকারি পরিচালকের চাকরি স্থায়ীকরণ করে সিলেকশন গ্রেড প্রদান করা হয়েছে;

(৩) ২০১২-১৩ অর্থ বৎসরে ৬০৭ কর্মকর্তাকে টাইমস্কেল/সিলেকশন গ্রেড প্রদান করা হয়েছে।

৮.৩.১ প্রশিক্ষণঃ

(১) সি-ইন-এড প্রশিক্ষণের গুণগতমান উন্নয়নে ১২ মাস ব্যাপী সার্টিফিকেট-ইন-এডুকেশন এর পরিবর্তে ১৮ মাসের ডিপ্লোমা-ইন-এডুকেশন কোর্স চালুর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের ৭টি বিভাগীয় শহরের ৭টি পিটিআইতে ১লা জুলাই, ২০১২ হতে পরীক্ষামূলকভাবে নতুন কোর্সের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। পরীক্ষামূলকভাবে শুরু করা কোর্সটি সমাপ্তির পর সকল পিটিআইতে ১৮ মাস মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন-এডুকেশন কোর্স চালু করা হবে।

(২) প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের ও শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ১ম হতে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ৫৮ ধরণের শ্রেণী ও বিষয়ভিত্তিক টিচার্স গাইড তৈরি করে প্রত্যেকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পৌঁছানো হচ্ছে।

(৩) প্রাথমিক শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের অংশ হিসেবেTeacher's Development Plan প্রণয়ন করে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(৪) মাস্টার ট্রেইনার ইউপিসি সতেজীকরণ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হচ্ছে।

(৫) জেলা পর্যায়ে ১৬০ জন কর্মকর্তাকে EMIS Training প্রদান করা হয়েছে।

(৬) ৪,২৫০ জন প্রধান শিক্ষককে SMT Training ও ৩০১ জন সহকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে ASC Training প্রদান করা হয়েছে।

(৭) ২০০৯ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত সহায়ক কর্মচারি ১,০৮০ জনকে অফিস ব্যবস্থাপনা এবং ৪০০ জনকে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(৮) প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ২০১০ সালে অন্তবর্তীকালীন প্যাকেজের ওপর জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা অনুষ্ঠান এবং বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের কোর ট্রেইনার প্রস্তুত করা হয়েছে। ৬৪ জেলায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা অনুষ্ঠান এবং কোর ট্রেইনার কর্তৃক ৫৪ জন সহকারি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এবং ১০৮ জন পিটিআই ইন্সট্রাক্টরকে মাস্টার ট্রেইনার (TOT) হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মাস্টার ট্রেইনার দ্বারা প্রতিটি উপজেলা হতে ৩ জন কর্মকর্তা নিয়ে (সহকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসার এবং ইউআরসি এর ইন্সট্রাক্টর ও সহকারি ইন্সট্রাক্টর) মোট ১৪৪৩ জন প্রশিক্ষক তৈরি করা হয়েছে। এ সকল প্রশিক্ষকগণ প্রতিটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন সহকারি শিক্ষককে ৬ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন।

(৯) শহরের কর্মজীবী শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় ৬,৫৬৩ জন শিক্ষক এবং ৬৫৭ জন সুপারভাইজারকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ; ৮ জন কর্মকর্তাকে প্রজেক্ট প্ল্যানিং, ডেভেলপয়েন্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং ৩০ জন কর্মকর্তাকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(১০) পরামর্শক ফার্ম Consulting Service for Capacity Building (CSCB)এবং Curriculum Development and Program Implementation (CDPI) এর জন্য নিয়োজিত পরামর্শকসমূহের প্রদত্ত Inception Reportঅনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে।

(১১) জাইকা টিচিং প্যাকেজ (গণিত ও বিজ্ঞান) প্যাকেজ হল ৮টি বইয়ের একটি সেট। এ বইগুলি শিক্ষকদের শ্রেণীকক্ষে শিখন শেখানো কার্যক্রমে সহায়তা করার জন্য প্রণীত। এগুলোর সাহায্যে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করলে শিক্ষাথীরা তাদের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা ও দক্ষতা অতি সহজে অর্জন করতে পারছে। এই প্যাকেজের সাহায্যে শিক্ষক হাতে কলমে বিজ্ঞান ও গণিতেরজটিল বিষয়সমূহ অত্যন্ত সহজ ও সাবলীলভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করছেন। এতে শিক্ষার্থীদের জানার আগ্রহ বাড়ছে। তারা নিজেদের মধ্যে এ দুটি বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলে শ্রেণীকক্ষের পড়াশোনা উপভোগ করছে।

(১২) ডিজিটাল কনটেন্ট হল ইন্টারনেট থেকে অডিও, ভিডিও ও ছবি সংযোজনপূর্বক শিখন শেখানো কার্যক্রমের বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে একটি আধুনিক পাঠদান। শিক্ষকগণ মাল্টিমিডিয়ায় ক্লাশরুমে পাঠদান পরিচালনার জন্য ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করে থাকেন। ডিজিটাল কনটেন্ট পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেনটেশন সফ্টওয়ারের মাধ্যমে শ্রেণীতেশিক্ষকগণ শিক্ষার্থীগণকে পাঠদান করবেন। ইতোমধ্যে ১২০ জন কর্মকর্তাকে Digital Contentতৈরির লক্ষ্যে ৮-দিন মেয়াদি Training of Trainers (ToT)এবং ২,০০০ শিক্ষককে ১২দিন ব্যাপী ICT in Educationবিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(১৩) একীভুত শিক্ষা বাস্তবায়নে ২০১০-১১ অর্থবছরে ২৭৫ জন কর্মকর্তাকে এবংপ্রতিটি পিটিআই হতে দু'জন ইন্সট্রাক্টর ও ১২৮ জন এডিপিইও-কে ৫ দিন ব্যাপি একীভুত শিক্ষা বিষয়ক ঞড়ঞ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়াও প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে একজন শিক্ষককে এবং মাঠ পর্যয়ের ২৬৯০ জন কর্মকর্তাকে (ইউইও, এইউইও, ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর এবং সহকারিইন্সট্রাক্টর) একীভুত শিক্ষা বিষয়ে ৩ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক ও কর্মকর্তাগণকেস্ব-স্ব অধিক্ষেত্রে একীভুত শিক্ষা বিষয়ে ফোকাল পার্সন হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

(১৪) স্বাস্থ্য সচেতনতার জন্য কয়েকটি রোগের প্রতিকার, ইনজুরি, প্রাথমিক চিকিৎসা, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যা, নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন, পুষ্টি শিক্ষা, প্রাকৃতিক দূর্যোগসহ জরুরি অবস্থায় করণীয় বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা প্রদানের উদ্দেশ্যে সুস্বাস্থ্যে সুশিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে যৌথভাবে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইতোমধ্যে 'সুস্বাস্থ্যে সুশিক্ষা' বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল ও সহায়িকা প্রণয়ন করা হয়েছে। ইউনিসেফ ঘোষিত ২০টি কনভার্জেন্স জেলার মধ্যে ১২টি জেলার সকল বিদ্যালয় হতে একজন শিক্ষককে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ সকল বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণ সহায়িকা এবং First aid Boxপ্রদান করা হয়েছে।

(১৫) শিশু থেকে শিশু শিক্ষা কার্যক্রম ২০০৯ সালে ১ম পর্যায়ে ৬টি উপজেলায় ১৫টি করে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চালু করা হয়েছে। ২০১০-১১ সালে একই উপজেলার ১৫টি করে রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ কার্যক্রম চালু করেপ্রতি উপজেলা হতে ৩ জন করে কর্মকর্তা (ইন্সট্রাক্টর, সহকারি ইন্সট্রাক্টর ও সহকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসার), প্রতি বিদ্যালয় হতে ২ জন করে শিক্ষককে প্রশিক্ষণ এবংঅভিভাবকগণকেও ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে। শিশুদের সহযোগিতার জন্য প্রতি বিদ্যালয় হতে ৪র্থ শ্রেণির ১৫ জন করে শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(১৬) এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দাপ্তরিক কাজে দক্ষতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে ২০১২-২০১৩ অর্থবৎসরে ১৩৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(১৭) প্রাথমিক শিক্ষার গুনগত মান উন্নয়ন এর লক্ষ্যে ২০১২-১৩ অর্থ বৎসরে ১২৫ জন কর্মকর্তাতে বিভিন্ন মেয়াদে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৬০৭ কর্মকর্তাকে টাইমস্কেল/সিলেকশনগ্রেড প্রদান করা হয়েছে।

৬.৪ কল্যাণমূলক কার্যক্রমঃ

(১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী দেশের সকল রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ এবং এতে কর্মরত শিক্ষকদের চাকরি বিধিমালার আলোকে সরকারিকরণের কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

(২) শিক্ষকদের অবসর ভাতা বৃদ্ধির সুবিধার্থে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক কল্যাণ প্রবিধানমালা, ২০০৩ সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

(৩) রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য কল্যাণ ট্রাস্টের প্রবিধান অনুযায়ী মৃত বা অবসরপ্রাপ্ত বা পদত্যাগী শিক্ষকদের কল্যাণ ট্রাস্টের ফান্ড বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া এবং ফান্ড থেকে অধিক সংখ্যক শিক্ষককে প্রাপ্য অর্থ প্রদান করা হচ্ছে।

(৪) নেতৃত্ব বিকাশের লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য থেকে নির্বাচনের মাধ্যমে ছাত্র পরিষদ গঠন করা হচ্ছে।

(৫) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়োগ বিধিমালা, ২০১০ চূড়ান্ত করে গেজেটে প্রকাশ করা হয়েছে।

(৬) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর কর্মকর্তা/কর্মচারিদের চাকরি নিয়মিতকরণ এবং সহকারি পরিচালকদের গেডেশন তালিকা চূড়ান্তকরণ করা হয়েছে।

(৭) বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষা কল্যাণ ট্রাস্ট (সংশোধন) আইন, ২০১০ প্রণয়ন ও কার্যকর করা হয়েছে।

(৮) শিক্ষকদের সংশোধিত বদলী নীতিমালা প্রণয়ন করা হচ্ছে।

৯.০ সুশাসন প্রতিষ্ঠাঃ

সর্বস্তরে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় স্বীয় কর্মপরিধিতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট বিধায়, এ লক্ষ্যে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপঃ

(১) জবাবদিহিতা,স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতার সাথে নাগরিক সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে নাগরিক সনদ প্রণয়ন করা হয়েছে। নাগরিক সেবা প্রদানে উদ্বুদ্ধকরণে সকল বিভাগীয় উপপরিচালক, সহকারি পরিচালক, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, সহকারি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার-কে মাইন্ডসেট পরিবর্তন সম্পর্কে নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(২) একইভাবে সকল পিটিআই-এর সুপার, সহকারি সুপার এবং উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের ইন্সট্রাক্টরগণকে নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ঢাকা, রংপুর, সিলেট, বরিশাল বিভাগের এবং কুমিল্লা, ফেনী ও কক্সবাজার জেলার সকল স্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে এ ধরণের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। অন্যান্য বিভাগের কর্মচারীদের শীঘ্রই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এর ফলে সকল স্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের মাঝে সুশাসন প্রতিষ্ঠার একটি পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

(৩) মাঠ পর্যায়ে তদারকি জোরদারের পাশাপাশি সন্তোষজনক কাজের জন্য পুরস্কৃত করার উদ্যোগ গ্রহণ এবং বিধি বহির্ভূত কাজের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

(৪) গত ৩ (তিন) বছরে সন্তোষজনক কাজের জন্য উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে শিক্ষক ও কর্মকর্তাসহ প্রায় ২৫০ জনকে বিদেশে প্রশিক্ষণ এবং জাতীয়ভাবে শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়, শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচন করে তাদের পুরস্কৃত করা হচ্ছে। পাশাপাশি দায়িত্বে অবহেলা, অদক্ষতা কিংবা বিধিবহির্ভূত কাজের কারণে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে শাস্তি প্রদান করা হচ্ছে।

(৫) মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে।

১০.০ অর্জন

সুশাসন নিশ্চিত করতে সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচিসমূহ দক্ষতার সাথে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বর্তমান সরকারের আমলে এ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়নের হার পূর্ববর্তী ১০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ।

১০.১ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়নের হারঃ

অর্থ বছর	প্রকল্প সংখ্যা	এডিপি বরাদ্দ (কোটি টাকায়)			ব্যয় (কোটি টাকায়)			অগ্রগতির হার (%)	জাতীয় হার (%)
		মোট	বাংলাদেশ সরকার	প্রকল্প সাহায্য	মোট	বাংলাদেশ সরকার	প্রকল্প সাহায্য		
২০০৮-০৯	১১	২১১৩.৭৯	১০৭১.৯৫	১০৪১.৮৪	২০৫৫.১২	১০৫৮.৪২	৯৯৬.৭০	৯৭.২২	৮৬.০০
২০০৯-১০	১১	২৮২৩.১৮	১৩৫৭.৩২	১৩৬৫.৮৬	২৭১৬.১৮	১৪৩৯.০৬	১২৭৭.১১	৯৬.২১	৯১.০০
২০১০-১১	১৪	৩০৫৬.৬২	১৮৩৫.০৮	১২২১.৫৪	২৯৭৮.৯৮	১৮১৬.৩৪	১১৬২.৬৪	৯৭.৪৬	৯২.০০
২০১১-১২	১৪	২৪৬৬.৩২	২০৭৯.৮৯	৩৮৬.৪৩	২৪২৭.৭০	২০৬৩.৩৪	৩৬৪.৩৬	৯৮.৪৩	৯২.০০
২০১২-১৩	১৫	৩৯১৬.৩২	৩৩৫৫.৮৩	৫৬০.৪৯	৩৭৬৫.৫০	৩৩১৭.৫৮	৪৪৭.৯২	৯৬.১৫	৯১.০০

সরকারের নির্বাচনী ইস্তেহার অনুযায়ী গৃহীত কর্মসূচিসমূহ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের ফলে প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। শিশু জরিপ অনুযায়ী বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ৬-১০ বছরের শিশুর সংখ্যা **১,৮২,০৯,৯৬৭** জন হলেও বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া শিশুর সংখ্যা **১,৯০,০৩,২১০** জন। স্থুল ভর্তির ক্ষেত্রে ৬ বছরের কম এবং ১১ বছরের বেশী বয়সী শিশুরা ভর্তি হওয়ায় জরিপ অনুযায়ী শতভাগ ভর্তির লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশী সংখ্যক শিশুকে ভর্তি করানো হয়েছে। যা নিম্নরূপঃ

বিগত ৮ বছরে ভর্তির শতকরা হার

ক্যাটাগরি	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২
স্থুল ভর্তির শতকরা হার	৯৩.৭০%	৯৭.৭০%	৯৮.৮০%	১০২.২০%	১০৩.৫০%	১০৭.৭০%	১১১%	১০৪.৪%
প্রকৃত ভর্তির শতকরা হার	৮৭.২০%	৯০.৯০%	৯১.১০%	৯১.৯০%	৯৩.৯০%	৯৪.৮০%	৯৮.৭০%	৯৬.৭%
প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সমাপনীর হার	৫২.১০%	৪৯.৫০%	৪৯.৫০%	৫০.৭০%	৫৪.৯০%	৬০.২০%	৭০.৩০%	৭৩. ৮০%

বিগত ৮ বছরে ভর্তির শতকরা হারের ঊর্ধ্বগতি

ভর্তির ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যের পাশপাশি ঝরেপড়ার কারণসমূহ চিহ্নিত করে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় অসহায় দরিদ্র পরিবারের শিশুদের উপবৃত্তি প্রদান, মিড-ডে মিল হিসেবে উন্নতমানের বিস্কুট সরবরাহ, স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্তকরণসহ মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করার ফলে ঝরেপড়ার হারও উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষা-চক্র সমাপ্তির হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। যা নিম্নরূপঃ

ঝরে পড়ার শতকরা হার

ঝরে পড়ার শতকরা হার	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২
	৪৭.২	৫০.৫	৫০.৫	৪৯.৩	৪৫.১	৩৯.৮	২৯.৭	২৬.২০

ঝরে পড়ার শতকরা হারের ক্রমশঃ নিম্নগতি

পঞ্চম শ্রেণীতে টিকে থাকা

ক্যাটাগরি	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২
বালক	৫১.৭	৪৭.১	৪৮.৯	৫২.৯	৫৭.১	৬৫.৯	৭৭.০	৭৩.৫০
বালিকা	৫৬.১	৫৩.৩	৫৪.৯	৫৭.০	৬২.২	৬৮.৬	৮২.১	৭৭.০০

পঞ্চ

ম শ্রেণীতে টিকে থাকা হারের ক্রমশঃ বৃদ্ধি

National Plan of Action এ ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ২০১১ সালের মধ্যে সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে আনয়ন এবং ২০১৪ সালের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার মাধ্যমে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষণা এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তি কার্যক্রম প্রাথমিক শিক্ষায় সন্নিবেশ প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে সহায়ক হয়েছে। বর্তমান বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ এবং এ সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সরকারিকরণের উদ্যোগের ফলে গ্রামীণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটছে এবং সকলের জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা সহজতর হবে।

বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ উপলক্ষে শিক্ষক মহাসমাবেশে ভাষণ প্রদান করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ উপলক্ষে শিক্ষক মহাসমাবেশে ভাষণ প্রদান করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

স্কাউট সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে শিক্ষার্থীকে পুরস্কার প্রদান করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১২ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মাঝে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

২০১৩ সালের ১ জানুয়ারি বই বিতরণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত ছাত্র পরিষদ সম্মেলনে নির্বাচিত ছাত্র প্রতিনিধিদের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

২০১৪ সালের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার বই বিতরণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, সচিব ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

২০১৪ সালের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার বই বিতরণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী, সচিব ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

২০১৪ সালের বই বিদ্যালয় পর্যায়ে বিতরণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী, সচিব ও মহাপরিচালক

বিদ্যালয় পর্যায়ে বই বিতরণ করছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন মন্ত্রী বর্তমান মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যবৃন্দ

নবনির্বাচিত মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীকে বরণ করছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ

একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাথীরা শিক্ষা শপথ পাঠ করছেন

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে অভিভাবক ও মা সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় মন্ত্রী পাশে উপবিষ্ট মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সচিব

মা সমাবেশে মাননীয় মন্ত্রী ডা. মোঃ আফসারুল আমিন

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করণের উদ্দেশ্যে স্থানীয় সুধী, অভিভাবক ও মা সমাবেশে মাননীয় মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করছেন মাননীয় মন্ত্রী ডা. মোঃ আফসারুল আমিন

বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ টুর্ণামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী, সচিব ও মহাপরিচালক

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা গোল্ডকাপ টুর্ণামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিভাগের খেলোয়াড়বৃন্দ

বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ টুর্ণামেন্টের সেমিফাইনাল খেলা চলছে

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা গোল্ডকাপ টুর্ণামেন্টের সেমিফাইনাল খেলা চলছে

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা গোল্ডকাপ টুর্ণামেন্টের রাণারআপ দলের সাথে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মাসিক পর্যালোচনা সভায় মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সচিব

মাননীয় মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী মহোদয়গণের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে
কর্মকর্তবৃন্দ

নির্বাচনকালীন সরকারের মাননীয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী জনাব নূরুল ইসলাম নাহিদ-এর সাথে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ

মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তার অবসর গ্রহণ উপলক্ষে বিদায় সংবর্ধনা জ্ঞাপন করছেন নির্বাচনকালীন সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী জনাব নূরুল ইসলাম নাহিদ

মন্ত্রণালয়ের কর্মকতাগণের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে শিক্ষক প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান

ইন-হাউস কম্পিউটার প্রশিক্ষণে মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী আখতার হোসেন

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এর অধীন বিভিন্ন দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এর লক্ষ্য এবং কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানসমূহ ও তার কার্যাবলী নিম্নরূপঃ

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

প্রাথমিক শিক্ষা, দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দক্ষ মানব-সম্পদ সৃষ্টির ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত। বিশ্বের বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন মানুষের মৌলিক অধিকার। ১৮৫৪ সালে Wood's Education Despatch অনুসারে শিক্ষা ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে জনশিক্ষা পরিদপ্তর নামে পৃথক পরিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পূর্বে বিদ্যমান সনাতনধর্মী শিক্ষা ব্যবস্থা ও এর কাঠামো বিংশ শতাব্দীর শিক্ষার চাহিদাপূরণে সক্ষম ছিলনা। স্বাধীনতাপূর্ব শিক্ষা ব্যবস্থা জীবন সম্পৃক্ত ছিল না বরং তা ছিল গতানুগতিক খণ্ডিত বা অর্ধশিক্ষায় শিক্ষিত মেরুদণ্ডহীন মানুষ তৈরীর পরিকল্পনা। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রাথমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সমপর্যায়ে উন্নীত করার জন্য প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য/উদ্দেশ্য নির্ধারণ, পরিচালন পদ্ধতি ও কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। উক্ত কমিশন কর্তৃক উপস্থাপিত প্রতিবেদনে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সুপারিশসমূহ ছিল নিম্নরূপঃ

(১) সামাজিক রূপান্তরের হাতিয়ার হিসেবে শিক্ষাকে প্রয়োগমুখী, সৃজনশীল ও গবেষণাধর্মী করা;
(২) দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক শিক্ষার্থীর হার সর্বোচ্চ ১ঃ৩৫ করা;
(৩) প্রথম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার নীতি ঘোষণা। পরবর্তী সময়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক সার্বজনীন শিক্ষার পরিকল্পনা;
(৪) প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত কর্মমূখী, বিজ্ঞানভিত্তিক, অভিন্ন পাঠ্যক্রম সংবলিত শিক্ষা সরকারি ব্যয়ে পরিচালনার পরিকল্পনা;
(৫) বালিকাদের শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধিকহারে মহিলা শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ দানের পরিকল্পনা করা।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ভবন

যুদ্ধ-বিধ্বস্ত অর্থনীতি, দক্ষ জনবলের অভাব ইত্যাদি সীমাবদ্ধতার কারণে কমিশনের সকল সুপারিশ তাৎক্ষণিক বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হলেও 'Primary Education Ordinance, 1973' এবং'Taking Over Act, 1974'-এর আওতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৩৬,১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ এবং ১,৫৭,৭২৪ জন শিক্ষককে সরকারিকরণের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতির সোপান রচনা করেন। ১৯৮০ সালে সরকার সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করলে এর তত্ত্বাবধান ও প্রশাসনিক প্রয়োজনে ১৯৮১ সালে জনশিক্ষা পরিদপ্তরকে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়। এ অধিদপ্তর প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্তর। এ স্তরের প্রধান নির্বাহী হলেন মহাপরিচালক।

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে ৭টি প্রশাসনিক বিভাগের ৬৪টি জেলা ও ৫০৫টি উপজেলা/থানায় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। বিভাগীয় সদরে বিভাগীয় উপপরিচালকের কার্যালয়, জেলা সদরে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ও পিটিআই, উপজেলা/থানা সদরে উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিস ও উপজেলা/থানা রিসোর্স সেন্টারের মাধ্যমে এবং ক্লাস্টার পর্যায়ে সহকারি উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে বিদ্যালয়ভিত্তিক সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ করা হয়। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিক্ষক অভিভাবক সমিতি, ওয়ার্ড/ইউনিয়ন/উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কমিটির সহায়তায় প্রধান শিক্ষক তাঁর সহকারি শিক্ষকদের নিয়ে নিয়মিত বিদ্যালয়ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে ৭টি বিভাগ, যথা- প্রশাসন, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, পলিসি ও অপারেশন, প্রোগ্রাম, অর্থ এর দায়িত্বপ্রাপ্ত ৭ জন পরিচালকের মাধ্যমে নিম্নোক্ত কার্যাদি সম্পাদন করা হয়ঃ

(১) বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা/থানা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সম্পর্কিত প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান;
(২) প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কে মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ প্রদান;
(৩) প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
(৪) অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন স্তরের অফিস ও প্রতিষ্ঠানের প্রশাসক, পরিদর্শ ও অন্যান্য কর্মচারী এবং শিক্ষকগণের পেশাগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
(৫) প্রাইমারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিআই) এর উন্নয়ন;
(৬) প্রাথমিক শিক্ষার বাজেট প্রণয়ন ও বরাদ্দকৃত অর্থের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
(৭) অধিদপ্তরের অধীন নন-ক্যাডার কর্মকর্তা-কর্মচারি ও শিক্ষক নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলি সংক্রান্ত কার্যাবলী; এবং
(৮) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।

এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস) নামে একটি সেল রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও কম্পিউটারাইজড করা এবং তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলা সেলটির কাজ। এর প্রধান হচ্ছেন একজন সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট। মহাপরিচালকের নেতৃত্বে এবং একজন অতিরিক্ত মহাপরিচালকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে অধিদপ্তরের সকল কার্যক্রম সম্পাদিত হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (সদর দপ্তর)

বার্ষিক বিদ্যালয় জরিপ (ASC) ২০১২ অনুযায়ী দেশব্যাপী ১,০৪,০১৭টি বিদ্যালয় ও কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এর মধ্যে ৬২,৫৮৩ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৫,৮৬২টি আনন্দ স্কুল কেন্দ্র সরাসরি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। এ সকল বিদ্যালয়ে ১,৯০,০৩,২১০ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে (৯৪,৬৩,১০৮ জন ছাত্র ও ৯৫,৪০,১০২ জন ছাত্রী) ৪,৪৯,৭৯৯ শিক্ষক-শিক্ষিকা (১,৮৭,৯১২ জন শিক্ষক ও ২,৬১,৮৮৭ জন শিক্ষিকা) কর্মরত আছেন।

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৭-২০০৩ মেয়াদে প্রথম প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচিগ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতেসহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDGs) অর্জনের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি এবং সকল শিশুর গুণগত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রতিটি কর্মসূচির সুনির্দিষ্ট কিছু উপাদান রয়েছে। যেমন-

১. **প্রথম প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (১৯৯৭-২০০৩) এর উপাদানসমূহ:**

(১) ভর্তির হার বৃদ্ধি;
(২) প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সমাপনী
(৩) মানসম্মত শিক্ষা; এবং
(৪) পরিবীক্ষণ।

২. **দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (২০০৪-২০১১) এর উপাদানসমূহ:**

(১) প্রাথমিক শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং দক্ষতার মানোন্নয়ন;
(২) বিদ্যালয় ও শ্রেণীকক্ষের মানোন্নয়ন;
(৩) ভৌত-অবকাঠামো উন্নয়ন;
(৪) বিদ্যালয়ে সবার সমান সুযোগ সৃষ্টি।

৩. **তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১১-২০১৬) এর উপাদানসমূহ:**

(১) শিখনফল অর্জন;
(২) সবার সমান অংশগ্রহণের সুযোগ;
(৩) আঞ্চলিক ও অন্যান্য পর্যায়ে বৈষম্য কমানো;
(৪) বিকেন্দ্রীকরণ ও কার্যকর বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি।

৪. **সমাপ্ত প্রথম ও দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহ প্রত্যাশিত নিম্নরূপ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সফল হয়েছেঃ**

(১) শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ, পানীয় জলের ব্যবস্থা ও শৌচাগার নির্মাণসহ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ধরনের ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।
(২) বর্তমানে প্রায় সকল শিক্ষার্থী শিক্ষাবর্ষের প্রারম্ভে বিনামূল্যে নতুন পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা হচ্ছে।
(৩) অনেক বিদ্যালয়ে শিক্ষক স্বল্পতা থাকলেও অধিকাংশ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম হয়েছেন।
(৪) নতুন শিক্ষক নিয়োগের ফলে শিক্ষক-শিক্ষার্থী বিদ্যমান অনুপাতের হার ধারাবাহিকভাবে উন্নীত হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে।
(৫) শিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতির হার কমেছে। যার ফলে ঝরে পড়ার হার কমেছে এবং ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত টিকে থাকার হার বৃদ্ধি পেয়েছে।
(৬) পূর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় অধিকহারে শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে।
(৭) প্রতি বছর বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু ভর্তির হার লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৫. **চলমান তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি নিম্নবর্ণিত ৫টি ফলাফল অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছেঃ**

(১) সকল শিক্ষার্থী শ্রেণিভিত্তিক ও বিষয়ভিত্তিক প্রত্যাশিত শিখনফল ও প্রান্তিক যোগ্যতা শ্রেণিকক্ষে বসেই অর্জন করবে।
(২) সকল ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সকল শিক্ষার্থী প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করবে।
(৩) প্রাথমিক শিক্ষায় সকলে অংশগ্রহণ, প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপন ও শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে আঞ্চলিক ও অন্যান্য বৈষম্য দূর করা বা কমানো হবে।
(৪) উপজেলা বা বিদ্যালয় পর্যায়ে পরিকল্পনা কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে।
(৫) প্রাথমিক শিক্ষাখাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধিসহ-এর কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা হবে।

পিইডিপি -৩ এর আওতায় নির্মিত বিদ্যালয় ভবন

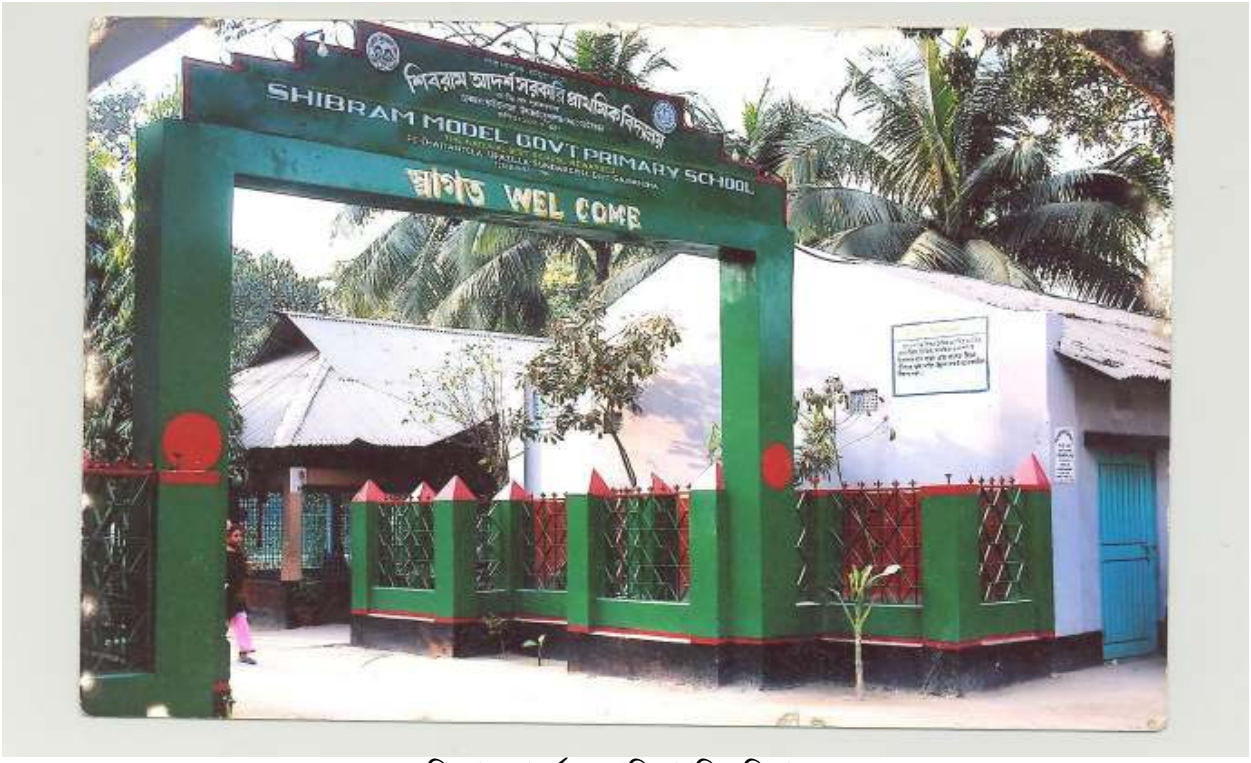

শিবরাম আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট

সংবিধান স্বীকৃত বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিকেরমৌলিক অধিকার হিসেবে শিক্ষাবাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলককরণ) আইন, ১৯৯০ পাশ করা হয়। এ আইনের বিধান অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষার সুষ্ঠুবাস্তবায়ন অগ্রগতির সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনার জন্য ১৯৯০ সালে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট সৃষ্টি করা হয়। এ ইউনিটের অনুমোদিত মোট জনবল ৫৫ জন। সরকারিপ্রাথমিক বিদ্যালয়ের ন্যায় রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালপডা নির্দিষ্ট ক্যাচমেন্ট এলাকা রয়েছে। উক্ত ক্যাচমেন্ট এলাকার ১০০% শিশুর ভর্তি নিশ্চিতকরণসহ মানসম্মত শিক্ষা বাস্তবায়নে রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ ইউনিটের তত্ত্বাবধানে রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ দেশের প্রাথমিক শিক্ষার প্রায় ২৫% বাস্তবায়ন করছে। দেশের সকল রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কার্যক্রম নিয়মিত তদারকিসহ সার্বিক দায়িত্ব এ ইউনিট পালন করে আসছে।

এ ইউনিটের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ হলঃ

(১) বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন;
(২) ৬-১০ বছর বয়সের ১০০% শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিতকরণ;
(৩) মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে কিনা? তা তদারকি;
(৪) সরকারি, রেজিস্টার্ড ও কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় নিয়মিত পরিদর্শন করে ভর্তি, উপস্থিতি ও শিক্ষার মান যাচাই করে এমপিওভুক্তিসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
(৫) প্রতিটি গ্রামে বেসরকারিউদ্যোগে প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এমপিওভুক্ত করে বেতন ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।

উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীসমূহঃ

(১) রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনের সরকারি অংশ ও আনুষাঙ্গিক অর্থ প্রদানের জন্য বাজেট প্রণয়ন ও অর্থ বিতরণ;
(২) রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনপূর্বক এমপিওভুক্তি এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতনের সরকারিঅংশ প্রদান;
(৩) রেজিস্টার্ড বেসরকারি ও কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় নূতনভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতনের সরকারিঅংশ প্রদান;
(৪) শিশু জরিপ;
(৫) সহকারি শিক্ষকগণকে প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি প্রদান;
(৬) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণকে প্রশিক্ষণ স্কেল প্রদান;
(৭) শতভাগ ভর্তি ও ঝরে পড়া রোধকল্পে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
(৮) এনজিও কর্তৃক নির্মিত ও পরিচালিত বিদ্যালসমূহের যাবতীয় কার্যাবরী তদারকি।

রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ন্যায় সমযোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা বিবেচনা করা হয়। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ন্যায় রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ শ্রেণীকক্ষে পাঠদান, ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি, হোম ভিজিট, শিশু জরিপ, উপবৃত্তি বিতরণ, বই বিতরণ, পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকেন। ২০১২ সালের ৫ম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পাশের হার ৯৭.৬৯%, রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পাশের হার ৯৫.৮৭% এবং কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পাশের হার ৯৫.০৭%। প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলককরণ) আইন, ১৯৯০ অনুসারে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নও অবৈতনিক।

২০১২-১৩ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

(১) বর্তমান রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৬,১৯৩ টি । এর মধ্যে এমপিওভুক্তবেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২২,৯৮৭টি। বর্তমান সরকার ১ জানুয়ারী,২০১৩ হতে রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ জাতীয়করণ এবং এতে কর্মরত ১,০৩,০০০ জন শিক্ষকের চাকরি সরকারিকরণ করছে। অবশিষ্ট শিক্ষকদের বেতনের সরকারি অংশের শতভাগ প্রদান করছে যা পূর্বে ক্যাটাগরী ভেদে ৮০%-৯৫% ছিল।

(২) অবসরপ্রাপ্ত ৪,০২০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে তাঁদের প্রাপ্য ৩৫,৬১,৫৩,০৪০.০০ (পঁয়ত্রিশ কোটি একষট্টি লক্ষ তেপান্ন হাজার চল্লিশ) টাকা বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্ট হতে এককালীন আর্থিক অনুদান মঞ্জুর করা হয়েছে।

(৩) সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এ ইউনিটে ইন্টারকম, ইন্টারনেট সংযোগসহ ১২টি নতুন কম্পিউটার ক্রয় করে কম্পিউটার ইউনিটকে শক্তিশালী করা হয়েছে। দ্বিরুক্তি এড়ানোর লক্ষ্যে রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৯২,২৫৮ জন রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকার ইউনিক আইডি প্রদানের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। শিক্ষক/শিক্ষিকা অবসর/পদত্যাগ/মৃত্যুবরণ করলে এ আইডি ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(৪) রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ জাতীয়করণের পূর্বে রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মানসম্মত শিক্ষা বাস্তবায়নসহ নিয়োগ প্রক্রিয়ার আধুনিকীকরণ ও স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য সরকারি বিদ্যালয়ের অনুরূপ পদ্ধতিতে নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে শূন্য পদে ১০,৫০০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এর সামগ্রিক তথ্যাবলী ঃ

ক্রমিক	বিদ্যালয়ের প্রকৃতি	বিদ্যালয়ের সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা	মন্তব্য
১.	এমপিওভুক্ত রেজিস্টার্ড বেসরকারিপ্রাথমিক বিদ্যালয়	২২,৯৮১	৯১,০২৪	
২.	স্থায়ী নিবন্ধনপ্রাপ্ত বেসরকারিপ্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৮৮	১,৫৩৪	
৩.	অস্থায়ী নিবন্ধনপ্রাপ্ত বেসরকারিপ্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৬১	১,৪৬৭	
৪.	পাঠদানের অনুমতিপ্রাপ্ত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭২০	২,৯০১	
৫.	এমপিও বহির্ভূত কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬৫৩	২,৬০৩	
৬.	এমপিও বহির্ভূত এনজিও বিদ্যালয়	১৩০	৫২০	
৭.	স্থাপন ও চালুর অনুমতির সুপারিশপ্রাপ্ত বিদ্যালয়	১৫১	৬০৪	
৮.	স্থাপন ও চালুর অনুমতির অপেক্ষাধীন বিদ্যালয়	৮০৯	৩,১৯২	
	মোট =	২৬,১৯৩	১,০৩,৮৪৫	

বিঃ দ্রঃ *এমপিওবিহীন অপূর্ণাঙ্গ ও উচ্চ বিদ্যালয় সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত কিন্ডারগার্টেন ও বিভিন্ন স্বায়ত্বশাসিত/আধা-স্বায়ত্বশাসিত/বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনা করছে। উক্তরূপ বিদ্যালয়সমূহ এ তালিকার বহির্ভূত।*

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো

অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন এবং অগ্রগতির পথে প্রধান অন্তরায়সমূহ হল-নিরক্ষরতা, দারিদ্র্য, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, অনৈতিকতা ও আদর্শহীনতা। দারিদ্র্য পীড়িত জনগোষ্ঠী জীবনধারণের জন্য তাৎক্ষণিক উপার্জনের উদ্দেশ্যে শৈশব থেকেই কর্মমুখী হয়ে পড়ে। কর্মমুখী শিশুদের মধ্যে অনেকেই বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক ধরাবাধা নিয়ম-কানুনের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারে না। ফলে তারা নিরক্ষর থাকে অথবা একসময় বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে। এ কারণে ঘনবসতিপূর্ণ উন্নয়নশীল বাংলাদেশের প্রায় ৪০% মানুষ নিরক্ষর। এ বিশাল সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষর ও কর্মহীন রেখে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। উন্নয়নের প্রত্যাশিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরতা ও কর্মমুখী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনসম্পদে পরিণত করা অত্যন্ত জরুরি।

সার্বভৌম বাংলাদেশের সংবিধানে সকল নাগরিককে শিক্ষার সুযোগ প্রদানসহ দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকেই দেশে শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে আসছে। ১৯৭৩ সালে সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ ও অবৈতনিক করা হয়। ১৯৭৩ সালে বেসরকারি উদ্যোগে সাক্ষরতা অভিযান শুরু হয়। ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বয়স্ক শিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে দেশে সাক্ষরতা কার্যক্রম পরিচালনার উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ সাক্ষরতা সমিতি ১৮টি জেলায় ৬৮টি থানার ১৪০টি অধিভুক্ত এবং ১৮৫টি অন্তবর্তীকালীন শাখার মাধ্যমে ৩২৫টি গ্রামে গণশিক্ষা কেন্দ্র চালু করে এবং এর মাধ্যমে প্রায় আঠারো হাজার নিরক্ষরকে সাক্ষর করে তোলে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো

জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ১৯৯০ সালকে 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতাবর্ষ' ঘোষণা করা হয়। ৯০-এর দশকের শুরু থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে 'সবার জন্য শিক্ষা' নিশ্চিত করার জন্য ব্যাপক সাড়া জাগে। ১৯৯০ সালে থাইল্যান্ডের জমতিয়েনে এবং ২০০০ সালে সেনেগালের ডাকারে 'সবার জন্য শিক্ষা' শীর্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণে ৬টি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য (EFA Goals) নির্ধারণ করা হয় সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং উক্ত সম্মেলনের ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে 'সবার জন্য শিক্ষা'র লক্ষ্যসমূহ অর্জনে বাংলাদেশ সরকার শিক্ষার অধিকারকে আরও অধিক গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে দারিদ্র্য বিমোচন ও জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণের উদ্দেশ্যে সকল নাগরিকের জন্য মানসম্মত মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী একটি গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা- ১ ও ২ (National Plan of Action-1 ও 2) এবং দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (Poverty Reduction

Strategy Paper [PRSP]) প্রণয়ন করে। জাতীয় কর্মপরিকল্পনা এবং দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ওপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করে ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা'র লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সুনির্দিষ্ট কিছু কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে অনগ্রসর মানুষের সাক্ষরতা দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ও জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে জীবন ও জীবিকার উন্নয়নের লক্ষ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার উপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করছে।

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, শিক্ষার সঙ্গে দারিদ্র্য বিমোচন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও জাতীয় উন্নয়নে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যমে একটি সাক্ষর জনসমাজ গঠনের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ২০১৪ সালের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করার ঘোষণা দিয়েছে। এ লক্ষ্যে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের সহযোগিতায় বিভিন্ন মেয়াদের উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বাস্তবায়নাধীন এ ধরনের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্পে অংশীদারিত্ব সৃষ্টি, বিশেষ করে বেসরকারি সংস্থা এবং কমিউনিটিভিত্তিক সংস্থার ভূমিকার উপর যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং এতে সরকারের অগ্রাধিকার এবং লক্ষ্যসমূহ প্রতিফলিত হয়েছে।

সরকারের এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালে নবগঠিত প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের আওতায় ১৯৯৫ সালে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর সৃষ্টি করা হয় (Directorate of Non-formal Education: DNFE)। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমে সাক্ষরতা বিস্তারের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০০৫ সালে রাজস্ব খাতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো প্রতিষ্ঠা করা হয়। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য ও কৌশলগত লক্ষ্যসমূহের বাস্তবায়ন করার জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো কাজ করছে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর ভিশন, মিশন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ভিশন

সাংবিধানিক অঙ্গীকার সমুন্নত রাখতে সকল নাগরিকের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি এবং সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিজস্ব ক্ষমতাকে পরিপূর্ণরূপে বিকশিত করে পরিবার ও সমাজের কার্যকর সদস্যরূপে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সকলকে উৎপাদনক্ষম ও দায়িত্ববান নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

মিশন

আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ হতে বঞ্চিত এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু, কিশোর, যুব সম্প্রদায় ও বয়স্কদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা এবং সাক্ষরতা, মৌলিক শিক্ষা ও অব্যাহত শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদেরকে পর্যাপ্ত জ্ঞান, উৎপাদনমুখী দক্ষতা ও জীবনমুখী দক্ষতা সংক্রান্তপ্রশিক্ষণ প্রদান।

লক্ষ্য

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতি-২০০৬, জাতীয় শিক্ষা নীতি-২০১০, জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা-২ (২০০৩-২০১৫) এবং ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০১৪ সালের মধ্যে দেশ থেকে ১০০% নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্রসমূহের কমিউনিটি ভিত্তিক মানসম্মত একটি নেটওয়ার্ক স্থাপন করে সাক্ষরতা দক্ষতা, প্রশিক্ষণ, অব্যাহত শিক্ষা ও জীবনব্যাপী শিখন প্রক্রিয়ার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে 'সবার জন্য শিক্ষার' লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং দারিদ্র্য বিমোচন।

সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহ

শিশু, কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীদের অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক-

(১) সম্ভাব্য সুবিধাভোগীর চাহিদা অনুযায়ী যথাযথ ও মানসম্মত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ;

(২) সাক্ষরতা, শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীকে আয়সৃজনী ও জীবনমুখী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে স্বনির্ভর, উৎপাদনশীল এবং ক্ষমতাবান নাগরিকে পরিণতকরণ;

(৩) সরকার, বেসরকারি সংস্থা ও সুশীল সমাজের সমন্বয়ে পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে একটি সমন্বিত কর্মপন্থা নির্ধারণের মাধ্যমে নিরক্ষরতা ও দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন;

(৪) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সাব-সেক্টর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান স্থাপন; এবং

(৫) শিক্ষার্থী, স্থানীয় সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা, কমিউনিটিভিত্তিক সংস্থা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিসহ সর্বস্তরের জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করে একটি বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা চালু করার মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে মালিকানাবোধ সৃষ্টি, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি ও কাঠামোর স্থায়িত্ব নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিখনের স্থায়ীত্বশীল সুযোগ সৃষ্টি।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতির লক্ষ্য, ভিষণ, মিশন ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারের রাজস্বখাতে ২০০৫ সালে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো প্রতিষ্ঠিত হয়। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতির রূপরেখার সাথে সামঞ্জস্য রেখে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি করা হয়েছে যা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য ও কৌশলগত লক্ষ্যসমূহের বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ আবদান রাখছে। এছাড়াও জাতীয় পর্যায়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পরিচালনা করা, সরকারকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সংক্রান্তনীতি নির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বাস্তবায়নকারী বেসরকারিসংস্থাসমূহের সাথে সমন্বয় সাধন এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ তৈরিতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো জাতীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে আসছে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর কাঠামো ঃ

একজন মহাপরিচালক এবং ৭৭ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারি ব্যুরোতে দায়িত্ব পালন করছেন। জেলা পর্যায়ের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা ও তদারকির জন্য ৬৪টি জেলায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কাঠামো স্থাপন করা হয়েছে। ৬৪টি জেলায় ৬৪ জন সহকারি পরিচালক সহ মোট ২৫৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী ব্যুরোতে কর্মরত রয়েছেন।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতির আলোকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর নিম্নরূপ সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি করা হয়েছেঃ

১. জাতীয় পর্যায়ে কর্মকর্তার সংখ্যাঃ

(১) মহাপরিচালক- ১ জন।

(২) পরিচালক-০২ জন

(ক) পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ, লজিস্টিক, বাস্তবায়ন ও প্রশিক্ষণ), এবং

(খ) পরিচালক (পরিকল্পনা, মনিটরিং ও মূল্যায়ন) ।

(৩) উপ-পরিচালক- ০৩ জন ।

(ক) উপ-পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ, লজিস্টিক ও বাস্তবায়ন),

(খ) উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ), এবং

(গ) উপ-পরিচালক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন)।

(৪) সিস্টেম এনালিস্ট- ০১ জন।

(৫) **সহকারি পরিচালক**-০৬ জন (১.প্রশাসন, ২.পরিকল্পনা, ৩.বাস্তবায়ন, ৪.অর্থ ও লজিস্টিক, ৫.প্রশিক্ষণ, এবং ৬.মনিটরিং ও মূল্যায়ন)।

(৬) **সহকারি প্রোগ্রামার**- ০১ জন।

(৭) **জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো (কর্মকর্তার সংখ্যা):**

প্রতি জেলায় সহকারি পরিচালক: ০১ জন (মোট ৬৪ জেলা x১ =৬৪ জন)।

জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারির সংখ্যা

জেলা পর্যায়ের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা ও তদারকির জন্য ৬৪টি জেলায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কাঠামো স্থাপন করা হয়েছে। ৬৪টি জেলায় ৬৪ জন সহকারিপরিচালক সহ মোট ২৫৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছেন।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার বিস্তার ঃ

সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারের প্রেক্ষাপটে সরকার ‘সবার জন্য শিক্ষা’ নিশ্চিতকরণসহ দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য ১৯৯০ সাল থেকে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে পর্যায়ক্রমে জাতীয়

কর্মপরিকল্পনা-১ ও ২-এ 'সবার জন্য শিক্ষা'র লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এসময়ে সরকার দেশব্যাপী শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে 'সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম (ইনফেপ)' নামক একটি বৃহৎ প্রকল্প গ্রহণ করে। ইনফেপ প্রকল্পের মাধ্যমে ১৯৯১ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্তমোট ২৪.৬৯ লক্ষ নিরক্ষরকে সাক্ষরতা প্রদান করা হয়। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সাফল্যজনক অবদান রাখায় ১৯৯৫ সালে ইনফেপকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরে রূপান্তর করা হয়। এ অধিদপ্তর কর্তৃক ১৯৯৬ থেকে জুন ২০০৩ সাল পর্যন্ত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প-১, ২, ৩ ও ৪ নামক ৪টি বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। এ ৪টি প্রকল্পের মাধমে মোট ১৬১.৫৫ লক্ষ নিরক্ষরকে সাক্ষর করা হয়।

সরকার ও বেসরকারি সাহায্য সংস্থারসমন্বিত প্রচেষ্টায় উল্লিখিত প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে ১৯৯০ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত প্রায় ১কোটি ৮০ লক্ষ নিরক্ষরকে সাক্ষরতা প্রদান করা হয়। সাক্ষরতা কর্মসূচির এ সাফল্যজনক বাস্তবায়নের ফলশ্রুতিতে দেশে সাক্ষরতার হার ৩৫.৩% (১৯৯১) থেকে ৫৪.৮%-এ উন্নীত হয় (২০০২)। দেশে সাক্ষরতা বিস্তারে এ বিশাল অর্জনের সম্মানজনক স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ 'ইউনেস্কো সাক্ষরতা পুরস্কার ১৯৯৮' লাভ করে।

উল্লিখিত সাক্ষরতা কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশে আর্থ-সামাজিক ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়। এতদসত্ত্বেও ২০০৩ সালে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর অকার্যকর করা হয়। এরপর থেকে ২০০৫ সালে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত দেশে সরকারিভাবে কোন সাক্ষরতা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়নি। এ কারণে দেশে শিক্ষার হার আবারো নিম্নগামী হয়ে পড়ে।

বর্তমান সরকার ২০১৪ সালের মধ্যে দেশে শতভাগ সাক্ষরতা নিশ্চিত করার ঘোষণা দিয়েছে। বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুতির প্রেক্ষাপটে ২০১৪ সালের মধ্যে দেশে শতভাগ সাক্ষরতা অর্জনের লক্ষ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ব্যপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। দেশ থেকে শতভাগ নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো কর্তৃক "মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা)" শিরোনামে একটি বৃহৎ প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। উল্লিখিত প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলার ১১ থেকে ৪৫ বছর বয়সী মোট ৪৫ লক্ষ নিরক্ষর কিশোর-কিশোরী ও বয়স্ককে মৌলিক সাক্ষরতা প্রদান করা হবে এবং একই সাথে তাদের জীবন দক্ষতা (Life Skill) বৃদ্ধি করা হবে।

এ ছাড়াও দেশের ৭টি বিভাগের ২৯টি জেলার ২১০টি উপজেলায় ১২ লক্ষ নব্যসাক্ষরকে (এর অর্ধেক নারী) নয় মাসের সাক্ষরতা উত্তর পাঠদান ও বিশেষ দক্ষতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাঁদের আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডের সাথে সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে জুলাই ২০০২ হতে জুন ২০১৩ পর্যন্ত মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-২ (পিএলসিইএইচডি-২) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে ১২ লক্ষ নব্যসাক্ষর জনগোষ্ঠি যারা ইতঃপূর্বে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সাক্ষরতা অর্জনকারী অথবা প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া এবং যাদের বয়সসীমা ১১-৪৫ বছর তাঁদেরকে-

(১) দর্জিবিজ্ঞান, এমব্রয়ডারি, বাটিক, টাই-ডাই ও স্ক্রীন প্রিন্ট;
(২) মৎস্য চাষ;
(৩) মাশরুম ও সিল্ক চাষ;
(৪) নার্সারী, শাক-সব্জি ও ফল-ফুল চাষ;
(৫) পশুপালন;
(৬) খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, সাবান ও মোমবাতি তৈরি;
(৭) কম্পিউটার ও ফটোকপিয়ার ব্যবহার ও সার্ভিসিং;
(৮) ফ্রিজ ও এসি মেরামত;
(৯) ওয়েল্ডিং;
(১০) শ্যালো ইঞ্জিন মেরামত;
(১১) হাউজ ওয়্যারিং;
(১২) রেডিও, টেলিভিশন ও মোবাইল সার্ভিসিং ;
(১৩) রাজমিস্ত্রি ও পাইপ ফিটিং ;
(১৪) বাঁশ-বেত ও মৌ-চাষ ;
(১৫) বাইসাইকেল রিক্সা-ভ্যান মেরামত ও
(১৬) স্যানেটারি ল্যাট্রিন তৈরি

ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করা এবং বিভিন্নপ্রতিষ্ঠানের সাথে লিংকেজ করে তাঁদের উপার্জন বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি করে জীবন মান উন্নয়ন করা ।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর অকার্যকর করার প্রেক্ষাপটে এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম এপ্রিল ২০০২ থেকে সেপ্টেম্বর ২০০৬ পর্যন্ত প্রায় ৪ বছর ৫ মাস বন্ধ ছিল। ফলে প্রকল্পের মেয়াদ ইতোমধ্যে ১০ বছর অতিক্রান্ত হলেও প্রকৃত কাজ হয়েছে মাত্র ৫ বছর। এ পাঁচ বছরে জুন ২০১২ পর্যন্ত এ প্রকল্পের আওতায় মোট ৭,১৪৭টি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত; কেন্দ্রগুলিতে মোট ১২,০০,০০০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি (৫০% মহিলা); মোট ৯,৫৫,৩০৭ জন শিক্ষার্থীর পিএলসিই কোর্স সমাপ্ত;মোট ৩,৮৪,৭৩১ জন শিক্ষার্থী আয়-রোজগারে যুক্ত; উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম প্রণীত;উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিষয়ক জেণ্ডার কৌশলপত্র প্রণীত এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিষয়ক ১২টি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা প্রণীত হয়েছে।

তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির Second Chance Education Component এর আওতায় বিদ্যালয় বহির্ভূত ও ঝরেপড়া শিশুদের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো কর্তৃক উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।৮-১৪ বছর বয়সী বিদ্যালয় বহির্ভূত ও ঝরেপড়া প্রায় ২৫ লক্ষ শিশুকে এ সাব কম্পোনেন্টের আওতায় উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার বিকল্প উপানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে শিক্ষায় দ্বিতীয় সুযোগ গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। JARM Aide Memoire-2012 এর সুপারিশ মোতাবেক আগামী ০১ জানুয়ারি ২০১৩ থেকে দেশের ৭টি বিভাগ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে ০১টি করে উপজেলা এবং শহরের ০১টি বস্তি এলাকাসহ মেটি ০৯টি এলাকায় পাইলটিংয়ের কাজ শুরু হবে। পাইলটিং পর্যায়ে প্রতিটি উপজেলায় ২৫টি করে শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করে মোট ৬৭৫০জন বিদ্যালয় বহির্ভূত ও ঝরেপড়া শিশুকে ১ম থেকে ৫ম শ্রেণিতে ভর্তি করে মাল্টিগ্রেড পদ্ধতিতে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হবে।

বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার: ১৯৯১ সালে দেশে সাক্ষরতার হার ছিল মাত্র ৩৫.৩%। বর্তমানে বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার (১৫ বছর এবং তদূর্ধ্ব বয়সী) ৫৯.৮২%(পুরুষ ৬৩.৮৯% মহিলা ৫৫.৭১%)।*সূত্র:* BBS, Bangladesh Literacy Survey : 2010.

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

বর্তমান সরকারের ২০১৪ সালের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রতিশ্রুতিকে সামনে রেখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো কর্তৃক 'মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা)'নামক ১টি প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ১৫-৪৫ বছর বয়সী ৪৫ লক্ষ নিরক্ষরকে সাক্ষরতা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

ইউনেস্কো'র সহায়তায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সাব-সেক্টরের প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বাস্তবায়নে নিয়োজিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি, জাতীয় পর্যায়ে NFE-MIS/database তৈরি, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমে তথ্য-প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার বাস্তবায়ন কাঠামো তৈরির কাজ চলমান রয়েছে।

'সবার জন্য শিক্ষা' নিশ্চিত করার মাধ্যমে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। দেশের প্রতিটি শিশুকে শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসাসহ শিক্ষার সুযোগবঞ্চিত অগণিত মানুষকে শিক্ষার সুযোগ পৌঁছে দিতে দেশের সরকারি, আধা-সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজসহ সর্বস্তরের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রয়োজন। দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের'সোনার বাংলা' গড়ে তোলতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নন-ভোকেশনাল এডুকেশন কারিক্যুলাম চূড়ান্তকরণ কর্মশালায় সচিব কাজী আখতার হোসেন

অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের সাথে মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফিজুর রহমান

নন-ভোকেশনাল এডুকেশন কারিক্যুলাম চূড়ান্তকরণ কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন অতিরিক্ত সচিব এস এম আশরাফুল ইসলাম

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)
ময়মনসিংহ

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ ও গবেষণাধর্মী একটি প্রতিষ্ঠান। স্বাধীন বাংলাদেশে গঠিত প্রথম শিক্ষা কমিশন (কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন)-এর প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ও গুণগত মান উন্নয়ন বিষয়ক সুপারিশের আলোকে ময়মনসিংহ শহরের কলেজ রোড (গোহাইলকান্দি) এলাকায় ৫.২৩ একর জায়গায় ১৯৭৮ সালে মৌলিক শিক্ষা একাডেমির কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তিতে ১৯৮৫ সালে এর নাম পরিবর্তন করে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রমকে অধিকতর শক্তিশালী এবং আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে ২০০৪ সালের ১ অক্টোবর সরকার নেপ-কে সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে ঘোষণা করে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক শিক্ষায় কর্মরত মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা ও সম্ভাবনার উপর গবেষণা পরিচালনা করে প্রাপ্ত সুপারিশের ভিত্তিতে প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরকারকে সহায়তা করে আসছে।

নেপ প্রশাসনিক ও একাডেমিক ভবনে গাছের চারা রোপণ তদারকি করছেন মহাপরিচালক

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিখন-শেখানো পদ্ধতিতে নতুন নতুন ধ্যান-ধারণা ও কলাকৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষিত জাতি গঠন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বর্তমান সরকারের দারিদ্র মুক্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রেনেপ বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুর ভর্তি এবং মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে উদ্ভুত সমস্যা ও তার প্রতিকার এবং সম্ভাবনার ক্ষেত্রে এ একাডেমি বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা পরিচালনা করে সরকারকে সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। পাশাপশি নেপ আইটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ, পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ সামগ্রী প্রণয়ন, প্রশিক্ষণ সামগ্রী বিতরণের জন্য প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ, প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতা সৃষ্টি এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মাঝে স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করে আসছে। ১২ মাস ব্যাপী সি-ইন-এড প্রশিক্ষণকে আধুনিক ও বিশ্বমানের করার লক্ষ্যে ১৮ মাস ব্যাপী ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারী এডুকেশন (ডিপিএড) কার্যক্রম বর্তমান সরকারের আমলে শুরু হয়েছে।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) এর ভিশন ও মিশন নিম্নরূপঃ

ভিশন

ফলপ্রসু শিক্ষা কার্যক্রম সম্পাদনের মাধ্যমে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন, বাস্তবায়ন এবং প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতার সর্বাধিক মানোন্নয়ন করা।

মিশন

(১) প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন করা;
(২) মানসম্মত শিখন-শেখানো কার্যক্রম উদ্ভাবন, প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন এবং প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা ও সমাধান বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা;
(৩) সময়োপযোগী ও চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ সামগ্রী তৈরি এবং প্রশিক্ষণ পরিচালনা;
(৪) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য সি-ইন-এড শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও হালফিলকরণ এবং সি-ইন-এড প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা; এবং
(৫) মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করা ।

নেপ-এর কর্মপরিধি

(১) প্রাথমিক শিক্ষায় প্রশিক্ষণ ও গবেষণা;
(২) সিইনএড কার্যক্রম পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান;
(৩) প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও বিতরণ;
(৪) প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম উন্নয়ন/পরিমার্জন ও প্রশিক্ষণ সামগ্রী প্রণয়ন;
(৫) গবেষণাপত্র, প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে মৌলিক ও উদ্ভাবনীমূলক রচনা সম্বলিত জার্নাল প্রকাশ;
(৬) প্রাথমিক শিক্ষার মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান;
(৭) প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে সচেতনতা বৃদ্ধি ও সমাজ উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম গ্রহণ;
(৮) সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ড় নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহযোগিতা ও সুপারিশ প্রদান;
(৯) প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন/পরিমার্জন ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদান;
(১০) প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ;
(১১) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ ইউনিট, এনসিটিবি, পিটিআই ও ইউআরসি এর বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে সমন্বয় সাধন

অনুষদসমূহ

একাডেমিক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে নিম্নলিখিত ৭টি অনুষদ দায়িত্ব পালন করছেঃ

১. টেস্টিং এন্ড ইভালুয়েশন অনুষদ
২. পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা অনুষদ
৩. ভাষা অনুষদ
৪. সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ
৫. বিজ্ঞান ও গণিত অনুষদ
৬. গবেষণা ও কারিকুলাম উন্নয়ন অনুষদ
৭. মনিটরিং, ও সুপারভিশন অনুষদ

জনবল ঃ

স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঘোষিত হওয়ার আগে পরিচালকের পদসহ নেপ এর জনবল ছিল ৮২ জন। বর্তমানে মহাপরিচালক-১, পরিচালক ১, উপ-পরিচালক-২ ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ-৭, বিশেষজ্ঞ-১১, সহকারি বিশেষজ্ঞ-২২, অন্যান্য কর্মকর্তা এবং সাপোর্ট স্টাফ-৫৩ জনসহ নেপ এর অনুমোদিত জনবল সর্বমোট ৯৭ জন।

নেপ কর্তৃক ২০০৮-০৯ অর্থ বছর হতে জুন ২০১৩ পর্যন্ত বাস্তবায়িত কার্যক্রম

১। প্রাথমিক শিক্ষায় পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ:

(১) ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে ১৩৩৮৬ জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষককে পিটিআই এর মাধ্যমে বছরব্যাপী সি-ইন-এড প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে রাজস্বখাতে ৩১৭ জন মাঠ পর্যায়ের কর্মকতাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ অর্থবছরে উন্নয়ন বাজেটের আওতায় ৪২৮ জন সহকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে একাডেমিক সুপারভিশন, বিষয়ভিত্তিক ও বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়াও ৩১৩ জন ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর ও সহকারি ইন্সট্রাক্টরকে ToT প্রদান করা হয়। এ অর্থবছরে ২২২ জন ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর ও সহকারি ইন্সট্রাক্টরকে আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

(২) ২০০৯-১০ অর্থবছরে ১৭৯২৭জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষককে পিটিআই এর মাধ্যমে বছরব্যাপী সি-ইন-এড প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ অর্থবছরে রাজস্বখাতে ১৮টি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার মাঠপর্যায়ের সর্বমোট ৩৯৫জনকে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ অর্থবছরে পিইডিপি-২ এর আওতায় উন্নয়নখাতে ৭টি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে সর্বমোট ৭০৪ জন মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

(৩) ২০১০-১১ অর্থবছরে ২০০৯৫ জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষককে বছরব্যাপী সি-ইন-এড প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়াও রাজস্বখাতের আওতায় নেপ ৮টি বিষয়ের উপর ১৫টি ব্যাচে মাঠ পর্যায়ের প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের ৩৭৭জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। প্রতিটি প্রশিক্ষণের মেয়াদ ছিল ৫/১০ দিন। নেপ কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের জন্য মাইন্ডসেট পরিবর্তন ও কর্মপরিবেশ উন্নয়ন শীর্ষক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। নেপ এর ৫৬জন কর্মকর্তা-কর্মচারী এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। অপরদিকে পিইডিপি-২ এর আওতায় উন্নয়নখাতে এ অর্থবছরে সহকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণের জন্য একাডেমিক সুপারভিশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়। এতে ১২টি ব্যাচে সর্বমোট ৩০১ জন মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

(৪) ২০১১-১২ অর্থবছরে ১৪৩০৮জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষককে বছরব্যাপী সি-ইন-এড প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।রাজস্বখাতের আওতায় ২৫২জন প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাকে পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন ও বিষিয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া ১৬০ জন প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগীয় কর্মকর্তাকে মাসব্যাপী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। অধিকন্তু ১১৭ জন পিটিআই ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের অফিস সহকারীকে অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ২৯ জন পিটিআই ইন্সট্রাক্টরকে ডিপিএড মাস্টার ট্রেইনার, ১৯ জনকে ডিপিএড প্রশিক্ষণ এবং ২৫ জনকে ডিপিএড ওরিয়েন্টটেশন কোর্স করানো হয়েছে।

২। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান

(১) ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া বর্তমান সরকারের অন্যতম চ্যালেঞ্জিং মিশন। ২০০৯-১০ অর্থবছরে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) পিটিআই সুপারিনটেনডেন্টগণের জন্য ৫দিন ব্যাপী আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন করে। এতে ৪৮জন সুপারিনটেনডেন্ট অংশগ্রহণ করেন। অধিকন্তু প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাঠ পর্যায়ের ৫১ জন সহকারিজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারকে ১০ দিন ব্যাপী আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া ময়মনসিংহ শহরের বিভিন্ন কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য আয়োজিত সার্টিফিকেট ইন কম্পিউটার এ্যাপলিকেশন কোর্সের মাধ্যমে ১২০ জন কলেজ ছাত্র-ছাত্রীকে প্রশিক্ষণ ও সনদ প্রদান করা হয়।

(২) ২০১০-১১ অর্থবছরে নেপ ২৮ জন পিটিআই এর সহকারি সুপারিনটেনডেন্ট এবং ৫৭ জন পিটিআই ইন্সট্রাক্টরকে ১০ দিন ব্যাপী আইসিটি বিষয়ের উপর নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান করে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত-এ ইন্সট্রাক্টরগণ নিজ নিজ পিটিআইতে বর্তমান সরকারের আমলে স্থাপিত আইসিটি ল্যাবে সি-ইন-এড প্রশিক্ষণার্থীদেরকে আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন। এছাড়া ময়মনসিংহের বিভিন্ন কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য আয়োজিত সার্টিফিকেট ইন কম্পিউটার এ্যাপলিকেশন কোর্সের মাধ্যমে ৬০ জন কলেজ ছাত্র-ছাত্রীকে প্রশিক্ষণ ও সনদ প্রদান করা হয়।

(৩) ২০১১-১২ অর্থবছরে নেপ ২৩ জন সহকারি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারকে ১০ দিন ব্যাপী আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

(৪) এছাড়াও ময়মনসিংহের বিভিন্ন কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য আয়োজিত 'সার্টিফিকেট ইন কম্পিউটার এ্যাপলিকেশন' কোর্সের মাধ্যমে ৮০ জন কলেজ ছাত্রকে প্রশিক্ষণ ও সনদ প্রদান করা হয়।

৩। পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ

নেপ প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্টকর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। আলোচ্য ২০১০-১১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা অনুসারে ৫৪ জন পিটিআই সুপারিনটেনডেন্টকে প্রশিক্ষণ ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ৫০ জন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারকে অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ৫০ জন পিটিআই ইন্সট্রাক্টরকে Reinforcing C-in-Ed English Through effective use of Englishবিষয়ক প্রশিক্ষণ, ৭৫ জন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ২৯৬ জন নবনিযুক্ত সহকারি উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে একাডেমিক সুপারভিশন বিষয়ক এবং ১১৬ জন এইউইওকে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। পাশাপাশি নেপ-এর ৫৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে মাইন্ড সেট পরিবর্তন ও কর্মপরিবেশ উন্নয়ন শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রাথমিক শিক্ষার মাঠ পর্যায়ে ৫৭ জন কর্মরত কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ বিষয়ক কর্মশালায়, ৪৭ জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও এসএমসি সভাপতি প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে সচেতনতা সৃষ্টি বিষয়ক কর্মশালার ফলোআপ কার্যক্রমে, বিভিন্ন শ্রেণীর ৪২ জন কর্মকর্তাকে গবেষণা সেমিনারে, ৪১ জন কর্মকর্তা যোগ্যতাভিত্তিক টেস্ট আইটেম এ্যাডমিনিস্টারগণের ওরিয়েনটেশন বিষয়ক কর্মশালায় এবং ৪৮ জন কর্মকর্তা যোগ্যতা ভিত্তিক অভীক্ষাপত্র পাইলটেড উত্তরপত্র মূল্যয়নকারীগণের (মার্কার) প্রশিক্ষণ ও অভীক্ষাপত্র মূল্যায়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।

নেপ কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণসমূহঃ

(১) নবনিযুক্ত কর্মকর্তাগণের জন্য ওরিয়েন্টেশন কোর্স ;
(২) প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের জন্য মৌলিক/বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ;
(৩) স্কুল ম্যানেজমেন্ট এন্ড একাডেমিক সুপারভিশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ;
(৪) অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ;
(৫) আইসিটি/ কম্পিউটার বিষয়ক প্রশিক্ষণ;
(৬) প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (ToT), শিক্ষা প্রশাসকগণের পেশাগত মানোন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ;
(৭) অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে পরিচালিত টেইলরমেড কোর্স;
(৮) পিটিআই ইন্সট্রাক্টরদের জন্য বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ।

আইসিটি সেল-এর কার্যক্রম

(১) নেপ-এর তথ্য / উপাত্ত সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা;
(২) আইসিটি প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা;
(৩) সি-ইন-এড পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশে সহায়তা প্রদান;
(৪) নেপ ওয়েবসাইট ব্যবস্থাপনায় সহায়তা প্রদান।

৪। আইসিটি প্রশিক্ষণ

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে নেপ থেকে ২০১০-১১ অর্থবছরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাঠ পর্যায়ের ৫০ জন সহকারি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, ৪৮ জন পিটিআই সুপারিনটেনডেন্ট, ২৮ জন সহকারি সুপারিনটেনডেন্ট এবং ৫৭ জন পিটিআই ইন্সট্রাক্টরকে আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ তাদের অফিস ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ সামগ্রী তৈরি ও প্রশিক্ষণ পরিচালনার ক্ষেত্রে অর্জিত আইসিটি প্রশিক্ষণ জ্ঞান প্রয়োগ করছেন। প্রশিক্ষিত কর্মকর্তাগণ তথ্য সংগ্রহ, প্রদান এবং নিম্ন ও উর্ধ্বমুখী যোগাযোগের ক্ষেত্রে ই-মেইল ব্যবহার করছেন। এছাড়াও স্থানীয় ৪০ জন বেকার যুব ও যুব মহিলাকে ৩ মাস ব্যাপী আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

এইউইওগণের প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ডিপিএড প্রশিক্ষণে পিটিআই ইন্সট্রাক্টরবৃন্দ

প্রশিক্ষণ অধিবেশন ও দলীয়কাজ

৫। কর্মশালা ও কর্মশিবির

(১) ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে সি-ইন-এড কারিক্যুলাম রিভিশন সংক্রান্ত ১৪ টি বিভাগীয় এবং ১টি জাতীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এত ২২৯ জন বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষাবিদ অংশগ্রহণ করেন এবং সি-ইন-এড পরিমার্জন সক্রান্ত বিভিন্ন দিকের উপর গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়াও এ অর্থবছরে বাধ্যতামূলক ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন এবং সমাজ উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়ক আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৫টি ব্যাচে সর্বমোট ২১৮ জন জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, অভিভাবক ও এসএমসি সভাপতি অংশগ্রহণ করেন।

(২) ২০১০-২০১১ অর্থবছরেনেপ প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষে ২টি কর্মশিবির সম্পাদন করে। এতে প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ের ৪৭ জন শিক্ষক ও এসএমসি সভাপতি অংশগ্রহণ করেন।

৬। প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে সচেতনতা সৃষ্টি বিষয়ক কর্মশালা

(১) ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরেশিক্ষার প্রতি সচেতনতার অভাব সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা। জনগণের মাঝে শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে ১০ টি সরকারিপ্রাথমিক বিদ্যালয়ে দিনব্যাপী সচেতনতা বিষয়ক কর্মশালা সম্পাদন করা হয়। এতে ৪৭৬ জন অংশগ্রহণকারী অনুপ্রাণিত হয়ে নিজ নিজ এলাকায় বিদ্যালয় গমন উপযোগী শিশু জরিপ ও শিশু ভর্তিসহ প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ রাখবে বলে দৃঢ় প্রত্যায় ব্যক্ত করেছেন।

(২) জনগণের মাঝে শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১০-১১ অর্থ বছরে ২০ টি উপজেলায় ২০টি সরকারিপ্রাথমিক বিদ্যালয়ে দিনব্যাপী সচেতনতা বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান শিক্ষক, এসএমসি সভাপতি, সহকারিউপজেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারগণ অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য 'যথাসময়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীর উপস্থিতি, পাঠটীকা প্রণয়ন এবং সে অনুযায়ী পাঠদান, পাঠ সংশ্লিষ্ট আকর্ষণীয় উপকরণ ব্যবহার, শিশু কেন্দ্রিক পাঠদান, সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলী আয়োজন' ইত্যাদি সুপারিশ করা হয়।

(৩) এছাড়াও নেপ ২০টি সরকারিপ্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টি বিষয়ক কর্মশালা সম্পাদন করে। এত উক্ত ২০টি বিদ্যালয়ের ৫৪৬৪ জন শিক্ষার্থীকে বিনা মূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ও তাদের মাঝে প্রয়োজনীয় ঔষধ বিতরণ করা হয়।

৭। প্রাথমিক শিক্ষাসমাপনী পরীক্ষা ও যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্নপত্র প্রণয়ন

দেশের প্রাথমিক শিক্ষাক্রম যোগ্যতাভিত্তিক হলেও প্রশ্নপত্র বা মূল্যায়ন পদ্ধতি যোগ্যতাভিত্তিক নয়। যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্নপত্র প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ বর্তমান সরকারের একটি ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগ। ২০১২ সাল হতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় পর্যায়ক্রমে যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্নপত্র সংযোজন করা হবে এবং ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে সমুদয় প্রশ্ন যোগ্যতাভিত্তিক হবে। নেপ এ দায়িত্ব পালন করেছে এবং ইতোমধ্যে এ কার্যক্রম শুরু করেছে। সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য মন্ত্রণালয় অনুমোদিত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনার অধীনে ১২ জন টেস্ট আইটেম প্রণেতা, ৪২ জন টেস্ট এ্যাডমিনিস্টার এবং ১৬ জন উত্তরপত্র মূল্যায়নকারীর প্রশিক্ষণ প্রদানসহ নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছেঃ

(১) ২০০৯ সাল হতে দেশব্যাপী অভিন্ন প্রশ্নপত্রে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। উক্ত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র নেপ প্রণয়ন করে যাচ্ছে;
(২) টেস্ট এডমিনিস্ট্রেটরগণের জন্য টেস্ট এডমিনিস্ট্রেশন বিষয়ক ম্যানুয়েল প্রণয়ন এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
(৩) উত্তরপত্র মূল্যায়নকারীগণের জন্য প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল প্রণয়ন করা হয়েছে;
(৪) ১৭৫০ জন এইউইও-কে যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
(৫) নেপ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত মার্কিং স্কিম অনুসরণে ২০১২ সালে সারাদেশের পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হয়েছে;
(৬) দেশের সকল শিক্ষককে যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে ম্যানুয়েল প্রণয়ন করা হয়েছে;
(৭) বর্তমানে মাস্টার ট্রেনারদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৮। বাংলাদেশ সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সি-ইন-এড) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

বর্তমান সরকার সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে বদ্ধ পরিকর। এ লক্ষ্যে ২০১১ সালের মধ্যে শতভাগ ভর্তি নিশ্চিত করা এবং ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে ধরে রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ১৯৮২ সালে নেপ-এ বাংলাদেশ সি-ইন-এড বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বোর্ডের অধীনে সারা দেশে ৫৬টি সরকারি এবং ৩টি বেসরকারি প্রাইমারী টিচার্স ট্রেনিং ইন্সটিটিউট (পিটিআই) রয়েছে। সি-ইন-এড প্রশিক্ষণের আওতায় প্রাইমারী টিচার্স ট্রেনিং ইন্সটিটিউট (পিটিআই) এর মাধ্যমে নেপ শ্রেণীকক্ষে আনন্দদায়ক পাঠ উপস্থাপনের বিভিন্ন কলাকৌশল ও শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রেষণা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষককে বছরব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সি-ইন-এড প্রশিক্ষণে প্রণোদনা সৃষ্টি ও প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে তোলার লক্ষ্যে বোর্ড অব গভর্ণরস এর অনুমোদনক্রমে নেপ প্রথমবারের মত কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য সি-ইন-এড প্রশিক্ষণার্থীগণের মধ্যে পুরস্কার বিতরণের আয়োজন করে। সি-ইন-এড পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের চূড়ান্ত ফলাফলের ভিত্তিতে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। বর্তমানে প্রচলিত ১বছর মেয়াদি সি-ইন-এড কোর্স প্রায় এক দশক আগে (২০০২ সালে) পরিমার্জন করা হয়। সময় ও চাহিদার প্রেক্ষিতে এর পরিমার্জন অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশ সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সি-ইন-এড) বোর্ড-এর কর্মপরিধিঃ

(১) সি-ইন-এড ও ডিপিএড কোর্স এর একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনা ;
(২) পিটিআই-সমূহের মাধ্যমে বছরে ১ শিফটে প্রায় ১০ হাজার শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান (৩০ টি পিটিআই-এ ৪৯৪০ জনের সি-ইন-এড এবং ২৯ টি পিটিআই-এ ৪৯৮৬ জনকে ডিপিএড প্রশিক্ষণ চলমান);
(৩) প্রশিক্ষণ শেষে চূড়ান্ত পরীক্ষা গ্রহণ ও সার্টিফিকেট প্রদান;
(৪) মহাপরিচালক, নেপ পদাধিকার বলে বোর্ডের চেয়ারম্যান-এর দায়িত্ব পালন করেন।

সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সি-ইন-এড) প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যাঃ

(১) জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০১২ শিক্ষাবর্ষে সি-ইন-এড প্রশিক্ষণ কোর্সে ৬৭২৬ জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন;
(২) জুলাই ২০১১- জুন ২০১২ শিক্ষাবর্ষে সি-ইন-এড প্রশিক্ষণ কোর্সে ৭৭৬৫ জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন;
(৩) ১৯৮২-২০১১ পর্যন্ত ২৬৫,৩৫৪ জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা সি-ইন-এড প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন ;
(৪) বর্তমান সরকারের আমলে ৪৮৮৪৬ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে সি-ইন-এড প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৯। Diploma in Primary Education (DPEd) কার্যক্রম

২০১০ সালে প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের যুগান্তকারী পদক্ষেপ হচ্ছে প্রচলিত এক বছর মেয়াদী সি-ইন-এড প্রশিক্ষণের পরিবর্তে ১৮ মাস মেয়াদী Diploma in Primary Education প্রোগ্রাম অনুমোদন। ১৮ মাস মেয়াদের এ প্রশিক্ষণে এবং বিদ্যালয়-ভিত্তিক ৬ মাস (ইন্টার্নশিপ) এবং ৩টি পর্বে যথা- ১৪ সপ্তাহ, ১১ সপ্তাহ ও ১১ সপ্তাহ মেয়াদে এবং ১২ মাস ব্যাপী পিটিআই ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বর্তমান বিশ্বের আধুনিক শিখন-শেখানো পদ্ধতির আওতায় যুগোপযোগী এবং আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন কার্যক্রমকে বেগবান করার জন্য এ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৭টি কোর্সের উপর প্রশিক্ষানার্থী এবং প্রশিক্ষক এর পুস্তক (ড্রাফট) প্রণয়ন, মূদ্রণ এবং দেশের ৭টি বিভাগীয় পিটিআই (ময়মনসিংহ, সিলেট, চট্টগ্রাম, যশোর, রাজশাহী, রংপুর ও সাগরদী) এ প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত ৭টি পিটিআই এ ডিপিএড কোর্স এর পাইলটিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ লক্ষ্যে নেপ এর ২৪ জন অনুষদ সদস্যকে ডিপিএড কার্যক্রমের উপর ওরিয়েন্টেশন এবং বিভাগীয় ৭টি পিটিআই এর ১১২ জন ইন্সট্রাক্টরকে ৪টি ব্যাচে ৪০ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়াও উক্ত ৭টি বিভাগীয় জেলার সর্বমোট ৩৫ জন ইউআরসি ইন্সট্রাক্টরকেও ৪০ দিন ব্যাপী এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ডিপিএড এর পাইলটিং কার্যক্রমকে সুষ্টুভাবে সম্পাদনের জন্য উক্ত বিভাগসমূহের ৭ জন উপপরিচালক, ৭ জন পিটিআই সুপার, ৭জন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এবং ৭ জন উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে ৫ দিন ব্যাপী ওরিয়েন্টেশন এবং বিভাগীয় পিটিআইগুলোর ল্যাব স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও সহকারি শিক্ষকদের ৩০ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এতে ১৪টি ব্যাচে ২৮০ জন শিক্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। জুলাই, ২০১৩ হতে ২৯ টি পিটিআইতে ডিপিএড এবং ৩০ টি পিটিআইতে সি-ইন-এড প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। জুলাই, ২০১৪ হতে দেশের সকল পিটিআইতে ডিপিএড প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

১০। নেপ গবেষণা

প্রশিক্ষণ প্রদান ছাড়াও নেপ এর গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করা। ইতোপূর্বে নেপ এর নিজস্ব কোন গবেষণা নীতিমালা ছিলনা। সম্প্রতি বোর্ড অব গভর্ণরস (বিওজি) কর্তৃক অনুমোদিত গবেষণা নীতিমালার আলোকে নেপ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

অর্থবছর ২০১০-১১

ক্রমিক নং	প্রকাশনার ধরন	প্রকাশনার বিষয়	মন্তব্য
১.	কেস স্টাডি	দাকোপ প্র্যাক্টিস	
২.	কেস স্টাডি	শিবরাম আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	
৩.	গবেষণা	প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা: উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ	

অর্থবছর ২০১১-১২

ক্রমিক নং	প্রকাশনার ধরন	প্রকাশনার বিষয়	মন্তব্য
১.	গবেষণা	মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে সি-ইন-এড সমাপ্তকারী শিক্ষকগণের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগের মাত্রা নিরূপণ	
২.	গবেষণা	নেপ ও আই ই ডি-ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে'সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক অবস্থা	

অর্থবছর ২০১২-১৩

ক্রমিক নং	প্রকাশনার ধরন	প্রকাশনার বিষয়	মন্তব্য
১.	গবেষণা	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগের উপযোগিতা যাচাই (চলমান)।	
২.	গবেষণা	ডিপিএড কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা যাচাই	

১১। ২০০৯-২০১০ হতে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে নেপ এ অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ কাল	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা		মোট
		রাজস্ব	উন্নয়ন	
১.	২০০৯-১০	১৪৬৭	৭৪১	২২০৮
২.	২০১০-১১	৬১৭	৬৮৯	১৩০৬
৩.	২০১১-১২	২২৭	৫৫৯	৭৮৬
৪.	২০১২-১৩	২৩৪	১৫৭৭	১৮১১
৫.	২০১৩-১৪	৩৮৮	৬৭৬	১০৬৪
সর্বমোট		২৯৩৩	৪২৪২	৭১৭৫

১১.১ নেপ কর্তৃক পরিচালিত এবং পিটিআই এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত সিইনএড প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নং	১ম শিফট (জুলাই-জুন)					২য় শিফট (জানুয়ারি-ডিসেম্বর)					মন্তব্য
	শিক্ষাবর্ষ	ভর্তিকৃত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ কারীর সংখ্যা	উত্তীর্ণ প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	পাশের শতকরা হার	শিক্ষাবর্ষ	ভর্তিকৃত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্য	চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ কারীর সংখ্যা	উত্তীর্ণ প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	পাশের শতকরা হার	
১.	২০০৯-১০	১০১৪৭	১০০৬১	৯৭৫১	৯৬.৯২	২০১০	৭৬৮০	৭৮৩৪	৭৩৫৪	৯৩.৮৭	
২.	২০১০-১১	১০৪০৬	১০৭৭০	১০২৪৯	৯৫.১৬	২০১১	৯৬৮৯	১০০০৬	৯৬৬৪	৯৬.৫৮	
৩.	২০১১-১২	৭৫৮২	৭৭৬৫	৭৩৩৫	৯৪.৪৬	২০১২	৬৭২৬	৬৭৭১	৬৩৭২	৯৪.১১	
৪.	২০১২-১৩	৬৮০৯	৭০১০	৬৬৮৩	৯৫.৩৩	২০১৩	দ্বিতীয় শিফট স্থগিত				
৫.	২০১৩-১৪	৪৯৪০	জুন ২০১৪ এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে								
মোট		৩৯৯৮৪		৩৪০১৮				২৪০৯৫	২৩৩৯০		

১১.২ নেপ কর্তৃক পরিচালিত এবং পিটিআই এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত সিইনএড প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নং	শিক্ষাবর্ষ	ভর্তিকৃত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	পাশের হার	মন্তব্য
১.	জুলাই ২০১২	১২৮০	১২৭২	৩১	৭টি পিটিআইতে প্রশিক্ষণ চলমান
২.	জুলাই ২০১২	৪৯৮৬			২৯টি পিটিআইতে প্রশিক্ষণ চলমান
মোট		৬২৬৬			

১১.৩ ২০০৯-১০ হতে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে সফলভাবে সিইনএড ও ডিপিএড প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণকাল	প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারীর সংখ্যা	মন্তব্য
১.	২০০৯-১০ হতে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে সফলভাবে সিইনএড প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী	৫৭৪০৮	
২.	২০১২-১৩ অর্থ বছরে সফলভাবে ডিপিএড প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী	১২৭২	
মোট		৫৮৬৮০	

১১.৪ ২০০৯-১০ অর্থবছরে রাজস্ব খাতে পরিচালিত প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের নাম	ব্যাচ	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীগণের পদবি
১.	কার্যকরী পিটিআই ব্যবস্থাপনা	০২	৫১	পিটিআই সুপার
২.	বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ (ইংরেজি)	০২	৪০	পিটিআই ইন্সট্রাক্টর

৩.	বিভাগীয় মামলা পরিচালনা ও নথি ব্যবস্থাপনা	০৩	৬৮	উপজেলা শিক্ষা অফিসার
৪.	মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে উদ্বুদ্ধকরণ	২০	৯৬৮	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর
৫.	বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ইমপ্যাক্ট স্ট্যাডি বিষয়ক কর্মশালা	০১	১৮	আইআআর, ডিপিই ও নেপ
৬.	কার্যকরীভাবে পিটিআই পাঠাগার ব্যবহার বিষয়ক	০২	৩৯	পিটিআই সহকারি
৭.	কার্যকর পিটিআই ব্যবস্থাপনা	০২	৫১	পিটিআই সুপার
৮.	শিখন শেখানো ব্যবস্থাপনা	০২	৪৭	সহকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসার
৯.	আইসিটি প্রশিক্ষণ	০২	৩১	পিটিআই সুপার
১০.	বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা এবং দক্ষতা উন্নয়ন	০৩	১১৭	প্রধান শিক্ষক
১১.	গবেষণা কর্মশালা	০১	৩৭	ডিপিই, এনসিটিবি ও নেপ
	মোট		**১৪৬৭**	

১১.৫ ২০০৯-১০ অর্থবছরে উন্নয়ন খাতে পরিচালিত প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নং	**প্রশিক্ষণের নাম**	**ব্যাচ**	**অংশগ্রহণ কারীর সংখ্যা**	**প্রশিক্ষণার্থীগণের পদবি**
১.	ইউআরসি ইন্সট্রাক্টরগণের মৌলিক প্রশিক্ষণ	৫	১১৮	ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর
২.	প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন বিষয়ক কর্মশালা	১	৩৭	
৩.	পিটিআই সংযুক্ত পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ	৯	১৮০	পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক
৪.	একাডেমিক সুপারভিশন প্রশিক্ষণ	১	১৬	এইউইও
৫.	সহকারি ইউআরসি ইন্সট্রাকটরগণের মৌলিক প্রশিক্ষণ	১	২৫	সহকারি ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর
৬.	সহকারি উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারগণের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	৪	৬৫	এইউইও
৭.	নবনিযুক্ত পিটিআই ইন্সট্রাক্টরগণের প্রশিক্ষণ	২	৩০	পিটিআই ইন্সট্রাক্টর
৮.	পিটিআই ইন্সট্রাক্টর পদে সংযুক্ত শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ	২	২৮	পিটিআই সংযুক্ত শিক্ষক
৯.	উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন	৩	৪১	উপজেলা শিক্ষা অফিসার
১০.	সহকারি উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারগণের একাডিমিক সুপারভিশন		৪৭	সহকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসার
১১.	নবনিযুক্ত সহকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণের একাডেমিক সুপারভিশন	৭	১৫৪	সহকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসার
	মোট		**৭৪১**	

১১.৬ ২০১০-১১ অর্থবছরে রাজস্ব খাতে পরিচালিত প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নং	**প্রশিক্ষণের নাম**	**ব্যাচ**	**অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা**	**প্রশিক্ষণার্থীগণের পদবি**
১.	অফিস ব্যবস্থাপনা	২	৫৪	পিটিআই সুপার
২.	আইসিটি প্রশিক্ষণ	৩	৫৭	পিটিআই ইন্সট্রাক্টর
৩.	প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কাঠামো	১	৩৯	ডিপিই, মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা
৪.	অফিস ব্যবস্থপনা বিষযক প্রশিক্ষণ	২	৫০	ডিপিইও
৫.	পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন ও আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২	৫০	এডিপিইও
৬.	রেইনফোরসিং সি-ইন-এড ইংলিস থ্রো ইফেকটিভ ইউজ	২	৫০	পিটিআই ইন্সট্রাক্টর
৭.	বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ	৩	৮৪	এইউইও
৮.	অফিস ব্যবস্থাপনা ও আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১	২৮	পিটিআই সহকারী সুপার
৯.	অফিস ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ	২	৫০	ইউইও
১০.	মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ	১	২৭	ডিডি,ডিপিইও, পিটিআই
১১.	মাইন্ড সেট পরিবর্তন ও মর্কপরিবেশ উন্নয়ন	৩	৫৬	নেপ অনুষদ
১২.	উপজেলা শিক্ষা অফিসাগণের অফিস ব্যবস্থাপনা	১	২৫	উপজেলা শিক্ষা অফিসার
১৩.	প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে সচেতনতা সৃষ্টি বিষয়ক	১	৪৭	উপজেলা শিক্ষা অফিসার
	মোট		**৬১৭**	

১১.৭ ২০১০-১১ অর্থবছরে উন্নয়ন খাতে পরিচালিত প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের নাম	ব্যাচ	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীগণের পদবি
১.	নবনিযুক্ত সহকারী উপজেলা/ থানা শিক্ষা অফিসাগণের	২১	৪৪৫	
২.	ওরিয়েন্টেশন ওয়ার্কশপ (ডিপিএড)	৩	৮০	
৩.	টেস্ট আইটেম ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক কর্মশালা	১	৩২	
৪.	যোগ্যতাভিত্তিক টেস্ট আইটেম এ্যডমিনিস্ট্রেটরগণের ওরিয়েন্টেশন	৩	১৩২	
	মোট		**৬৮৯**	

১১.৮ ২০১১-১২ অর্থবছরে রাজস্ব খাতে পরিচালিত প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নং	**প্রশিক্ষণের নাম**	**ব্যাচ**	**অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা**	**প্রশিক্ষণার্থীগণের পদবি**
১.	গবেষণা সেমিনার	১	৪২	
২.	টিচিং লার্নিং স্টটিজিজ এবং এ্যকশন	২	৫৪	পিটিআই সুপার
৩.	পিটিআই ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার	৩	১১২	অফিস সহকারী
৪.	বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ	৪	১৬০	প্রাথমিক শিক্ষ বিভাগীয়
৫.	বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ	৩	৮৮	সহকারী উপজেলা শিক্ষা
৬.	অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক	২	৮০	ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর
৭.	পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন	১	২৩	এডিপিইও
	মোট		**৫৫৯**	

১১.৯ ২০১১-১২ অর্থবছরে উন্নয়ন খাতে পরিচালিত প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের নাম	ব্যাচ	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীগণের ধরণ/ পদবী
১.	প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ২০১১ এর প্রশ্নপত্র কাঠামো পর্যালোচনা শীর্ষক কর্মশালা	৩	১০০	এইউইও
২.	প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা উত্তরপত্র মূল্যায়ণ শীর্ষক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ	১	২২	এইউইও
৩.	যোগ্যতাভিত্তিক অভীক্ষাপদ দ্বিতীয় পাইলটিং পরবর্তি উত্তরপত্র মূল্যায়ণ	১	৩২	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক
৪.	ডিপিএড মাস্টার ট্রেইনারদের ট্রেইনিং	১	২৯	নেপ অনুষদ ও পিটিআই ইন্সট্রাক্টর
৫.	পিটিআই ইন্সট্রাক্টরগণের ডিপিএড প্রশিক্ষণ	২	৩৭	পিটিআই ইন্সট্রাক্টর
৬.	মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাগণের ডিপিএড	১	৭	পিটিআই সুপার
	মোট		**২২৭**	

১১.১০ ২০১২-১৩ অর্থবছরে রাজস্ব খাতে পরিচালিত প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নং	**প্রশিক্ষণের নাম**	**ব্যাচ**	**অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা**	**প্রশিক্ষণার্থীগণের পদবি**
১	গবেষণা সেমিনার	১	৪০	প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগীয় কর্মকর্তা
২	বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি এবং পিটিআই	২	৫৩	পিটিআই সুপার
৩	বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ	২	৮০	প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগীয় কর্মকর্তা
৪	প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা সংক্রান্ত	৩	৬১	প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগীয় কর্মকর্তা
	মোট		**২৩৪**	

১১.১১ ২০১২-১৩ অর্থবছরে উন্নয়ন খাতে পরিচালিত প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের নাম	ব্যাচ	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীগণের পদবি
১.	যোগ্যতাভিত্তিক অভিক্ষা পদ প্রণয়ন শীর্ষক প্রশিক্ষণ	২০	৯৭৯	এইউইও
২.	টেস্ট আইটেম এ্যডমিনিস্ট্রেটরগণের ওয়ারিন্টেশন	১	৪১	
৩.	ডিপিএড মাস্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণ	২	৭২	পিটিআই ইন্সট্রাক্টর ও নেপ অনুষদবর্গ
৪.	ডিপিএড প্রোগ্রামের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ	২	৫০	পিটিআই ইন্সট্রাক্টর
৫.	ডিপিএড ওরিয়েন্টেশন কোর্স	২	৬৮	পিটিআই ইন্সট্রাক্টর
৬.	পাইলটেড টেস্ট আইটেম মার্কিং ট্রেইনিং	২	৩৩	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক
৭.	মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ডিপিএড ওরিয়েন্টেশন কোর্স	৩	১১৯	ডিডি,সুপার, সহ-সুপার, এডিপিইও ইউইও
৮.	যোগ্যতাভিত্তিক অভীক্ষাপদ প্রণয়ন শীর্ষক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ	৪	১০০	ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর, এইউইও
৯.	নবনিযুক্ত সহকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণের প্রারম্ভিক প্রশিক্ষণ	৪	১১৫	এইউইও
	মোট		**১৫৭৭**	

১১.১২ ২০১৩-১৪ অর্থবছরে রাজস্ব খাতে পরিচালিত প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের নাম	ব্যাচ	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীগণের পদবি
১.	ইউআরসি ইন্সট্রাক্টরগণের ওরিয়েন্টেশন	২	৭৭	ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর
২.	বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি পিটিআই	১	৫৯	পিটিআই সুপার
৩.	বিষয়ভিত্তিক (ইংরেজি) প্রশিক্ষণ	১	২৯	পিটিআই ইন্সট্রাক্টর
৪.	সুশাসন ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা	২	৬৩	ডিপিইও
৫.	অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক	২	৬১	ইউইও
৬.	মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা ও মাঠ প্রশাসন	১	৬৪	এডিপিইও
৭.	পিটিআই ব্যবস্থাপনা	১	৩৫	সহকারি সুপার
	মোট		৩৮৮	

১১.১৩ ২০১৩-১৪ অর্থবছরে উন্নয়ন খাতে পরিচালিত প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের নাম	ব্যাচ	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীগণের পদবি
১.	প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ২০১৩ এর উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য মার্কারদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত মাস্টার ট্রেইনার ট্রেইনিং	১৩	৩৯৬	ইন্সট্রাক্টর, সহকারি ইন্সট্রাক্টর ও এইউইও
২.	ডিপিএড বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়	১	২৫	পিটিআই ইন্সট্রাক্টর
৩.	ডিপিএড বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ পেশগত শিক্ষা	১	২৫	পিটিআই ইন্সট্রাক্টর
৪.	ডিপিএড এর পরিমার্জিত মূল্যায়ন বিষযক কর্মশালা	১	৩৫	নেপ অনুষদ
৫.	ডিপিএড এর মূল্যায়ন প্রক্রিয়া বিষযক প্রশিক্ষণ	৫	১৪৪	পিটিআই ইন্সট্রাক্টর
৬.	শিখবে প্রতিটি শিশু বিষয়ক মাস্টার ট্রেইনারগণের প্রশিক্ষণ		২৬	নেপ অনুষদ ও পিটিআই ইন্সট্রাক্টর
৭.	ডিপিএড বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা (বাংলা, ইংরেজি, এক্সপ্রেসিভ আর্ট)		২৫	পিটিআই ইন্সট্রাক্টর
	মোট		**৬৭৬**	

১১.১৪ জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ (উন্নয়ন)

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	ব্যাচ নং	সংখ্যা
১.	ডিপিএড প্রোগ্রামের মাস্টার ট্রেইনারদের প্রশিক্ষণ	১৬ জানুয়ারি হতে ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩	১ম ব্যাচ	৩৬ জন
২.	ডিপিএড প্রোগ্রামের মাস্টার ট্রেইনারদের প্রশিক্ষণ	১৬ জানুয়ারি হতে ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩	২য় ব্যাচ	৩৬ জন
৩.	ডিপিএড প্রোগ্রামের বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা	২৮ জানুয়ারি ২০১৩	১ম ব্যাচ	২২ জন
৪.	ডিপিএড প্রোগ্রামের বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা	৩০ জানুয়ারি ২০১৩	২য় ব্যাচ	২৮ জন
৫.	ডিপিএড প্রোগ্রামের আওতায় পিটিআই ইন্সট্রাক্টরগণের প্রশিক্ষণ	১৬ ফেব্রুয়ারি হতে ১৮ মার্চ ২০১৩	১ম ব্যাচ	৩৪ জন
৬.	ডিপিএড প্রোগ্রামের আওতায় পিটিআই ইন্সট্রাক্টরগণের প্রশিক্ষণ	১৬ ফেব্রুয়ারি হতে ১৮ মার্চ ২০১৩	২য় ব্যাচ	৩৪ জন
৭.	Markers Training and Marking the Piloted Items	২৫ ফেব্রুয়ারি হতে ০৩ মার্চ ২০১৩		১৭ জন
৮.	ডিপিএড প্রোগ্রামের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের জন্য ওরিয়েন্টেশন	০২-০৩ মার্চ ২০১৩	১ম ব্যাচ	৪০ জন
৯.	ডিপিএড প্রোগ্রামের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের জন্য ওরিয়েন্টেশন	০৮-০৯ মার্চ ২০১৩	২য় ব্যাচ	৩৯ জন
১০.	ডিপিএড প্রোগ্রামের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের জন্য ওরিয়েন্টেশন	১৫-১৬ মার্চ ২০১৩	৩য় ব্যাচ	৪০ জন
১১.	TOT on Competency based Item to Trainer	১৮-২৩ মে ২০১৩	১ম-২য়	৫০ জন
১২.	TOT on Competency based Item to Trainer	২৫-৩০ মে ২০১৩	৩য় ব্যাচ	২৫ জন
১৩.	নবনিযুক্ত উপজেলা শিক্ষা অফিসার/সহকারিউপজেলা শিক্ষা অফিসারগণের জন্য প্রারম্ভিক প্রশিক্ষণ	২৫ মে হতে ২৩ জুলাই ২০১৩	১ম ব্যাচ	৩০ জন
১৪.	নবনিযুক্ত উপজেলা শিক্ষা অফিসার/সহকারিউপজেলা শিক্ষা অফিসারগণের জন্য প্রারম্ভিক প্রশিক্ষণ	২৬ মে হতে ২৪ জুলাই ২০১৩	২য় ব্যাচ	৩০ জন
১৫.	নবনিযুক্ত উপজেলা শিক্ষা অফিসার/সহকারিউপজেলা শিক্ষা অফিসারগণের জন্য প্রারম্ভিক প্রশিক্ষণ	২৭ মে হতে ২৫ জুলাই ২০১৩	৩য় ব্যাচ	৩০ জন
১৬.	Orientation Training for test conductor how to administer test Item	৩১ মে ২০১৩		২৫ জন
১৭.	TOT on Competency based Item to Trainer	২৭ মে হতে ২৫ জুলাই ২০১৩	৪র্থ ব্যাচ	২৫ জন
১৮.	জুন ২০১৩ এর পাইলটকৃত উত্তরপত্র মূল্যায়ন করার জন্য মূল্যয়নকারীদের মনোনয়ন	২২-২৭ জুলাই ২০১৩		১৬ জন
১৯.	প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ২০১৩ এর উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য মার্কারদের প্রশিক্ষণ প্রদান উপলক্ষে মাস্টার ট্রেইনারদের প্রশিক্ষণ	০৫-১০ অক্টোবর ২০১৩	১ম-৪র্থ	১১৯ জন
২০.	প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ২০১৩ এর উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য মার্কারদের প্রশিক্ষণ প্রদান উপলক্ষে মাস্টার ট্রেইনারদের প্রশিক্ষণ	২০-২৫ অক্টোবর ২০১৩	৫ম-৮ম	১১৯ জন
২১.	প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ২০১৩ এর উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য মার্কারদের প্রশিক্ষণ প্রদান উপলক্ষে মাস্টার ট্রেইনারদের প্রশিক্ষণ	২১-২৬ অক্টোবর ২০১৩	৯ম-দ্বাদশ	১১৯ জন
মোট				৯১৪ জন

জানুয়ারি থেকে অক্টোবর ২০১৩ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ (রাজস্ব)

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	ব্যাচ নং	সংখ্যা
১.	নবযোগদানকৃত পিটিআই ইন্সট্রাক্টরদের ওরিয়েন্টটেশন	৩-৮ এপ্রিল ২০১৩	১ম ব্যাচ	৩৩ জন
২.	নবযোগদানকৃত পিটিআই ইন্সট্রাক্টরদের ওরিয়েন্টটেশন	৩-৮ এপ্রিল ২০১৩	২য় ব্যাচ	৪৪ জন
৩.	প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ	২৮ জানুয়ারি ২০১৩	১ম ব্যাচ	৪০ জন
৪.	পিটিআই সুপারিনটেনডেন্টগণের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও পিটিআই ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৬-৮ জুলাই ২০১৩	১ম ব্যাচ	৩০ জন
৫.	পিটিআই সুপারিনটেনডেন্টগণের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও পিটিআই ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৬-৮ জুলাই ২০১৩	২য় ব্যাচ	২৯ জন
৬.	Subject based Training Course (English) For PTI Instructors	১৮-২৭ জুলাই ২০১৩		২৯ জন
৭.	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারগণের জন্য সুশাসন ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	২৫-২৭ জুলাই ২০১৩	১ম	৩৪ জন
৮.	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারগণের জন্য সুশাসন ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	৩-৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩	২য় ব্যাচ	২৯ জন
৯.	অফিস ব্যবস্থা বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য পদোন্নতিপ্রাপ্ত ইউইগণের প্রশিক্ষণ কোর্স	৯-১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩	১ম ব্যাচ	৩১ জন
১০.	অফিস ব্যবস্থা বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য পদোন্নতিপ্রাপ্ত ইউইগণের প্রশিক্ষণ কোর্স	৯-১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩	২য় ব্যাচ	৩০ জন
১১.	এডিপিইওগণের জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা এবং মাঠ প্রশাসন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৫-১৯সেপ্টেম্বর ২০১৩	১ম ব্যাচ	৩২ জন
১২.	এডিপিইওগণের জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা এবং মাঠ প্রশাসন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৫-১৯সেপ্টেম্বর ২০১৩	২য় ব্যাচ	৩২ জন
১৩.	সহকারি সুপারিনটেনডেন্টগণের পিটিআই ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২২-২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৩		৩৫ জন
১৪.	প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ২০১৩ সংক্রান্ত গোপনীয় কার্যক্রম	২৯ সেপ্টেম্বর হতে ৩ অক্টোবর ২০১৩		৩৬ জন
১৫.	প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ২০১৩ সংক্রান্ত গোপনীয় কার্যক্রম	০২-০৩ অক্টোবর ২০১৩		১৮ জন
১৬.	প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ২০১৩ সংক্রান্ত গোপনীয় কার্যক্রম	০৬-০৭ অক্টোবর ২০১৩		৭জন
			মোট	৪৮৯ জন

১১। নেপ প্রকাশনা

২০০৮-০৯ অর্থ বছরে নেপ এবং প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক শিক্ষার মান্নোয়নে নানামুখী কর্মকাণ্ডের সচিত্র সংবাদ সংবলিত ২টি 'নেপ বার্তা' প্রাথমিক শিক্ষাবিদদের গবেষণা এবং বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে ১টি প্রাথমিক শিক্ষা জার্নাল প্রকাশ করা হয়েছে। নেপ এর রুটিন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রতি অর্থবছরে ২টি 'নেপ বার্তা' এবং ১টি 'প্রাথমিক শিক্ষা জার্নাল' প্রকাশ করা হয়।

সমাপ্ত ও বাস্তবায়নাধীন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন মন্ত্রণালয় (Development Ministry)। এ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মূল উদ্দেশ্য সর্বজনীন ও গুণগত মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান। এ লক্ষ্য অর্জনে এ মন্ত্রণালয়ের অধিদপ্তরসমূহের মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডঃ

সর্বজনীন ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রশিক্ষিত শিক্ষক সৃষ্টিসহ শিক্ষাসহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ৭টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। তাছাড়া, দারিদ্রপীড়িত অঞ্চলের শিশুদের স্কুলে শতভাগ ভর্তি নিশ্চিতসহ প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সম্পন্নের লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা খাতের আওতায় ৬টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

১.০০ তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (পিইডিপি-৩):

প্রাথমিক শিক্ষায় কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিচ্ছিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের পরিবর্তে Sub-Sector wide approach কর্মসূচি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় পিইডিপি-১ এবং পিইডিপি-২ শীর্ষক দুটি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। এ সকল কর্মসূচির সাফল্য ও ব্যর্থতা পর্যালোচনাপূর্বক ৯টি উন্নয়ন সহযোগীর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় আরও বড় পরিসরে এবং আরও বৃহৎ বিনিয়োগে পিইডিপি-৩ গ্রহণ করা হয় এবং ২০১২-১৩ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত থাকে।

১.০১ কর্মসূচির প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ২২,১৯৬.৬৫ কোটি টাকা।

১.০২ কর্মসূচির মেয়াদ ঃ জুলাই ২০১১ থেকে জুন ২০১৬।

১.০৩ অর্থায়নের উৎস ঃ মোট ২২১৯৬৬৫.০০ লক্ষ টাকা; বাংলাদেশ সরকার ১৮৮০৮৬৫.০০ লক্ষ টাকা; প্রকল্প সাহায্য ৩৩৮৮০০.০০ লক্ষ টাকা, দাতা সংস্থাঃ (এডিবি, ডিএফাইডি, আইডিএ, ইসি, সুইডিশ সিডা, কানাডিয়ান সিডা, ইউনিসেফ, জাইকা, অস্ট্রেলিয়া)।

১.০৪ কর্মসূচির এলাকা ঃ সমগ্র বাংলাদেশ।

১.০৫ কর্মসূচির অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ক্রমপুঞ্জিভুত ব্যয় ((লক্ষ টাকায়))ঃ

অর্থ বছর	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	-	-	-	১৫৩৮১.০০	১৫৬০০০.০০
ব্যয়ের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)					১৫২৯৮১.৭৫
ব্যয়ের শতকরা হার					৯৮.০৭%
ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)					১৬৭৭৩১.৬৩

১.০৬ কর্মসূচির উদ্দেশ্যাবলীঃ

প্রাক-প্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলাদেশের সকল শিশুর জন্য কার্যকরী ও যুগোপযুক্ত শিশু-বান্ধব শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে একটি দক্ষ, একীভুত এবং সমতাভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

১.০৭ বাংলাদেশের সকল শিশুর জন্য মানসম্মত শিক্ষা অঙ্গসমূহ (Component)

১.০৮ সামগ্রিক লক্ষ্যঃ দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপোযোগী শিক্ষার্থীদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ।

১.০৯ বাস্তবায়ন কৌশলঃ সফলভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য পিইডিপি-৩ এর কার্যক্রমগুলোকে ৪টি কম্পোনেন্ট ও ২৯টি সাব-কম্পোনেন্ট-এ বিভক্ত করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কম্পোনেন্ট গুলো হচ্ছে:

অঙ্গ ১: শিখন ও শিক্ষণ

অঙ্গ ২: অংশগ্রহণ ও বৈষম্য

অঙ্গ ৩: বিকেন্দ্রীকরণ ও কার্যকারিতা

অঙ্গ ৪: সেক্টর/প্রোগ্রাম পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা।

১.১০ কর্মসূচির সার্বিক কার্যক্রমঃ

(১) শিক্ষানীতি-২০১০ অনুযায়ী ৫+ বয়সী শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলন। এ জন্য শিশুদের উপযোগী খেলাধুলা সামগ্রী, প্রাক-প্রাথমিক কারিকুলাম ও পাঠ্য বই সরবরাহ করা হচ্ছে;

(২) Over crowded বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষ ও শিক্ষার্থী অনুপাত ১:৫৬ এ নামিয়ে আনার লক্ষ্যে চাহিদা ভিত্তিক ৩১,৬৮৫টি শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ;

(৩) সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্যালয় ভবন অপসারণপূর্বক ২,৭০৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ;

(৪) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পুরুষ ও মহিলা শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রীদের জন্য চাহিদভিত্তিক ১,২৮,৯৫৫টি টয়লেট ও ইউরেণাল নির্মাণ;

(৫) শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের নিরাপদ পানি সংস্থানের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩৯,৩০০টি নলকূপ স্থাপন;

(৬) চাহিদার ভিত্তিতে ১১,৬০০টি শ্রেণীকক্ষে বড় ধরনের মেরামত;

(৭) পিটিআই, উপজেলা শিক্ষা অফিস ও ইউআরসিসহ মোট ৬৫২টি অফিসে চাহিদা ভিত্তিক মেরামত;

(৮) বর্তমান কারিকুলাম সংশোধনপূর্বক যুগোপযোগী কারিক্যুলাম প্রণয়ন করে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বই বিতরণ করা হবে;

(৯) দক্ষ শিক্ষক সৃষ্টির লক্ষ্যে সি-ইন-এড এর পরিবর্তে ১৮ মাস মেয়াদের ডিপ্-ইন-এড্ চালু;

(১০) উন্নয়ন বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে বিদ্যালয় ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং উপজেলা পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ;

(১১) শিক্ষকসহ সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ;

(১২) পর্যায়ক্রমে দেশের প্রতিটি বিদ্যালয়ে Digital Content ভিত্তিক শ্রেণি পাঠদান পরিচালনা;

(১৩) আইসিটি অবকাঠামো তৈরীর লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কম্পিউটার প্রদান করা হবে;

(১৪) দূর্যোগকালীন সময়ে শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ;

(১৫) ১৭,৬৬১টি টয়লেট মেরামত;

(১৬) ৫০৩টি উপজেলা শিক্ষা অফিস, ৬৪টি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, ৫৫টি পিটিআই, ৭টি বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ভবন এবং জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) ভবন সম্প্রসারণ;

(১৭) ১৪টি নতুন ইউআরসি নির্মাণ।

১.১১ ২০১২-১৩ অর্থ বছরে পিইডিপি-৩ এর আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমঃ

পিইডিপি-৩ এর আওতায় ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের ১৫৬০০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ১৫২৯৮১.৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ ৯৮.০৭% ব্যয় হয়েছে। ইতোমধ্যে যে সকল উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

১.১১.১ ভৌত অবকাঠামো নির্মাণঃ

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	প্রাপ্ত বরাদ্দ(লক্ষ টাকায়)	ব্যয়(লক্ষ টাকায়)	ভৌত অগ্রগতি
১.	নলকূপ স্থাপন	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০	৯৮২৪টি
২.	ওয়াশ ব্লক	৩০০০.০০	৩০০০.০০	২৪৩৮ টি
৩.	প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ	৪০০৩৮.১১	৪০০৩৮.১১	৩৫৮ টি
৪.	অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ	৬৭৯৪৯.৩১	৬৭৯৪৯.৩১	৩৩১৪ টি
৫.	বড় ধরনের মেরামত	৩২৯৩.৫২	৩২৯৩.৫২	২৮৯ টি

১.১১.২ Decentralized School management and Governance:

বিদ্যালয় উন্নয়ন পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা আরো বিকেন্দ্রীভূত করার লক্ষ্যে তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩) এর আওতায় বিদ্যালয় ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (School Level Improvement Plan) এবং উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা (UPEP) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিদ্যালয় পরিকল্পনার মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক সম্পর্ক উন্নয়ন এবং স্থানীয় জনগণকে বিদ্যালয়ের সকল কর্মকান্ডে স্থানীয় জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ এ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়েছে। ফলত: বিদ্যালয়ের প্রতি জনগণের মালিকানাবোধ জাগ্রত হওয়ার ক্ষেত্রে অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে।

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	২০১২ - ২০১৩ অর্থ বছর (লক্ষ টাকায়)		
		বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি
১.	স্লিপ ষ্টেকহোল্ডার প্রশিক্ষণ	১৪০.০০	১৩৯.৮২	৩১,৫০০ জন
২.	স্লিপ গ্রান্ট	১০০০০.০০	৯৬০০.০০	২৮২ উপজেলার ৩২ হাজার বিদ্যালয়ে প্রতিটিতে ৩০ হাজার ছাড় করা হয়েছে।

১.১১.৩ শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণঃ

শিক্ষক শিক্ষার্থী অনুপাত হ্রাস করে মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ২০১২-১৩ অর্থবছরে নতুন শিক্ষক নিয়োগ ও বিদ্যমান শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	২০১২ - ২০১৩ অর্থ বছর (লক্ষ টাকায়)		মন্তব্য
		বরাদ্দ	ব্যয়	
১.	**প্রশিক্ষণ**	১৬৩১৩.১৭	১২৪৪৭.৫৫	(১) ১২৮০৪ জন শিক্ষককে সি-ইন-এড এবং ১২৯৫ ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন প্রশিক্ষণ প্রদান। (২) ১১,৪৯৮ জন শিক্ষককে সাব-ক্লাস্টার, ২০০ জন কর্মকর্তা ও ৩১২০ জন শিক্ষককে আইসিটি ইন এডুকেশন ট্রেনিং প্রদান করা হয়েছে। (৩) গণিতে ২১৬০জন প্রশিক্ষকের প্রশিক্ষণ, ১১০ শিক্ষকের মাস্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণ এবং ১০০০ জন শিক্ষকের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। (৪) লিডারশীপ বিষয়ে ৯৭৫জন প্রশিক্ষক ৪৫০ জন প্রধান শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে; (৫) ৭৪৫০ জন শিক্ষককে ইনডাকশন ট্রেনিং, ৬৪ জনকে মিউজিক ইন অপারেশন, ৪২০ জন শিক্ষককে পিয়োনো, ৫৮০ জন শিক্ষককে শিখবে প্রতিটি শিশু বিষয়ে এবং ৬৭৮০ জন শিক্ষককে সুস্বাস্থ্যে সুশিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
২.	**শিক্ষক নিয়োগ**			১২,৭০১ জন সহকারি শিক্ষক নিয়োগ প্রাদন করা হয়েছে।

১.১১.৪ বিনামূল্যে বই বিতরণঃ

পিইডিপি-৩ এর অন্যতম কার্যক্রম বিনামূল্যে বই বিতরণ। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রতিবছর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শিশুদের মধ্যে বিনামূল্যে বই বিতরণ করা হয়। লেখাপড়ায় শিশুদের মনোযোগ আকর্ষণের সাদা-কালো বইয়ের পরিবর্তে রঙিন বই সরবরাহ করা হচ্ছে। এতে শিশুদের লেখা পড়ার প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	২০১২ - ২০১৩ অর্থ বছর (লক্ষ টাকায়)			মন্তব্য
		বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি	
১।	**বই বিতরণ**	৩৪২০৫.১১	৩০৯৭৭.০০	-	২০০৩১৪১২ জন স্কুল ছাত্র-ছাত্রীর মাঝে বই বিতরণ করা হয়েছে।

১.১১.৫ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমঃ

আনন্দঘন পরিবেশে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এবং সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এ কর্মসূচির আওতায় ইউনিয়ন পর্যায় হতে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত ছাত্র ও ছাত্রীর জন্য ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে এ কার্যক্রমে আওতায় নিম্নোক্ত বরাদ্দ প্রদান ও ব্যয় করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	২০১২ - ২০১৩ অর্থ বছর (লক্ষ টাকায়)		
		বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি
১.	বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট	২২০.০০	২১৯.০০	
২.	বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট	২২০.০০	২১৮.০০	

২.০০ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প:

প্রাথমিক শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে ২০১১ সালের মধ্যে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধিকরণ, উপস্থিতির হার বৃদ্ধি, ঝরে পড়ার প্রবনতা রোধকরণ ও প্রাথমিক শিক্ষার হার সমাপ্তিকরণে উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

২.০১ কর্মসূচির প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ৫৬৮৭.২৬ কোটি টাকা।

২.০২ কর্মসূচির মেয়াদ ঃ জুলাই ২০০৮ হতে জুন ২০১৫।

২.০৩ অর্থায়নের উৎস ঃ সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকার

২.০৪ কর্মসূচির এলাকা ঃ সমগ্র বাংলাদেশ (সিটি কর্পোরেশন এবং মিউনিসিপেলিটি ব্যতীত), এবং ৮৭টি শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট বিদ্যালয়।।

২.০৫ সামগ্রিক লক্ষ্য ঃ শিশুদের ভর্তির হার ও ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতির হার সহ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির হার বৃদ্ধি।

২.০৬ প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ঃ বিদ্যালয়গামী ৭৮.২৮ লক্ষ দারিদ্র শিশুদের উপবৃত্তি প্রদান।

২.০৭ প্রকল্পের উদ্দেশ্যাবলীঃ

(১) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী দরিদ্র পরিবারের শিশুদের ভর্তির হার ও ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতির হার বৃদ্ধি;

(২) ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়া রোধকরণ এবং প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির হার বৃদ্ধি;

(৩) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গমনোপযোগী শিশুদের দারিদ্র হ্রাস এবং

(৪) প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধিকরণ।

২.০৮ ২০১২-১৩ অর্থবছরে কর্মসূচির অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ক্রমপুঞ্জিভুত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)ঃ

অর্থ বছর	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
বরাদ্দ	৪৮৮০০.০০	৫৭৪৮৪.০০	৮৬৫০০.০০	৯০০০০.০০	৯২৫০০.০০
ব্যয়ের পরিমাণ					৯২২৩৬.২৬
ব্যয়ের শতকরা হার					৯৯.৭১%
ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি					৩৭৩৮৭৬.৩০

২.০৯ বাস্তবায়ন কৌশলঃ

প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর নির্ধারিত ব্যাংকের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে উপকারভোগী ছাত্র/ছাত্রীদের উপস্থিতিতে মা এর নিকট হস্তান্তর করা হচ্ছে। সুবিধাভোগী দরিদ্র পরিবারের এক সন্তান বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করলে ঐ পরিবারকে প্রতিমাসে ১০০ টাকা এবং একাধিক সন্তান অধ্যয়ন করলে প্রতিমাসে ১২৫ টাকা হারে উপবৃত্তি দেয়া হয়।

২.১০ অগ্রগতিঃ

শহর এলাকার কর্মজীবী শিশু যারা বিভিন্ন শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছে তাদেরকেও প্রকল্পটি সংশোধন (২য় সংশোধনী) এর মাধ্যমে উপবৃত্তির আওতাভুক্ত করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের যে সকল ছাত্র-ছাত্রী রস্ক প্রকল্প হতে আর্থিক সাহায্য পাচ্ছে না, জুলাই/২০১০ হতে তাদেরকেও এ প্রকল্পের আওতায় উপবৃত্তি দেয়া হচ্ছে। ফলে বর্তমানে প্রকল্পভুক্ত প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৬২০৭৯টি এবং ২০১০ সন হতে সুবিধাভোগী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৭৮,২৮,৬৫২ জন। বাংলাদেশের প্রতিটি উপজেলায় দারিদ্র্য হারের চেয়ে অধিক হারে ছাত্র-ছাত্রী উপবৃত্তি পাচ্ছে। ফলে দেশের ১০০% দরিদ্র পরিবারের সন্তান উপবৃত্তির আওতাভুক্ত হয়েছে। এর ফলে ঝড়ে পড়ার হার অপেক্ষাকৃত কমেছে।

২.১১ ২০১২-১৩ বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)ঃ

ক্রমিক নং	বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি	সুবিধাভোগী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	
				লক্ষ্য মাত্রা	প্রাপ্ত প্রকৃত সংখ্যা
১.	৯২৫০০.০০	৯২২,৩৬.২৬	৯৭.৭১%	৭৮ লক্ষ	৭৭ লক্ষ ২৫ হাজার

২.১২ অন্যান্য তথ্যঃ

গ্রামীণ এলাকার সকল দরিদ্র পিতা-মাতার সন্তানকে উপবৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী কর্তৃক প্রণীত দারিদ্র্য ম্যাপ অনুযায়ী যে সকল উপজেলায় দারিদ্র্যের হার ৬০% এর বেশি এমন ৬৭টি উপজেলায় ৯০% শিক্ষার্থী, দারিদ্র্যের হার (৪৮.১-৬০)% পর্যন্ত ১২২টি উপজেলায় ৭৫% শিক্ষার্থী, দারিদ্র্যের হার (৩৬.১-৪৮)% পর্যন্ত ১৪০টি উপজেলায় ৫০% শিক্ষার্থী ও দারিদ্র্যের হার ৩৬% পর্যন্ত ১৫৪টি উপজেলায় ৪৫% শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। ফলে ২০১০ সালের এপ্রিল হতে প্রতি কিস্তিতে সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৪৮,১৫,৬৩৬ জন হতে বাড়িয়ে ৭৮,১৭,৯৭৭ জনে উন্নীত করা হয়। উপবৃত্তির ক্ষেত্রে নম্বর প্রাপ্তির শর্ত ৪০% হতে শিথিল করে ৩৩% করা হয়েছে।

৩.০০ রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) প্রকল্পঃ

২০১৫ সালের মধ্যে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রম নিশ্চিতকরার জন্য পিইডিপি-৩ কর্মসূচিসহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ সকল উন্নয়ন প্রকল্প চলমান থাকার পরও প্রায় ৮ লক্ষ শিশু আর্থ-সামাজিক কারণে প্রাথমিক শিক্ষার বাইরে রয়ে গেছে। যে সকল শিশু প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ঝড়ে পড়েছে অথবা যারা কখনও বিদ্যালয়ে যায়নি অথচ বয়স ১৪ বছর হয়েছে ঐ সকল শিশুর জন্য সরকার আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ২য় সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে প্রকল্পের ১ম পর্যায়ের সাফল্যের প্রেক্ষিতে ২য় পর্যায় গ্রহণ করা হয়েছে যা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

৩.১ প্রকল্পের ১ম পর্যায়ঃ

৩.১.০১ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ৬৪৫৩৮.১৮ লক্ষ টাকা

৩.১.০২ প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জুলাই ২০০৪ হতে মার্চ ২০১৩।

৩.১.০৩ অর্থায়নের উৎস ঃ ৩৫২৩.১৫ লক্ষ টাকা (বাংলাদেশ সরকার); ৬১০১৫.০৩ লক্ষ টাকা (প্রকল্প সাহায্য- বিশ্বব্যাংক এবং সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন)

৩.১.০৪ প্রকল্পের এলাকা ঃ প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকা ৪০টি জেলার ৯০টি নির্বাচিত উপজেলা এবং ৭৪টি শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট স্কুল।

৩.১.০৫ সামগ্রিক লক্ষ্য ঃ দরিদ্র ও সুবিধা-বঞ্চিত পরিবারের স্কুল বর্হিভূত শিশুদের শিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সম্পন্ন করার জন্য ২য় সুযোগ সৃষ্টি করা।

৩.১.০৬ প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ঃ ২২৪৮২টি শিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ৭.৫ লক্ষ শিক্ষার্থীকে শিক্ষার ২য় সুযোগ প্রদান।

৩.১.০৭ প্রকল্পের উদ্দেশ্যাবলীঃ

(১) স্কুল বহির্ভূত সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য লার্নিং সেন্টার (আনন্দ স্কুল) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি;

(২) প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি; এবং

(৩) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের কাঠামো শক্তিশালীকরণ ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি।

৩.১.০৮ ২০১২-১৩ অর্থবছরে কর্মসূচির অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ক্রমপুঞ্জিভুত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)ঃ

অর্থ বছর	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
বরাদ্দ	৮৭৫৬.০০	১১০০০.০০	১২২০০.০০	৬৯১৬.০০	৯৪০১.০০
ব্যয়ের পরিমাণ					৮০০০.২৯
ব্যয়ের শতকরা হার					৮৫.১৫
ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি					৬৩০৯৭.৮২

৩.১.০৯ অন্যান্যঃ

প্রকল্পটিতে ২২,০০০ জন বেকার যুবক ও যুব মহিলার চাকুরির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের মতায়ন নিশ্চিত হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে আনন্দ স্কুলের শিক্ষার্থীদের মধ্য হতে ৮৯ জন জিপিএ ৫, ৩৫৩২ জন জিপিএ ৩.৫ পেয়েছে এবং পাশের হার ৮২.২৯%।

৩.২ প্রকল্পের ২য় পর্যায়ঃ

৩.২.০১ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ১১৪০,২৫.৭৬ লক্ষ টাকা

৩.২.০২ প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জানুয়ারি ২০১৩ হতে ডিসেম্বর ২০১৭।

৩.২.০৩ অর্থায়নের উৎস ঃ ৫৮,০৮.৫৩ লক্ষ টাকা (বাংলাদেশ সরকার); ১০৮২,১৭.২৩ লক্ষ টাকা (প্রকল্প সাহায্য- বিশ্ব ব্যাংক)

৩.২.০৪ প্রকল্পের এলাকা ঃ দেশের ৫২টি জেলার ১৪৮টি নির্বাচিত উপজেলা।

৩.২.০৫ সামগ্রিক লক্ষ্য ঃ দরিদ্র ও সুবিধা-বঞ্চিত পরিবারের স্কুল বর্হিভূত শিশুদের শিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সম্পন্ন করার জন্য ২য় সুযোগ সৃষ্টি করা।

৩.২.০৬ প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ঃ ২১৬২৩টি শিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ৭.২ লক্ষ শিক্ষার্থীকে শিক্ষার ২য় সুযোগ প্রদান।

৩.২.০৭ প্রকল্পের উদ্দেশ্যাবলীঃ

(১) স্কুল বহির্ভূত সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার দ্বিতীয় সুযোগ সৃষ্টি;
(২) আনন্দ স্কুলের/শিখন কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি; এবং
(৩) সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি।

৩.২.০৮ ২০১২-১৩ অর্থবছরে কর্মসূচির অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ক্রমপুঞ্জিভুত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)ঃ

বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি	সুবিধাভোগীর সংখ্যা	মন্তব্য
৯৪০১.০০	৮০০০.২৯	৮৫.১০%	৩,৮৬,৭৫১ জন	রস্ক প্রকল্পের ২য় পর্যায় চলমান

৩.২.০৯ বাস্তবায়ন কৌশলঃ নির্বাচিত এনজিওদের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে শিক্ষণ কেন্দ্রের স্থাপন করে দরিদ্র ও সুবিধা-বঞ্চিত পরিবারের স্কুল বহির্ভূত শিশুদের শিক্ষা প্রদান করা হচেছ।

৪.০০ রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়):

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশাপাশি প্রায় ২৪ হাজার বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এসব বিদ্যালয়গুলো কিছু সরকারি সহায়তা পেলেও অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য কোন বরাদ্দ প্রদান করা হতো না। এ প্রেক্ষিতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাথে বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যামান অবকাঠামোগত বৈষম্যদূরীকরণের জন্য সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকার অর্থায়নে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা

৪.০১ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ৯১৯.৯৯ কোটি টাকা।

৪.০২ প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জুলাই ২০০৬ হতে জুন ২০১৩।

৪.০৩ অর্থায়নের উৎস ঃ সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকার।

৪.০৪ প্রকল্পের এলাকা ঃ সমগ্র বাংলাদেশ।

৪.০৫ সামগ্রিক লক্ষ্য ঃ রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধিকরা।

৪.০৬ প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ঃ ৬৯০টি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ এবং বিভিন্ন রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩০০০টি অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ ও আসবাবপত্র সরবরাহ ।

৪.০৭ প্রকল্পের উদ্দেশ্যাবলীঃ

(১) শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির জন্য দেশের জরাজীর্ণ রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর ভবন পুনর্নির্মাণ ;
(২) বর্ধিত শিক্ষার্থীদের জন্য শ্রেণীকক্ষের চাহিদাপূরণের লক্ষ্যে বিদ্যামান ভবনের সম্প্রসারণ;
(৩) উন্নত শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে পানীয় জলের ব্যবস্থাসহ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পৃথক স্যানিটারী লেট্রিন নির্মাণ; এবং
(৪) পুনর্নির্মিত ও সম্প্রসারিত বিদ্যালয়গুলোর জন্য আসবাবপত্র সরবরাহ।

৪.০৮ ২০১২-১৩ অর্থবছরে কর্মসূচির অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ক্রমপুঞ্জিভুত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)ঃ

অর্থ বছর	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
বরাদ্দ	৭৫৪০.০০	৯২০০.০০	২২৩১৪.৩৪	৩১৪৭৬.০০	১৯০০০.০০
ব্যয়ের পরিমাণ					১৮৬৩১.৯১
ব্যয়ের শতকরা হার					৯৮.০৬
ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি					৯১২২১.৪৪

৪.০৯ বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

প্রকল্পটির আওতায় ৬৬৯টি বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ এবং ২৯৮০টি অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মিত হয়েছে। প্রকল্পটি ২০১৩ সালের জুন মাসে সমাপ্ত হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	অর্থবছর	বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি	মন্তব্য
১.	২০১২-১৩	১৯০০০	১৮৬৩১.৯১	৯৮.০৬%	প্রতিটি বিদ্যালয়ে ৪৮ জোড়া উঁচু-নিচু বেঞ্চ, ৬টি চেয়ার, ৪টি টেবিল ও ১টি স্টিলের আলমিরা সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি বিদ্যালয়ে ১টি করে টিউবওয়েল স্থাপন ও ২টি টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে।

৫.০০ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ ও সংস্কার প্রকল্প (২য় পর্যায়):

বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তির হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্রমবর্ধমান ছাত্রছাত্রীর বৃদ্ধির সাথে সাথে আনুপাতিক হারে অবকাঠামো বৃদ্ধি পায়নি। ক্রমবর্ধমান ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে অধিক সংখ্যাক ছেলে-মেয়েদের জন্য উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি ও অবকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যে জরাজীর্ণ অবস্থায় থাকা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে সংস্কার কর্মসূচির আওতায় আনা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এ লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৫.০১ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ১৩৯৬.২৩ কোটি টাকা।

৫.০২ প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জুলাই ২০০৬ হতে জুন ২০১৪।

৫.০৩ অর্থায়নের উৎস ঃ সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকার।

৫.০৪ প্রকল্পের এলাকা ঃ সমগ্র বাংলাদেশ।

৫.০৫ সামগ্রিক লক্ষ্য ঃ জরাজীর্ণ অবস্থায় থাকা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে সংস্কারপূর্বক ক্রমবর্ধমান ছাত্র-ছাত্রীর প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা।

৫.০৬ প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ঃ প্রকল্পের আওতায় আসবাবপত্র এবং টিউবয়েল স্থাপনসহ মোট ৫১০০টি বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার।

৫.০৭ প্রকল্পের উদ্দেশ্যাবলীঃ

(১) জরাজীর্ণ সরকারি বিদ্যালয় পুন:নির্মাণ;
(২) জরাজীর্ণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র; এবং
(৩) পুনর্নির্মিত বিদ্যালয়সমূহে টয়লেট ও টিউবওয়েল স্থাপন।

৫.০৮ ২০১২-১৩ অর্থবছরে কর্মসূচির অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ক্রমপুঞ্জিভুত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)ঃ

অর্থ বছর	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
বরাদ্দ	৮০৩৬.০০	১৭১১৮.০০	২৫০০০.০০	৪৫৩৮৫.০০	১৯২৭৯.০০
ব্যয়ের পরিমাণ					১৯০১৩.৭৬
ব্যয়ের শতকরা হার					৯৮.৬২
ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি					১২১৯১০.২১

৫.০৯ বাস্তবায়ন কৌশলঃ

মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত তালিকা অনুযায়ী নির্মাণ কাজ প্রকল্প কার্যালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়।

৫.১০ অগ্রগতিঃ

এ পর্যন্ত ৪৩২০টি বিদ্যালয় আসবাপত্র ও টিউবওয়ের স্থাপনসহ পুনঃনির্মাণ করা হয়েছে।

৫.১১ ২০১২-১৩ বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)ঃ

ক্রমিক নং	বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি	মন্তব্য
	১৯২৭৯.০০	১৯০১৩.৭৬	৯৮.৬২%	৮৭৩টি বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ এবং প্রতিটি বিদ্যালয়ে ৪৮ জোড়া উঁচু-নিচু বেঞ্চ, ৬টি চেয়ার, ৪টি টেবিল ও ১টি স্টিলের আলমিরা সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি বিদ্যালয়ে ১টি করে টিউবওয়েল স্থাপন ও ২টি টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট ৪৩২০টি বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

৬.০০ ইসি এ্যাসিস্টেড স্কুল ফিডিং প্রোগ্রামঃ

গ্রামীণ এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে দরিদ্র শিশুদের মধ্যে পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহের মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষা গ্রহণে অধিক মনযোগী হিসেবে গড়ে তোলা, ঝরে পড়া রোধ, বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত ও প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির হার বৃদ্ধিকরণ ও ছাত্র-ছাত্রীদের দৈনন্দিন পুষ্টি চাহিদা পূরণ এ প্রকল্পের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ও ইউরোপীয় কমিশনের যৌথ অর্থায়নে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

৬.০১ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ২০৩.৭৬ কোটি টাকা।

৬.০২ প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জানুয়ারি ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৪।

৬.০৩ অর্থায়নের উৎস ঃ বাংলাদেশ সরকার ৭৫.৩৬ কোটি টাকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন ১২৭.৯৯ কোটি টাকা।

৬.০৪ প্রকল্পের এলাকা ঃ **লাখাই** (হবিগঞ্জ), ধর্মপাশা (সুনামগঞ্জ), দেওয়ানগঞ্জ (জামালপুর), কলমাকান্দা (নেত্রকোনা), ঝিকরগাছা (যশোর), হাতিবান্ধা (লালমনিরহাট), বেড়া (পাবনা), মহেশখালী (কক্সবাজার), রামগতি (লক্ষীপুর), দশমিনা (পটুয়াখালী)

৬.০৫ সামগ্রিক লক্ষ্য ঃ ঝড়ে পড়া রোধ, শতভাগ ভর্তি নিশ্চিতকরণ এবং প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সম্পন্নের হার বৃদ্ধি।

৬.০৬ প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ঃ প্রকল্পের আওতায় ১০টি জেলার ১০টি উপজেলার ৩.২৭ লক্ষ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি স্কুল দিবসে ৭৫ গ্রাম পুষ্টিসমৃদ্ধ বিস্কুট সরবরাহ।

৬.০৭ প্রকল্পের উদ্দেশ্যাবলীঃ

(১) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী দরিদ্র শিশুদের ভর্তির হার বৃদ্ধিকরণ;
(২) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত উপস্থিতির হার বৃদ্ধিকরণ;
(৩) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের ঝড়ে পড়ার প্রবণতা রোধকরণ;
(৪) প্রাথমিক শিক্ষা চক্রের সমাপ্তির হার বৃদ্ধিকরণ;
(৫) প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন; এবং
(৬) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের দৈনন্দিন পুষ্টি চাহিদা পূরণ।

৬.০৮ ২০১২-১৩ অর্থবছরে কর্মসূচির অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ক্রমপুঞ্জিভুত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)ঃ

অর্থ বছর	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
বরাদ্দ	৩৯৮.০০	৬৯৯.০০	১৭৭৪.০০	৬৮০০.০০	২৬৫০.০০
ব্যয়ের পরিমাণ					২১২২.০৭
ব্যয়ের শতকরা হার					৮০.০৮
ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি					১০৩৩৩.৮৮

৬.০৯ বাস্তবায়ন কৌশলঃ

যথাযথ মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নির্ধারিত পুষ্টিমান সমৃদ্ধ বিস্কুট উৎপাদক কর্তৃক প্রস্তুত করে স্থানীয় এনজিওদের মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত প্রতিটি বিদ্যালয়ে পৌঁছানো হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের তত্ত্বধানে এই বিস্কুটগুলো স্কুল সময়ে বিতরণ করা হয়। উপজেলা ও জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাসহ প্রকল্প কার্যালয় হতে নিয়মিত এ কার্যক্রম মনিটরিং করা হয়।

৬.১০ ২০১২-১৩ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)ঃ

ক্রমিক নং	বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি	মন্তব্য
১.	২৬৫০.০০	২১২২.০৭	৮০.০৮%	৩ লক্ষ ২৯ হাজার ৮শত ৬৪ জন ছাত্র-ছাত্রীর মাঝে বিস্কুট বিতরণ করা হয়।

৭.০০ দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচিঃ

দারিদ্রতার কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়গামী শিশুদের মধ্যে শিক্ষা কার্যক্রম সমাপ্তির পূর্বেই ঝরে পড়ার প্রবণতা লক্ষণীয়। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ঝড়ে পড়ার প্রবণতা ও পুষ্টিহীনতা হ্রাসের লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৭.০১ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ১৫৭৭.৯৪ কোটি টাকা।

৭.০২ প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জুলাই ২০১০ হতে ডিসেম্বর ২০১৪।

৭.০৩ অর্থায়নের উৎস ঃ বাংলাদেশ সরকার (৮৭৫.৭৫ কোটি) ও ডব্লিউএফপি (৭০২.১৯ কোটি)

৭.০৪ প্রকল্পের এলাকা ঃ ২৪টি জেলার ৭২টি উপজেলা

৭.০৫ সামগ্রিক লক্ষ্য ঃ ঝড়ে পড়া রোধ, শতভাগ ভর্তি নিশ্চিতকরণ এবং প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সম্পন্নের হার বৃদ্ধি।

৭.০৬ প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ঃ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ৭২টি উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রেজিস্টার্ড বে-সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়, এনজিও পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং স্বতন্ত্র এবতেদায়ি মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত ২৭ লক্ষ শিক্ষার্থীর মাঝে প্রতি স্কুল দিবসে উচ্চমানের পুষ্টি সমৃদ্ধ ৭৫ গ্রাম বিস্কুট বিতরণ। এ প্রকল্পের আওতায় ০২ জুলাই ২০১৩ থেকে বরগুণা জেলাধীন বামনা উপজেলায় এবং ২৩ অক্টোবর ২০১৩ থেকে জামালপুর জেলাধীন ইসলামপুর উপজেলায় শিক্ষার্থীদের মাঝে উচ্চ পুষ্টিমান সমৃদ্ধ বিস্কুট বিতরণের পরিবর্তে পরীক্ষামূলকভাবে রান্না করা খাবার (মিড ডে মিল) পরিবেশন করা হচ্ছে।

৭.০৭ প্রকল্পের উদ্দেশ্যাবলীঃ

(১) সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়তা এবং সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২ অর্জন;
(২) দারিদ্রপীড়িত এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিবন্ধন ও উপস্থিতির হার বৃদ্ধিকরণ;
(৩) অপুষ্টিহীনতা দূর করে ছাত্রদের শিখন দক্ষতা বৃদ্ধি করা; এবং
(৪) স্কুল ফিডিং কর্মসূচি বাস্তবায়নেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা কার্যকরভাবে বৃদ্ধি করা।

৭.০৮ ২০১২-১৩ অর্থবছরে কর্মসূচির অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ক্রমপুঞ্জিভুত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)ঃ

অর্থ বছর	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
বরাদ্দ	-	-	৯০৯০.০০	২৩৫৫০.০০	৪৩০০০.০০
ব্যয়ের পরিমাণ					৪২৯৭৩.০৩
ব্যয়ের শতকরা হার					৯৯.৯৪
ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি					৭৫২৮৯.৫৮

৭.০৯ বাস্তবায়ন কৌশলঃ

যথাযথ মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নির্ধারিত পুষ্টিমান সমৃদ্ধ বিস্কুট উৎপাদক কর্তৃক প্রস্তুত করে স্থানীয় এনজিওদের মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত প্রতিটি বিদ্যালয়ে পৌঁছানো হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের তত্ত্বধানে এই বিস্কুটগুলো স্কুল সময়ে বিতরণ করা হয়। উপজেলা ও জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাসহ প্রকল্প কার্যালয় হতে নিয়মিত এ কার্যক্রম মনিটরিং করা হয়।

৭.১০ ২০১২-১৩ বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)ঃ

ক্রমিক নং	বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি	মন্তব্য
১.	৪৩০০০	৪২৯৭৩	৯৯.৯৪%	২৬ লক্ষ ৮২ হাজার ৬শত ৮৯ জন ছাত্র-ছাত্রীর মাঝে বিস্কুট বিতরণ করা হয়।

৮.০০ বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১৫০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন:

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত এক জরিপে বেশ কিছু এলাকা চিহ্নিত করা হয় যেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। এমডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ NPA অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এসব বিদ্যালয়বিহীন এলাকার শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের আবশ্যকা অনুভূত হয়। এ প্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকার অর্থায়নে দেশের ১৫০০ বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১৫০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

৮.০১ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ৮৩৮.৯৭ কোটি টাকা।

৮.০২ প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১৫।

৮.০৩ অর্থায়নের উৎস ঃ সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকার।

৮.০৪ প্রকল্পের এলাকা ঃ সমগ্র বাংলাদেশ।

৮.০৫ সামগ্রিক লক্ষ্য ঃ বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় বিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ।

৮.০৬ প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ঃ প্রকল্পের আওতায় বিদ্যালয়বিহীন এলকায় ১৫০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন।

৮.০৭ প্রকল্পের উদ্দেশ্যাবলীঃ

(১) বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১৫০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন;

(২) বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১৫০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৭৫০০ জন শিক্ষক নিয়োগ।

৮.০৮ ২০১২-১৩ অর্থবছরে কর্মসূচির অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ক্রমপুঞ্জিভুত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)ঃ

অর্থ বছর	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
বরাদ্দ	-	-	২৫.০০	৭৯৫৫.০০	১৯০০০.০০
ব্যয়ের পরিমাণ					১৮৮৫৮.৯৫
ব্যয়ের শতকরা হার					৯৯.২৬
ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি					২৬৬৭৬.৩৬

৮.০৯ বাস্তবায়ন কৌশলঃ

জরিপে প্রাপ্ত বিদ্যালয়বিহীন এলাকার তালিকা হতে মন্ত্রণালয় অনুমোদিত তালিকা অনুযায়ী নির্মাণ কার্যগুলো প্রকল্প কার্যালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

২০১২-১৩ বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও বরাদ্দঃ

ক্রমিক নং	বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি	মন্তব্য
১.	১৯০০০.০০	১৮৮৫৮.৯৫	(৯৯.২৬%)	এ পর্যন্ত ২৫৭ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ, আসবাবপত্র সরবরাহ, টয়লেট (একত্রে) নির্মাণ করা হয়েছে।

৮.১০ অন্যান্য তথ্যঃ

প্রকল্পের আওতায় ২০০০ এর অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত এবং ২ কিলোমিটারের মধ্যে অন্য বিদ্যালয় নেই এমন বিদ্যালয়বিহীন গ্রামসমূহ চিহ্নিত করে বিদ্যালয়বিহীন গ্রাম নির্বাচন করা হয়েছে এতে করে বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করাসহ শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে।

৯.০০ প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (পিটিআই)-বিহীন নির্বাচিত ১২টি জেলা সদরে পিটিআই স্থাপনঃ

দেশের প্রায় ৮০ হাজারের উপর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এসব বিদ্যালয়ে প্রতিবছর নতুন নতুন শিক্ষক নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে থাকে। গুণগত মান সম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের জন্য এসকল শিক্ষকদের সময়ে সময়ে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা আবশ্যক। তাছাড়া, সরকারি শিক্ষকদের জন্য বর্তমানে ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন কার্যক্রম চালু হয়েছে। সকল শিক্ষককে ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন প্রদানের জন্য বিদ্যমান পিটিআইয়ের সুযোগ সুবিধা অত্যন্তঅপ্রতুল। এ প্রেক্ষিতে পিটিআইবিহীন ১২টি জেলায় ১২টি পিটিআই স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৯.০১ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ২৫৮.৫৮ কোটি টাকা।

৯.০২ প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জানুয়ারি ২০১১ হতে জুন ২০১৫।

৯.০৩ অর্থায়নের উৎস ঃ সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকার।

৯.০৪ প্রকল্পের এলাকা ঃ গোপালগঞ্জ, নড়াইল, লালমনিরহাট, ঝালকাঠি, নারায় ণগঞ্জ, শরিয়তপুর, ঢাকা, শেরপুর, রাজবাড়ী, মেহেরপুর, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি।

৯.০৫ সামগ্রিক লক্ষ্য ঃ প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষকদের পেশাগত প্রশিক্ষণের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি ।

৯.০৬ প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ঃ দেশের ১২টি জেলায় আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন ১২টি পিটিআই স্থাপন।

৯.০৭ প্রকল্পের উদ্দেশ্যাবলীঃ

(১) ১২টি পিটিআই স্থাপনের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন; এবং

(২) প্রতিবছর ১৫৮৪ জন শিক্ষককে সি-ইনএড প্রদান।

৯.০৮ ২০১২-১৩ অর্থবছরে কর্মসূচির অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ক্রমপুঞ্জিভুত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)ঃ

অর্থ বছর	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
বরাদ্দ	-	-	২৫.০০	৪১০০.০০	৫৮৫০.০০
ব্যয়ের পরিমাণ					৫৭৮৭.৬৬
ব্যয়ের শতকরা হার					৯৮.৯৩
ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি					৯৮৮৩.৩৭

৯.০৯ বাস্তবায়ন কৌশলঃ

পিটিআইয়ের নির্মাণ কার্যক্রমগুলো প্রকল্প কার্যালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৮.১০ ২০১২-১৩ বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও বরাদ্দঃ

ক্রমিক নং	বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি	মন্তব্য
১.	৫৮৫০.০০	৫৭৮৭.৬৬	১২ পিটিআই এর কাজ চলমান রয়েছে।	

১০.০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাব-স্কাউটিং সম্প্রসারণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়):

ভবিষ্যতে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে জ্ঞান অর্জনের সাথে সাথে শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশ সাধনও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যেই প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ স্কাউট্স কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকার অর্থায়নে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

১০.০১ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ১১.৪০ কোটি টাকা।

১০.০২ প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১৫।

১০.০৩ অর্থায়নের উৎস ঃ সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকার।

১০.০৪ প্রকল্পের এলাকা ঃ বাংলাদেশের সকল জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ।

১০.০৫ সামগ্রিক লক্ষ্য ঃ শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল ও চরিত্রবান ও দেশপ্রেমিক সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

১০.০৬ প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ঃ ১০ হাজার বিদ্যালয়ে ১০ হাজার নতুন কাব ইউনিট গঠন ।

১০.০৭ প্রকল্পের উদ্দেশ্যাবলীঃ

(১) কাব স্কাউটিং এর বিভিন্ন প্রোগ্রাম ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল, চরিত্রবান ও দেশপ্রেমিক সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা; এবং

(২) দশ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১০ হাজার নতুন কাব ইউনিট গঠনের মাধ্যমে কাব স্কাউটের সংখ্যা ২.৪ লক্ষ্যে উন্নীতকরণ।

১০.০৮ ২০১২-১৩ অর্থবছরে কর্মসূচির অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ক্রমপুঞ্জিভুত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)ঃ

অর্থ বছর	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
বরাদ্দ	-	-	১০০.০০	২৩৩.০০	১৭৩.০০
ব্যয়ের পরিমাণ					১৬৭.৩০
ব্যয়ের শতকরা হার					৯৬.৭১
ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি					৪৯০.০৫

১০.১০ বাস্তবায়ন কৌশলঃ

বাংলাদেশ স্কাউট্স কর্তৃক নির্বাচিত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমে ১০ হাজার নতুন কাব ইউনিট গঠনের কার্যক্রমটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

১০.১১ বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

ইতোমধ্যে ২৮১২ টি নতুন কাবদল গঠন করা হয়। এতে কাব সংখ্যা ৪৩,৪৮৮ জন বৃদ্ধি পায়। গত ৪-১১ জুলাই ২০১২ তারিখে কাব স্কাউটিং ও সংশিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ১৯ সদস্যের একটি কাবদল ভারত সফর করে।

১০.১২ ২০১২-১৩ বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)ঃ

ক্রমিক নং	অর্থবছর	বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতির শতকরা হার
১.	২০১২-২০১৩	১৭৩.০০	১৬৭.৩০	৯৬.৭১%

১১.০০ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (আইডিবি):

ক্রমবর্ধমান ছাত্র-ছাত্রী বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে চাহিদা অনুযায়ী অবকাঠামো নির্মাণসহ বিদ্যালয় পর্যায়ে আধুনিক সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির আবশ্যকতা থাকায় বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের ন্যায় ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৮০টি বিদ্যালয় নির্মাণের জন্য অনুদান প্রদান করে। উক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাপ্ত অনুদান দিয়ে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

১১.০১ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ১৬৯.৩২ কোটি টাকা।

১১.০২ প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জানুয়ারি ২০১২ হতে জুন ২০১৪।

১১.০৩ অর্থায়নের উৎস ঃ বাংলাদেশ সরকার (৩২.৫২ কোটি টাকা) ও প্রকল্প সাহায্য (১৩৬.৮০ কোটি টাকা)।

১১.০৪ প্রকল্পের এলাকা ঃ বাংলাদেশের ২০টি জেলার ৭৫টি উপজেলা।

১১.০৫ সামগ্রিক লক্ষ্য ঃ আধুনিক সুযোগ সুবিধা সংবলিত বিদ্যালয় অবকাঠামো ও টিচিং এইড ব্যবহারের মাধ্যমে গুণগত মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান ।

১১.০৬ প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ঃ ১৮০টি আধুনিক সুযোগ সুবিধা সংবলিত প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ।

১১.০৭ প্রকল্পের উদ্দেশ্যাবলীঃ

(১) প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উন্নত অবকাঠামো সৃষ্টি করা;

(২) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা করা; এবং

(৩) শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য টিচিং এইড সরবরাহ করা।

১১.০৮ ২০১২-১৩ অর্থবছরে কর্মসূচির অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ক্রমপুঞ্জিভুত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)ঃ

অর্থ বছর	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
বরাদ্দ	-	-	-	১০৯৫.০০	১১৩৫.০০
ব্যয়ের পরিমাণ					৭১.৯৮
ব্যয়ের শতকরা হার					৬.৩৪
ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি					১৬৫.২৮

১১.০৯ বাস্তবায়ন কৌশলঃ বিদ্যালয়ের অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রমগুলো প্রকল্প কার্যালয় ও উন্নয়ন সহযোগীদের সার্বিক তত্ত্বাবধানে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়ন হচ্ছে।

১১.১০ ২০১২-১৩ বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও বরাদ্দঃ

ক্রমিক নং	বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতির শতকরা হার	মন্তব্য
১.	১১৩৫.০০	৭১.৯৮.০০	৬.৩৪%	১৭০ টি বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

১২.০০ ইংলিশ ইন এ্যাকশনঃ

বাংলাদেশের প্রাথমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যম মূলত বাংলা। ইংরেজী বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকলেও অন্যান্য বিষয়গুলোর বই বাংলায় প্রণীত। ইংরেজী একটি আন্তর্জাতিক ভাষা হওয়ায় এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় ইংরেজীর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু ইংরেজীতে দক্ষ পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাবে শিক্ষার্থীদের ইংরেজী শিক্ষায় দক্ষ করে তোলা সম্ভব হচ্ছে না। এ প্রেক্ষিতে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ইংরেজীতে দক্ষ শিক্ষক তৈরির জন্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অনুদানে প্রকল্পটি গৃহীত হয়।

১২.০১ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ১৪৪.৪৫ কোটি টাকা।

১২.০২ প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জুলাই ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৭।

১২.০৩ অর্থায়নের উৎস ঃ বাংলাদেশ সরকার (৩.০০ কোটি টাকা) ও প্রকল্প সাহায্য (১৪১.৪৫ কোটি টাকা)।

১২.০৪ প্রকল্পের এলাকা ঃ বাংলাদেশের সকল জেলা।

১২.০৫ সামগ্রিক লক্ষ্য ঃ ইংরেজী ভাষায় যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

১২.০৬ প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ঃ ৪৫০০০ প্রাথমিক শিক্ষক এবং ৬০০০ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান।

১২.০৭ প্রকল্পের উদ্দেশ্যাবলীঃ

(১) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের ইংরেজী ভাষায় যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধি;

(২) শিক্ষাদানে অডিও ভিজুয়াল ও আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি;

(৩) প্রকল্পের আওতায় শিক্ষণ বিষয়ক একটি স্থায়ী কাঠামো তৈরী।

(৪) প্রথম শ্রেণি থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের ইংরেজী শিক্ষাক্রমের উন্নয়ন এবং ইংরেজী বিষয় মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের নির্দেশনা প্রদান; এবং

(৫) ইংরেজী ভাষাকে উচ্চ শিক্ষা এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রবেশের একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে অবদান রাখা।

১২.০৮ ২০১২-১৩ অর্থবছরে কর্মসূচির অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ক্রমপুঞ্জিভুত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)ঃ

অর্থ বছর	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
বরাদ্দ	-	-	–	-	১৮০৩.০০
ব্যয়ের পরিমাণ					১৮০২.৮৭

ব্যয়ের শতকরা হার					৯৯.৯৯
ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি					১৮০২.৮৭

১২.০৯ বাস্তবায়ন কৌশলঃ

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমগুলো উন্নয়ন সহযোগি সংস্থার সরাসরি তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

ইতোমধ্যে এ প্রকেল্পর আওতায় ৪৮টি জেলার ১১২টি উপজেলার মোট ১২০০০ শিক্ষকের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে।

২০১২-১৩ বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও বরাদ্দঃ

ক্রমিক নং	বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতির শতকরা হার	মন্তব্য
১.	১৮০৩.০০	১৮০২.৮৭	৯৯.৯৯%	ইতোমধ্যে এ প্রকেল্পর আওতায় ৪৮টি জেলার ১১২টি উপজেলার মোট ১২০০০ শিক্ষকের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে।

১৩.০০ চায়না সহায়তাপুষ্ট ২টি গ্রামীণ মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণঃ

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার অগ্রগতিতে অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে চীনা সরকারের আগ্রহের প্রেক্ষিতে এবং চীনা অনুদানে দুটি আধুনিক পূর্ণাঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

১৩.০১ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ১৫.০০ কোটি টাকা।

১৩.০২ প্রকল্পের মেয়াদ ঃ ডিসেম্বর ২০১১ হতে জুন ২০১৩।

১৩.০৩ অর্থায়নের উৎস ঃ বাংলাদেশ সরকার (৩.০০ কোটি টাকা) ও প্রকল্প সাহায্য (১২.০০ কোটি টাকা)।

১৩.০৪ প্রকল্পের এলাকা ঃ চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলা এবং লালমনিরহাট জেলার হাতিবান্ধা উপজেলা।

১৩.০৫ সামগ্রিক লক্ষ্য ঃ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ।

১৩.০৬ প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ঃ ২টি আধুনিক সুযোগ সুবিধা সংবলিত প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ।

১৩.০৭ প্রকল্পের উদ্দেশ্যাবলীঃ

(১) বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়নে চীন সরকারের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বিনিময়;

(২) বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণে চীনা প্রযুক্তি হস্তান্তর; এবং

(৩) চীনের সরাসরি আর্থিক সহায়তায় এবং চীনা বিশেষজ্ঞদের প্রত্যক্ষ পরিকল্পনা ও তদারকিতে বাংলাদেশের ২টি গ্রামীণ মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ।

১৩.০৮ ২০১২-১৩ অর্থবছরে কর্মসূচির অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ক্রমপুঞ্জিভুত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)ঃ

অর্থ বছর	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
বরাদ্দ	-	-	–	৮৪১.০০	৬৭৮.০০
ব্যয়ের পরিমাণ					৬৪৯.৪৫
ব্যয়ের শতকরা হার					৯৫.৭৯
ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি					১৪৬০.৪৮

১৩.০৯ বাস্তবায়ন কৌশলঃ বিদ্যালয়ের অবকাঠামো নির্মাণ কাজ চীনা প্রকৌশলীদের সারসরি তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয়েছে।

১৩.১০ ২০১২-১৩ বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও বরাদ্দঃ

ক্রমিক নং	বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতির শতকরা হার	মন্তব্য
১.	৬৭৮.০০	৬৪৯.৪৫	৯৫.৭৯%	বিদ্যালয় ২টির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে হস্তান্তর করা হয়েছে।

১৪.০ মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-২ (পিএলসিইএইচডি-২):

১৪.০১ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ৫৭৫.৩৬ কোটি টাকা।

১৪.০২ প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জুলাই ২০০২ হতে জুন ২০১৩।

১৪.০৩ অর্থায়নের উৎস ঃ বাংলাদেশ সরকার ও প্রকল্প সাহায্য।

১৪.০৪ প্রকল্পের এলাকা ঃ বাংলাদেশের ২৯টি জেলার ২১০টি উপজেলা।

১৪.০৫ প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ঃ ৭১৮১টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ১১-৪৫ বছর বয়সী মোট ১৬.০০ লক্ষ নব্যসাক্ষরকে শিক্ষাদান।

১৪.০৬ প্রকল্পের উদ্দেশ্যাবলীঃ

(১) সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে ১৬.০০ লক্ষ নব্য সাক্ষরের সাক্ষরতা দক্ষতা সুসংহত, শাণিত ও বর্ধিত করা;

(২) অব্যাহত শিক্ষার আওতায় আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের ওপর কারিগরি দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদেরকে কর্মক্ষম ও জীবনমান উন্নয়নের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো; এবং

(৩) সমাজে জীবনব্যাপী শিক্ষার প্রচলন ঘটানো।

১৪.০৭ ২০১২-১৩ অর্থবছরে কর্মসূচির অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ক্রমপুঞ্জিভুত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)ঃ

অর্থ বছর	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
বরাদ্দ	৭৩০৭.০০	৭০৪২.০০	৭৫০০.০০	৯৫০০.০০	১১৪৩৪.০০
ব্যয়ের পরিমাণ					১০২২৫.৩৬
ব্যয়ের শতকরা হার					৮৯.৩৪
ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি					৩৮১২৫.৭৮

১৪.০৮ বাস্তবায়ন কৌশলঃ

মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-২ এর উদ্দেশ্য হলো দেশের ৬টি বিভাগের ২৯টি জেলার ২১০টি উপজেলার ১৬ লক্ষ (পরবর্তীতে ১২ লক্ষ নির্ধারিত) নব্যসাক্ষরকে (এর অর্ধেক নারী) নয় মাসের সাক্ষরতা উত্তর পাঠদান করে বিশেষ দক্ষতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাঁদের আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডের সাথে সংযোগ স্থাপন করে দেয়া। এই ১২ লক্ষ নব্যসাক্ষর জনগোষ্ঠী হলো ইতোপূর্বে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সাক্ষরতা অর্জনকারী অথবা প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ড্রপ-আউট, যাঁদের বয়সসীমা ১১-৪৫ বছর। তাঁদেরকে ১) দর্জিবিজ্ঞান, এমব্রয়ডারি, ব্লক-বাটিক, টাই-ডাই ও স্ক্রিন প্রিন্ট ২) মৎস্য চাষ ৩) মাশরুম ও সিল্ক চাষ ৪) নার্সারি, শাকসব্জি ও ফল-ফুল চাষ ৫) পশুপালন ৬) খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, সাবান ও মোমবাতি তৈরি ৭) কম্পিউটার ও ফটোকপিয়ার ব্যবহার ও সার্ভিসিং ৮) ফ্রিজ ও এসি মেরামত ৯) ওয়েল্ডিং ১০) শ্যালো ইঞ্জিন মেরামত ১১) হাউজ ওয়্যারিং ১২) রেডিও, টেলিভিশন ও মোবাইল সার্ভিসিং ১৩) রাজমিস্ত্রি ও পাইপ ফিটিং ১৪) বাঁশ-বেত ও মৌচাষ ১৫) বাইসাইকেল রিক্সা-ভ্যান মেরামত ও ১৬) স্যানেটারি ল্যাট্রিন তৈরির' উপর প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে লিংকেজ করে তাঁদের উপার্জন বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি করে জীবনমান উন্নয়ন করা।

১৪.০৯ বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

(১) প্রকল্পের শিক্ষার্থীর লক্ষ্যমাত্রা ১২ লক্ষ মার্চ ২০১৩ এর মধ্যে পূর্ণ হয়েছে।

(২) এক সমীক্ষায় দেখা গেছে ইতোমধ্যেই শিক্ষার্থীদের পরিবারিক গড় আয় ১৪,০৪৭.৩৮ থেকে বেড়ে ২০,৮৩৩.২৮ টাকায় উন্নীত হয়েছে।

(৩) কোর্স শেষে কিছু গ্রাজুয়েট বিদেশেও চাকুরি করছেন।

১৫.০০ শহরের কর্মজীবী শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়):

১৫.০১ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ৩০৩.৬১ কোটি টাকা।

১৫.০২ প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জুলাই ২০০৪ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত।

১৫.০৩ অর্থায়নের উৎস ঃ বাংলাদেশ সরকার ও প্রকল্প সাহায্য।

১৫.০৪ প্রকল্পের এলাকা ঃ বাংলাদেশের ৬টি বিভাগীয় শহর এবং নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর জেলা।

১৫.০৫ প্রকল্পের উদ্দেশ্যাবলীঃ

(১) শহরের কর্মজীবী শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের উন্নততর জীবনের জন্য দক্ষ করে গড়ে তোলা, শিক্ষা, নিরাপত্তা ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ (Access & Participation) নিশ্চিত করা।

(২) ১০-১৪ বছর বয়সী ১৬৬১৫০ জন (কমপক্ষে ৬০% মেয়ে শিশু) শহরের কর্মজীবী শিশু, কিশোর-কিশোরীকে জীবনদক্ষতা ভিত্তিক মানসম্মত উপানুষ্ঠানিক মৌলিক শিক্ষা প্রদান করা।

(৩) ১৩+ বয়স গ্রুপের ২০১৩০ জন কিশোর-কিশোরীকে জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করা ।

(৪) শ্রমজীবী শিশু, কিশোর-কিশোরীদের অনুকূলে নীতিমালা প্রণয়ন এবং ঝুঁকিপূর্ণ কর্মপরিবেশ থেকে শিশুদেরকে রক্ষা করার লক্ষ্যে শহর ও জাতীয় পর্যায়ে এ্যাডভোকেসি করা।

(৫) পর্যায়ক্রমে সকল ধরনের শিশুশ্রম দূরীকরণে সংশ্লিষ্ট সকলের সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

১৫.০৬ প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

প্রকল্পের মূল কার্যক্রম চারটি, যথা-

(১) জীবন দক্ষতা ভিত্তিক মানসম্মত মৌলিক শিক্ষা

(২) জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ

(৩) এ্যাডভোকেসি, সোস্যাল মবিলাইজেশন ও প্রোগ্রাম কমিউনিকেশন

(৪) দক্ষতা উন্নয়ন ও অভিজ্ঞতা বিনিময়।

১৫.০৬.০১ কার্যক্রম -১ জীবনদক্ষতা ভিত্তিক মানসম্মত মৌলিক শিক্ষা:

(১) মোট ৬৬৪৬ টি শিখন কেন্দ্র চালুর মাধ্যমে ১০-১৪ বছর বয়সী শহরের ১৬৬১৫০ জন কর্মজীবী শিশু ও কিশোর কিশোরীকে মৌলিক শিক্ষা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় (৬০% মেয়ে শিশু)।

(২) ৫টি সাইকেলে বিভক্ত ৪০ মাস ব্যাপী শিক্ষা কোর্স। প্রতিটি সাইকেলের মেয়াদ ৮ মাস।

(৩) পাঠ্য বিষয়: বাংলা, গণিত, ইংরেজী, সমাজবিজ্ঞান এবং জীবনদক্ষতা।

(৪) প্রকল্পের শিক্ষার্থীদের মাঝে স্কুল ব্যাগ বিতরণ।

(৫) প্রকল্পের শিক্ষার্থীদের জন্ম নিবন্ধন।

(৬) প্রকল্পের শিক্ষার্থীদের মাঝে টিফিন বিতরণ।

১৫.০৬.০২ কার্যক্রম-২ জীবিকায়ন ও দক্ষতা শিক্ষা:

(১) মোট ১৬৬১৫০ জন শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে ১৩+ বয়সী ১০০০০ জন (৫০০০ সরাসরি এবং ৫০০০ লিংকেজের মাধ্যমে) শিক্ষার্থীকে জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে ।

(২) নির্বাচিত ৫টি বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের স্টেজ-১ এর ১০০০ জন শিক্ষার্থীকে জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

নিম্নোক্ত ৮টি ট্রেডে শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে:

(১) ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিউইং

(২) মটরসাইকেল মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ

(৩) জুট ও পেপার ব্যাগ

(৪) হ্যান্ড এমব্রয়ডারি

(৫) টাইল্স ফিটিং

(৬) ইলেকট্রিক্যাল

(৭) এমব্রয়ডারি ও জরিচুমকি এবং

(৮) ব্লক-বাটিক ও স্ক্রিনটপ্রিন্ট।

১৫.০৬.০৩ কার্যক্রম -৩ এ্যাডভোকেসি, সোস্যাল মবিলাইজেশন ও প্রোগ্রাম কমিউনিকেশন ঃ

১৫.০৬.০১.১ এ্যাডভোকেসিঃ জাতীয় ও বিভাগীয় পর্যায়ে পলিসি ডায়ালগ, মিডিয়া মবিলাইজেশন, টিভি স্পট টিভি ম্যাগাজিন শো, সরকারি বেসরকারি সংস্থা/ বিশেষজ্ঞদের সাথে উদ্বুদ্ধকরণ সভা/কর্মশালা ইত্যাদি।

১৫.০৬.০১.২ সোস্যাল মবিলাইজেশন ঃ

টিভি ধারাবাহিক নাটক, রেডিও ধারাবাহিক নাটক, রেডিও ম্যাগাজিন ও বিলবোর্ড স্থাপন। স্বাধীনতা দিবস, মীনা দিবস, আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস, শিক্ষা মেলা, বিশ্ব শিশু শ্রম প্রতিরোধ দিবস, শিশু অধিকার সপ্তাহ ইত্যাদি উদযাপন।

১৫.০৬.০১.৩ প্রোগ্রাম কমিউনিকেশন ঃ

দলীয় আলোচনা, অভিভাবক ও চাকরিদাতাদের উদ্বুদ্ধকরণ, ভিডিও ডকুমেন্ট্রি ও ইন্টারেকটিভ পপুলার থিয়েটার (পথ নাটক)।

১৫.০৬.০৪ কার্যক্রম - ৪ দক্ষতা উন্নয়ন ও অভিজ্ঞতা বিনিময়:

(১) কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ।
(২) বৈদেশিক শিক্ষা সফর।
(৩) আন্তঃদেশীয় শিক্ষা সফর।
(৪) বিভিন্ন বিষয়ের উপর স্ট্যাডি করা।

১৫.০৭ ২০১২-১৩ অর্থবছরে কর্মসূচির অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ক্রমপুঞ্জিভুত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)ঃ

অর্থ বছর	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
বরাদ্দ	৪৬৫০.০০	৫২০০.০০	৫১০০.০০	৩০০০.০০	২৭৫৫.০০
ব্যয়ের পরিমাণ					২৭০৯.১৮
ব্যয়ের শতকরা হার					৯৮.৩৪
ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি					২৬৬১১.৯০

১৫.০৮ প্রকল্পের বর্তমান অগ্রগতিঃ

ক্রমিক নং	বিষয়	লক্ষ্যমাত্রা	মন্তব্য (Write -up)
১.	মানসম্মত মৌলিক শিক্ষা	৬৬৪৬টি শিখণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ১৬৬১৫০ জন কর্মজীবী শিশুকে মানসম্মত মৌলিক শিক্ষা প্রদান করা।	পর্যায়ক্রমে ৪টি স্টেজে মোট ৬৬৪৬টি শিখন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। যেখানে ১৬৬১৫০ জন কর্মজীবী শিশুকে ভর্তি করা হয়। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৪৬৯৪২ জন শিক্ষার্থী সফলতার সাথে মৌলিক শিক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে যা প্রাইমারী স্কুলের ৪র্থ শ্রেণীর সমমান পর্যায়। অর্জিত সাফল্য ৮৮.৪৪%
২.	জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ	২০১৩০ জন শিক্ষার্থীকে জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ দেয়া।	ইতিমধ্যে ১২৬৩০ জন শিক্ষার্থীকে জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে। এর মধ্যে ১২৩৯২জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে, বর্তমানে ৬০০০ জন শিক্ষার্থীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং আরো ১৫০০ জন শিক্ষার্থীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম খুব শীঘ্রই শুরু হবে।
৩.	এ্যাডভোকেসি, সোস্যাল মবিলাইজেশন ও প্রোগ্রাম কমিউনিকেশন	ক) এ্যাডভোকেসি ঃ জাতীয় ও বিভাগীয় পর্যায়ে পলিসি ডায়ালগ, মিডিয়া মবিলাইজেশন, টিভি স্পট, টিভি ম্যাগাজিন শো, সরকারি-বেসরকারি সংস্থা/ বিশেষজ্ঞদের সাথে উদ্বুদ্ধকরণ সভা/কর্মশালা ইত্যাদি।	(১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর সাথে ২০০৯ এর মার্চ এবং মে মাসে প্রকল্পের ৪ জন কর্মজীবী শিশু বাংলাদেশ টেলিভিশন আয়োজিত উচ্চ পর্যায়ের একটি সভায় অংশগ্রহণ করেছে। সেখানে তারা শহরের কর্মজীবী শিশুদের সমস্যাসমূহ নিয়ে আলোচনা করেছে। (২) প্রকল্পের সকল শিখন কেন্দ্রের সিএমসি ওরিয়েন্টেশন সম্পন্ন হয়েছে। (৩) মন্ত্রণালয়, বিএনএফই, পিআইইউ ও এনজিও থেকে প্রায় ৭৫জন

ক্রমিক নং	বিষয়	লক্ষ্যমাত্রা	মন্তব্য (Write -up)
			কর্মকর্তাকে ৩টি ব্যাচে "কমিউনিকেশন ফর ডেভেলপমেন্ট" বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। (৪) প্রকল্পের চাইল্ড রাইটস এ্যাডভোকেটরস ওয়ার্কশপ করা হয়েছে।
		খ) সোস্যাল মবিলাইজেশন ঃ টিভি ধারাবাহিক নাটক, রেডিও ধারাবাহিক নাটক, রেডিও ম্যাগাজিন ও বিলবোর্ড স্থাপন। মীনা দিবস, আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস, শিক্ষা মেলা, বিশ্ব শিশু শ্রম প্রতিরোধ দিবস, শিশু অধিকার সপ্তাহ ইত্যাদি উদযাপন।	টিভি ধারাবাহিক নাটক, রেডিও ধারাবাহিক নাটক, মীনা দিবস, আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস, শিক্ষা মেলা, বিশ্ব শিশু শ্রম প্রতিরোধ দিবস, শিশু অধিকার সপ্তাহ ইত্যাদি যথাসময়ে উদযাপন ও বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে।
		গ) প্রোগ্রাম কমিউনিকেশনঃ দলীয় আলোচনা, অভিভাবক ও চাকরিদাতাদের উদ্বুদ্ধকরণ, ভিডিও ডকুমেন্ট্রি ও ইন্টারেকটিভ পপুলার থিয়েটার	ভিডিও ডকুমেন্ট্রি ও ইন্টারেকটিভ পপুলার থিয়েটারে (পথ নাটক) মঞ্চায়ন করা হয়েছে এবং কার্যক্রম প্রকল্প মেয়াদ পর্যন্ত চলমান থাকবে। ইতোমধ্যে ১১৩২টি পথনাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে ৬৭৯২০০জন দর্শনার্থী নাটক উপভোগ করেছে।
৪.	**দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়।**	প্রকল্পের কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী বেসরকারি সংস্থাসমূহের প্রকল্প সংশ্লিষ্ট জনবল এবং প্রকল্প ও ব্যুরোর জনবলকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান।	(১) ৪০ জন সরকারি ও ১০ জন এনজিও কর্মকর্তা ৫টি বৈদেশিক শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণ করেছে। (২) মৌলিক শিক্ষা কার্যক্রমের ১৫টি ব্যাচে ইন-কান্ট্রি স্ট্যাডি ট্যুর সম্পন্ন হয়েছে। (৩) বিএনএফই এবং পিআইইউ থেকে ৬০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। (৪) ৮ জন মনিটরিং অফিসার প্যানিং একাডেমিতে 'প্রকল্প পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। (৫) পিআইইউ থেকে ২৩ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী কম্পিউটার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। (৬) পিআইইউ থেকে ২২জন ও এনজিও থেকে ৭২জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী, ৬৫৬৩ জন শিক্ষক, ৬৫৭ জন সুপারভাইজার এমইআর সংক্রান্ড় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। (৭) বিএনএফই, পিআইইউ এবং এনজিও থেকে ৯৮ জন কর্মকর্তা ও প্রশিক্ষককে সিবিটিএ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। (৮) সকল স্টেজের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, সুপারভাইজারদের ডাটাবেইজ করা হয়েছে। (৯) র‍্যাপিড এ্যাসেসমেন্ট, ড্রপ-আউট, চাইল্ড ডমেস্টিক ওয়ার্কার, লার্নিং সেন্টার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট, মিড্-টার্ম ইভাল্যুয়েশন রিপোর্ট, পারফরমেন্স এ্যাসেসমেন্ট অন এনজিও'স, মেইনস্ট্রিমড শিক্ষার্থীদের উপর স্ট্যাডি, আইএমইডি কর্তৃক ইন-ডেপথ মনিটরিং রিপোর্ট, স্টেজ কমপ্লিশন রিপোর্ট, এলএসটি লার্নার্স এ্যাসেসমেন্ট, কেস স্ট্যাডি সংক্রান্ত মোট ১০টি রিপোর্ট করা হয়েছে। (১০) ৪টি স্টেজ সমাপনী রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে।

১৬.০০ Equivalence Non-formal Vocational Education Curruculum Develoment Project:

১৬.০১ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ০.১৬ কোটি টাকা।

১৬.০২ প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জুলাই ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত ।

১৬.০৩ অর্থায়নের উৎস ঃ সম্পূর্ণ প্রকল্প সাহায্য (ইউনেস্কো)।

১৬.০৪ প্রকল্পের এলাকা ঃ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর কার্যালয়।

১৬.০৫ প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ঃ কারিগরি শিক্ষা সমতাস্থাপক কারিকুলাম প্রণয়ন।

১৬.০৬ প্রকল্পের উদ্দেশ্যাবলীঃ

(১) প্রিভোকেশনাল-১,২ এবং মৌলিক দক্ষতা /জাতীয় দক্ষতা সনদ-১ (এনএসসি-১) এর জন্য উপানুষ্ঠানিক কারিগরী শিক্ষা সমতাস্থাপক কারিক্যুলাম তৈরি।

(২) আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক কারিগরি শিক্ষার মধ্যে তফাৎ/দূরত্ব চিহ্নিত করণ (প্রিভোকেশনাল-১,২ এবং মৌলিক দক্ষতা/জাতীয় দক্ষতা) (এনএসসি-১)।

(৩) আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যে সমতাস্থাপন।

১৬.০৭ বাস্তবায়ন কৌশল ঃ

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সার্বিক তত্ত্বাবধানে একটি কোর টিম গঠন করা হবে। এই টিমে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, এনসিটিবি, টিভেট, আইলএও, ইউনেস্কো, ইউনিসেফ, ক্যাম্পেই, ব্র্যাক, ঢাকা আহছানিয়া মিশন ও অন্যান্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিশেষজ্ঞগণ সম্পৃক্ত থাকবেন। টিমের চেয়ারপার্সন হবেন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক। এই টিম প্রকল্পের সার্বিক দিকনির্দেশনা নীতিনির্ধারণ সমন্বয় ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে। এই কোর টিমের আওতায় কারিকুলাম বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি এক্সপার্ট গ্রুপ গঠন করা হবে। প্রকল্পের আওতায় সরকারি প্রতিষ্ঠান ও এনজিও সমন্বয়ে একটি ফিল্ড টেস্টিং কমিটিও গঠন করা হবে। এই কমিটিতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর পরিচালক কমিটির আওতায় মাঠ পর্যায়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সংশ্লিষ্ট জেলার সহকারি পরিচালকগণ ফিল্ডটেস্ট কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

১৭.০ Capacity Development for Education for All (CapEFA)-Literacy and Non-Formal Education Program:

১৭.০১ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ২.০০ কোটি টাকা।

১৭.০২ প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত ।

১৭.০৩ অর্থায়নের উৎস ঃ সম্পূর্ণ প্রকল্প সাহায্য (ইউনেস্কো)।

১৭.০৪ প্রকল্পের এলাকা ঃ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর কার্যালয়।

১৭.০৫ প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ঃ কারিগরি শিক্ষা সমতাস্থাপক কারিকুলাম প্রণয়ন।

১৭.০৬ প্রকল্পের উদ্দেশ্যাবলীঃ

(১) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় পর্যায় থেকে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত (উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার) প্রশাসনিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ ও টেকসই করণ।

(২) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সকল স্তরে কারিগরি সহায়তা চিহ্নিত করণের জন্য কারিগরি কর্মকৌশল স্থাপন।

(৩) বিভিন্ন পর্যায়ে বিদ্যমান উপযুক্ত সুবিধাভোগী এবং অংশীদারদের মধ্যে সমাবেশ ও আন্তঃযোগাযোগ প্রক্রিয়ায় উন্নয়ন ঘটানো।

(৪) সমতাস্থাপক শিক্ষা কৌশলকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান।

(৫) পিছিয়ে পড়া যুব এবং বয়স্কদের জন্য শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা।

(৬) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষক/সহায়কদের সামাজিক মার্যাদা বৃদ্ধির জন্য ন্যূনতম মান নির্ধারণ।

(৭) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষক/সহায়কদের ধারাবাহিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ।

(৮) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার স্বপক্ষে জনমত তৈরি, সহায়তা গ্রহণ ও সম্পদের সমাবেশ ঘটানো।

অননুমোদিত/প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ

প্রস্তাবিত প্রকল্প

১.০০ মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) :

১.০১ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ৪৫২৫৮.৬২ লক্ষ টাকা ।

১.০২ প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জুলাই ২০১৩ থেকে জুন ২০১৮

১.০৩ অর্থায়নের উৎস ঃ বাংলাদেশ সরকার।

১.০৪ প্রকল্পের এলাকা ঃ সমগ্র বাংলাদেশ

১.০৫ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কৌশল ঃ জেলা প্রশাসককে প্রধান করে সকল জেলায় কমিটি গঠন পূর্বক জেলা পর্যায় থেকে বাস্তবায়নকারী এনজিও নির্বাচন করা হবে। জেলা প্রশাসকের সার্বিক নির্দেশনায় নির্বাচিত বেসরকারি সংস্থাসমূহ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে।

১.০৬ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

(১) যারা কখনও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়েছে (তৃতীয় শ্রেণীর নিচে) এরকম ১১ থেকে ৪৫ বছর বয়সী মোট ৪৫০০ মিলিয়ন নিরক্ষর কিশোর ও বয়স্কদেরকে মৌলিক সাক্ষরতা প্রদান করা হবে।

(২) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে "সবার জন্য শিক্ষা"র জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার প্রেক্ষাপটে প্রণীত "জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-২" এবং "দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র"-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা।

(৩) জাতীয় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নীতি কাঠামোর বাস্তবায়ন, বিশেষ করে আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরীর জন্য সমতাস্থাপক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নে সহায়তা করা।

(৪) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বাস্তবায়নে নিয়োজিত সকল পর্যায়ের সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বাস্তবায়নে দক্ষতা বৃদ্ধিসহ পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ তৈরিতে সহায়তা করা।

২.০০ তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় Second Chance and Alternative Education Program:

পিইডিপি-৩ কর্মসূচির ৪টি কম্পোনেন্ট রয়েছে। এর দ্বিতীয় কম্পোনেন্ট হচ্ছে Participation and Disparities, যার সাব-কম্পোনেন্ট ২.১.১ হচ্ছে Second Chance and Alternative Education।

২.০১ ৮-১৪ বছর বয়সী বিদ্যালয় বহির্ভূত ও ঝরেপড়া শিশুদেরকে এ সাব-কম্পোনেন্টের আওতায় উপানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে ১ম - ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হবে এবং পঞ্চম শ্রেণি সমাপনী পরীক্ষায় অবতীর্ণকরণের মাধ্যমে তাদেরকে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তির উপযোগী করে গড়ে তুলে শিক্ষার মূলধারায় সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ তৈরি করা হবে। এ কর্মসূচিতে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা কারিকুলাম অনুযায়ী পাঠদান করা হবে। Second Chance Education কর্মসূচিকে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা ইউনিটের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

২.০১ **কর্মএলাকা :** সমগ্র বাংলাদেশ (রস্ক প্রকল্প বাস্তবায়ন মেয়াদের মধ্যে রস্ক প্রকল্পের আওতাধীন উপজেলা ও শহরের বস্তি এলাকা ব্যতীত)।

২.০৩ কর্মসূচির উদ্দেশ্য :

(১) বিদ্যালয় বহির্ভূত এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরেপড়া ৮-১৪ বছর বয়সী শিশুদেরকে শিক্ষার দ্বিতীয় সুযোগ হিসেবে উপানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা;

(২) শিক্ষার্থীদেরকে উপানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি স্তরভিত্তিক যোগ্যতানুসারে তাদেরকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মূলধারায় সম্পৃক্ত হতে সহায়তা করা;

(৩) শিক্ষার্থীদেরকে ১ম-৫ম শ্রেণির সমমানের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান শেষে ৫ম শ্রেণি সমাপনী পরীক্ষায় অবতীর্ণকরণের মাধ্যমে তাদেরকে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তির উপযোগী করে শিক্ষার মূলধারায় সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ তৈরি করা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তির সুযোগ তৈরি করা;

(৪) বিদ্যালয় গমনোপযোগী লক্ষ্যদলভুক্ত শিশুদের মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনে সহায়তা করা।

২.০৪ অগ্রগতি :

Second Chance and Alternative Education কর্মসূচির ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের অর্থ ছাড়ের জন্য ১ম ও ২য় কিস্তির ১৪,২১,৫৬২.০০ টাকা ব্যুরোর অনুকূলে অগ্রিম প্রদানের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

(১) সংস্থার প্রতিনিধি (ইউনিসেফ ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন) এবং ব্যুরোর কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে Second Chance and Alternative Education কর্মসূচির কর্মএলাকা নির্ধারণ করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে ৩০ জেলার ৫০টি উপজেলা এবং ০৮টি সিটি কর্পোরেশনকে কর্ম এলাকা হিসেবে নির্বাচন করা হয়।

(২) জানুয়ারি ২০১৪ থেকে মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম শুরুর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

(৩) বেসরকারি সংস্থা নির্বাচনের জন্য অচিরেই পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে।

(৪) কারিক্যুলাম সংগ্রহের নিমিত্ত জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান বরাবর প্রতি শ্রেণির জন্য ৮,০০০ সেট করে এবং সহায়ক সহায়িকাদের জন্য সর্বমোট ৪৮,০০০ সেট বইয়ের চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে।